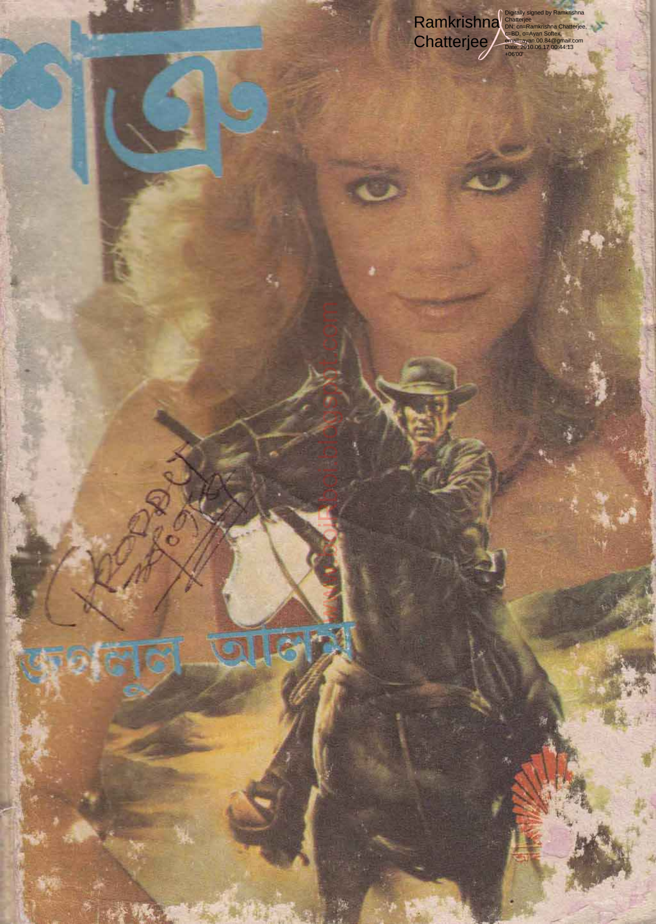

শত্রু
জগলুল আলম

বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে।
এই কাহিনীর চরিত্রগুলো কাল্পনিক

ফজলুর রহমান
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১, হেমেন্দ্র দাস রোড
সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৭

মুদ্রণে : সোহেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩ রূপলাল দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি। বিক্রয় কেন্দ্র ও পরিবেশক : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, পাটুয়াটুলী, রাজশাহী, রংপুর ও যশোর। স্টুডেন্ট ওয়েজ, মাওলা ব্রাদার্স, বড়াল প্রকাশনী, ডানা পাবলিশার্স (বাংলা বাজার), কারেন্ট নিউজ (ঢাকা কলেজ গেট)।

চট্টগ্রাম : মিতুক প্রকাশনী, ৭৪ স্টেশন রোড। রাজশাহী : সঞ্চিতা, রাণী বাজার। ময়মনসিংহ : রেলওয়ে বুক স্টল। বরিশাল : বুক ভিলা

এক

'মরার আগে কিছু বলার থাকলে বল। শেষ ইচ্ছা-টিচ্ছা?'

বক্তার মুখ নির্লিপ্ত। ফাঁসিতে ঝোলানর আগে শেষ প্রশ্ন। চেহারায় ফুটে ওঠেছে বিচারকের মত গাম্ভীর্য।

প্রায় তিরিশ বছর বয়স লোকটার। শক্ত-সমর্থ শরীর। চেহারায় কাঠিন্য। কোমরে ঝোলান গানবেল্টের দু'দিকে দুটো পিস্তল। গানবেল্টের নিচে দু'হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ান। মুখে পাইপ। এঁকেবেঁকে ওঠে যাচ্ছে নীল রঙের ধোঁয়া। ঘন গোঁফের নিচে পুরু ঠোঁটে কৌতুকের ছোঁয়া। তার সাথে মিশে আছে নিষ্ঠুরতা।

যার কাছে সে প্রশ্ন রেখেছে তার বয়স পঞ্চাশেরও বেশি। মাথার চুল সাদায়-কালোয় মেশান। গালভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। সারা চেহারায় একাধারে বিস্ময় ও হতাশার অভিব্যক্তি। একটা খুঁটির সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। হাত দুটোও পিছমোড়া করে চামড়ার ফিতেয় আটকান।

ওর দৃষ্টি নিজের তৈরি র‍্যাঞ্চ, কাঠের লগ-কেবিন, খোঁয়াড় ও

আস্তাবলের ওপর ঘুরতে লাগল ধীরে ধীরে। আহ্! ঘাম ঝরান পরিশ্রমের ফসল। রয়ে যাবে ওগুলো, শুধু সে থাকবে না। এই বোধ হয় পৃথিবীর নিয়ম।

সামনের কটনউড গাছটার দিকে তাকাল সে। অনেক শখ করে র‍্যাঞ্চের আঙিনায় গাছটা পুঁতেছিল। দিনে দিনে বড় হয়েছে সেটা। আজ তাকে ঝোলান হবে নিজের হাতে লাগান গাছেই। কি ভাগ্য!

একসময় ওর দৃষ্টিটা এসে স্থির হল বক্তার মুখের ওপর। তারপর আবার ঘুরে গেল র‍্যাঞ্চ, কেবিন আর আস্তাবলের দিকে। মাথা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল কটনউড গাছটার উচ্চতা। এই হয়ত শেষ দেখা।

আসলে ফরবি'র জন্য এ দেশটা যাযাবরসই নয়। এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে। ভেবেছিল, পশ্চিমে গেলে তার জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। খাটতে জানে সে দারুণ। পরিশ্রমের ফলও পেয়েছে। অনেকের মত সোনার প্রতি কোন লোভ ছিল না তার। একটা র‍্যাঞ্চ, সাজান-গোছান ছোট্ট সংসার, এই ছিল আশা। সফলও হয়েছিল।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল হেলেন। তখনো ভেঙে পড়েনি ফরবি। বরং তাদের ভুলে থাকার জন্যই বাড়িয়ে দিয়েছে কাজের মাত্রা। র‍্যাঞ্চের প্রতিটা ইঞ্চিতে লেগে আছে তার শরীরের ঘাম, রক্ত, অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের স্পর্শ।

ফরবি'র সামনে ছ'জন লোক অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ান। প্রত্যেকের পরনে কাউবয়ের পোশাক। তবে চেহারা আর হাবভাব

দেখলে বোঝা যায় শুধু সাধারণ কাউহ্যাণ্ড নয় এরা। অন্যান্য কাজকর্মেও অভ্যস্ত। ফরবি বুঝতে পারল, এদের কাছ থেকে সাহায্যের কোন আশা নেই।

'বলেছি তো', একই কথা বারবার বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ফরবি। 'তোমার গরু চুরি করতে যাব কোন দুঃখে? আমার কি কম আছে? বরং যা দরকার তার চেয়ে বেশিই রয়েছে। আগেও ছিল।'

'অথচ দেখ কি অবাক ব্যাপার!' কৌতুকের সুরে বললো বার্থলোমো, 'এখানে পঞ্চাশটা গরু পেলাম আমার র‍্যাঞ্চের মার্কা মারা। ছ'মাস থেকে গরু চুরি হচ্ছে র‍্যাঞ্চ থেকে। অন্তত পাঁচশ' চুরি হয়েছে। আমি জানি তুমিই সবকিছুর হোতা। হয়ত কোন-ভাবে অশ্বগুলোর মার্কা বদলে ফেলেছ।'

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বার্থলোমো। ফাঁসি দিতে চাও, দাও। তাই বলে বারবার চোর বলো না আমাকে। বিশ বছর ধরে ফোর-বি মার্কাটা ব্যবহার করছি। গায়ে জোর আছে তোমার, অত প্রমাণ-ট্রমাণের দরকার কি? আমার পিঠে একটা সীল মেরে দাও—গরু চোর।'

'বাহ, বেশ বলেছ। তাহলে আমার গরুগুলোর পাখা গজিয়েছে, আর উড়ে চলে গেছে তোমার র‍্যাঞ্চে। নিজেদের মার্কাও বোধ হয় পাল্টে ফেলেছে নিজেরাই।' কৌতুক করছে এখনো বার্থলোমো। তার বলার ভঙ্গিতে একজন ছাড়া আর সবাই হেসে উঠল সশব্দে।

'চুরি করে থাকলে তুমি বিচার করার কে? বেশি বাহাদুরি

দেখাচ্ছ। শেরিফের কাছে নালিশ করছ না কেন? তুমি কি মনে করছ এখানেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে? মনে রেখ, ভাল লোক যেমন আছে, তেমনি আছে তোমার চেয়ে সাহসী আর শক্তিশালী লোক। অনেকদিন পরে হলেও এর ফল তোমাকে ভুগতে হবে।

'আমার ছেলে না থাকলে কবে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে চলে যেতাম। তোমার মত অমানুষের পাশাপাশি থাকতামই না। তাছাড়া, চোরের মত ঘরে ঢুকে বেঁধে এনেছ। সাহস থাকলে বন্দুক হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়াতে, দেখিয়ে দিতাম একহাত। তুমি একটা কুত্তা, নীচ, অধম, পাজি, শয়তান।' একদলা থুথু ফেলল সে বার্থলোমোর পায়ের সামনে।

'আমি দুঃখিত।' বার্থলোমো বললো। কিন্তু মোটেই দুঃখিত মনে হচ্ছে না তাকে। 'র‍্যাঞ্চ না করে নাটক করলে আরো ভাল করতে। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে যে, সেই সুযোগ তোমাকে দিতে পারছি না।'

'কই, সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' কাউহ্যাণ্ডদের দিকে তাকিয়ে ধমকিয়ে উঠল বার্থলোমো। 'সন্ধ্যার আগে আগেই ব্যাটাকে ঝুলিয়ে দাও। অন্ধকার হয়ে গেলে ফরবি'র মৃত্যুযন্ত্রণাটা দেখতে পাব না আবার।'

কাউবয়দের মধ্য থেকে একটা লোক এগিয়ে এল। বয়স্ক। পোড় খাওয়া চেহারা। শক্ত-সমর্থ শরীর। নাম ডারবি। 'বস্, র‍্যাঞ্চ তো আমরাই পাচ্ছি। ব্যাটাকে মেরে ফেলে লাভ কি? বরং ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দাও। ঘোড়ার পেছনে

দুটো গুলি ফুটিয়ে দিলেই পগার-পার হয়ে যাবে। হয়ত মারাই যাবে খাদে পড়ে।' ডারবি প্রস্তাব দিল।

'কি বলছ তুমি?' খ্যাক্ করে উঠল বার্থলোমো। 'ব্যাটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। একবার ছাড়া পেলে তোমাদের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়বে। র‍্যাঞ্চের হাওয়া আর খেতে হবে না। কই, জলদি গাছে তোল চোরটাকে।'

ততক্ষণে বাকি পাঁচজন এগিয়ে এসেছে। একজনের হাতে শক্ত রশির গোছা। ফরবি'কে খুঁটি থেকে মুক্ত করে পিছমোড়া বাঁধা হাত না খুলেই সামনের কটনউড গাছটার দিকে ঠেলে দিল। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফরবি। একজন তার পিঠের নিচে হাত দিয়ে টেনে তুলতেই পেছন থেকে শুনতে পেল এক কিশোরের কণ্ঠস্বর।

'বাবাকে ছেড়ে দাও। আমার হাতের শটগানটা কথা বলতে জানে।' একমুহূর্তে জমে বরফ হয়ে গেল সবাই। তের বছরের ল্যারী দু'জনকেই কভার করে দাঁড়িয়ে আছে। শটগান ছুঁড়তে শিখেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঝুঁকিও নিতে চাইছে না কেউ।

ফরবি'র একমাত্র ছেলে ল্যারী। অনেক যত্নে মানুষ করেছে। বাপের সাথে মাঠে কাজ করে। এখনই ঘোড়া ছোটাতে পারে দারুণ। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে বাপ-ছেলে দু'জন মিলে র‍্যাঞ্চও পাহারা দিয়েছে। তবে গুলি ছোঁড়ার দরকার হয়নি কোনদিন।

'বাহ্, বাপকা ব্যাটা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়ে গেছে।' বলতে বলতেই ল্যারীর ঠিক পাশে দাঁড়ান কাউহ্যাণ্ড ডেভিয়েট চরকির বেগে আধপাক ঘুরল। ল্যারী কিছু বোঝার আগেই ডেভিয়ে-

ন্টের হাত বিদ্যুতের গতিতে একবার শুধু ওঠানামা করল। পরক্ষণেই দেখা গেল, ল্যারীর হাতের শটগান ছিটকে পড়েছে দূরে। সে কাৎরাচ্ছে মাটিতে পড়ে।

বুটের তলায় লাগান স্পার দিয়ে ল্যারীর মাথায় প্রচণ্ড এক লাথি মারল বার্থলোমো। তারপর গলার ওপর পা রেখে দাঁড়াল। গলাকাটা মুরগির মত ছটফট করছে ল্যারী।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ফরবি। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গেছে সে। 'কুত্তার বাচ্চা!' আবারো একদলা থুথু ফেলল সে বার্থলোমোর দিকে। 'দুধের বাচ্চার সাথে বাহাদুরি দেখাচ্ছিস! শিয়াল-কুকুরে টানাটানি করবে তোর লাশ নিয়ে।'

কিন্তু এর পরেও চটে উঠল না বার্থলোমো। তেমনি নির্লিপ্ত তার মুখ। নির্বিকার।

'ছেড়ে দেন বস', বলতে বলতে এগিয়ে এল ডারবি। 'পুঁচকে ছোঁড়াটাকে মেরে হাত নষ্ট করা আপনার কাজ নয়। এর জন্য তো আমরাই আছি।'

'ব্যাটারা হাঁ করে কি দেখছিস? হাত লাগা।' ল্যারীর গলা থেকে পা তুলে বলল বার্থলোমো।

এর আগেই কাউবয়রা তিনজনে মিলে কটনউডের তলায় নিয়ে এসেছে ফরবি'কে। এতক্ষণে ভয় পেয়েছে সে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে তার। আর কোন আশা নেই। চেহারা রক্তশূন্য। দৃষ্টি উদাস। সে দৃষ্টিতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। মাটিতে পড়ে থাকা ল্যারীর দিকে ফিরে তাকাতেও সাহস পাচ্ছে না।

কোন জোরাজুরিও করল না ফরবি। একবার মনে হল,

চিৎকার করে প্রতিবাদ করবে। কিন্তু গলায়ও জোর পাচ্ছে না। শেষবারের মত আবার চারদিকে তাকাল। কিন্তু কি দেখছে নিজেই বুঝতে পারছে না যেন। ঝুলিয়ে রাখা রশিটা গলায় ঝোলানর সময়ও ঘোর লাগা এই ভাবটা কাটল না তার।

গভীর রাত। বাঙ্ক হাউস থেকে বের হয়ে এল ডারবি। সাথে ল্যারী। এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে শাবল। গাছ থেকে নামাল ফরবি'র দেহ। শক্ত হয়ে গেছে। জিভ ঝুলে পড়েছে প্রায় আধ হাত লম্বা হয়ে। চোখ খোলা।

ঘোর লাগা অবস্থা ল্যারীর। দু'জনে মিলে কবর খুঁড়লো মাটিতে। র‍্যাঞ্চ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তারপর চাপা দিল ফরবি'র লাশ। সকালে এ নিয়ে কি হবে তা ভাবল না ডারবি। কাঁটা গাছের ঝোপ বিছিয়ে দিল কবরের ওপর। ধুলা ঝড়ে যেন কবরের বালি উড়ে না যায়। একঘন্টার মধ্যেই বাঙ্ক হাউসে ফিরে গেল সে।

কালো কুচকুচে একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে অন্ধকারে, দূর দিগন্তে মিশে গেল ল্যারী। রাতের মধ্যেই পালাতে হবে তাকে। চলে যেতে হবে অনেক দূরে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে শরীরটাকে। কারণ, একদিন ফিরে আসতে হবে তাকে।

শেষবারের মত পেছনে ফিরে তাকাল ল্যারী। 'বার্থলোমো, তুমি বেঁচে থেকো, আমি আসব। আসবই। শুধু ততদিন বেঁচে থেকো—' বুকের গভীর থেকে হৃদয় চিরে আসা একটা দীর্ঘশ্বাস সশব্দে বের হয়ে এল তার— মিশে গেল পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়া বাতাসের সাথে।

দুই

দশ বছর পর।

এক সারি ছোটবড় পাহাড়ের মধ্যে গড়ে ওঠা ছোট্ট শহর। হোপ এগেইন। নামটি যে রেখেছিল, নিশ্চয়ই তার মধ্যে ছিল একটা সৌন্দর্যপ্রিয়, আশাবাদী মন। কিন্তু লোকে ভুলে গেছে তার কথা। শহরটা ছোট্ট হলেও এখানে ঘটনা ঘটে প্রচুর। বোধ হয় সে কারণেই তার কথা মনে রাখার ফুরসত হয়নি কারো।

সকাল হয়েছে একটু আগে।

হোপ এগেইনকে মনে হচ্ছে জনশূন্য। দোকানগুলো সবেমাত্র খুলতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই শহরের একমাত্র পাকা সড়ক দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগোচ্ছে একজন আগন্তুক। ঘোড়ার নালের আঘাতে শব্দ হচ্ছে ঠক্‌ঠক্‌ করে।

আগন্তুকের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। কাপড়-চোপড়ের আবরণ ভেদ করে ফুটে ওঠেছে সুগঠিত শরীর। ক্লিন-শেভ করা মুখ। প্রশস্ত কপালের ওপর ঝাঁকড়া কালো চুল। চওড়া কাঁধ। সুগঠিত উরু ও বাহু। দেখলে মনে হয় কোনকালে অ্যাথলেট ছিল।

পরনে জিন্‌সের তৈরি কাউবয়ের পোশাক। কিন্তু পরিকার-পরিচ্ছন্ন।

উরুর দু'পাশে হাঁটুর ওপর স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা হোলস্টারে দুটো পিস্তল। বাঁট দুটো দু'দিকে ঘোরান। মুহূর্তের মাঝে যে কোন হাতে যে কোন পিস্তল তুলে নিতে পারে সে। আগন্তুকের দিকে তাকালে বোঝা যায়, শুধু লোক দেখাবার জন্য নয়, পিস্তল-গুলো ব্যবহারও করতে জানে। সদ্য খোলা একটা বারের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। লাল-সাদা মেশান স্ট্যালিয়নটা মাটি শুঁকতে শুঁকতে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

হোপ এগেইনের একমাত্র পাকা সড়কের দু'পাশে বিক্ষিপ্ত-ভাবে গড়ে উঠেছে কাঠের ঘরবাড়ি। একটা ব্যাঙ্ক, দুটো বার হাউস, ছ'টা দোকান, বড়জোর পঁচিশটা বাড়ি। শহরের এক সীমানা থেকে শুরু হয়েছে কাঁকর বেছান প্রান্তর। গিয়ে শেষ হয়েছে একেবারে পাহাড়ে।

অন্য পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী। সাপের মত এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। নদী থেকে নালা কেটে নিয়ে আসা হয়েছে পাশের কয়েকটা র‍্যাঞ্চে। আকারে বেশি বড় নয় র‍্যাঞ্চগুলো। নদীর কাছাকাছি এলাকায় ঘাস জন্মেছে। গরু-বাছুর চরানর জন্য যথেষ্ট। যার যার র‍্যাঞ্চের সীমানা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা।

শহরের দুটো বার হাউস বা সেলুনের মধ্যে বড়টির নাম কাম এগেইন। শহরের নামের সাথে মিল করে রাখা। মালিকের নাম বেন্ট। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। বেঁটে, তবে যথেষ্ট শক্তিশালী। দু'-

চোখে তার রাজ্যের সরলতা।

তাই বলে বেটকে খুব-একটা সরল মনে করার কারণ নেই। কারণ, তার কাউন্টারের ওপরে সবসময়ই থাকে ভয়ালদর্শন একটা শটগান। সেলুনে যারা জুয়া খেলতে বা মদ খেতে আসে তারা জানে, বেটের শটগানের বুলেট খুব দামী। মিস করাটা একেবারেই পছন্দ নয় ওর। সে জন্যই কাম এগেইনে আসে খানিকটা স্থিরবুদ্ধির লোক। মাত্রাবোধ আছে ওদের। কেউ বাড়তি হল্লা করলে বেটের ঠাণ্ডা চাহনিই যথেষ্ট।

আগন্তুককে দেখে সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়াল বেট। স্ট্যালিয়নটাকে দেখল। একদিকের পাছায় র‍্যাঞ্চের ছাপ মারা। ছাপটা বেটের পরিচিত নয়।

হোপ এগেইন শহরটাতে নতুন কেউ সাধারণত আসেই না। জায়গাটা পশ্চিমের বিভিন্ন শহর থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। অন্য কোন শহরে যাওয়া-আসার পথে হোপ এগেইন পেরোতে হয় না। কাজেই এখানে নবাগত লোকমাত্রই কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এবং শুধুমাত্র এ জন্যই সেলুন আধখোলা রেখেই এগিয়ে এসেছে ও।

বেট দেখল, আগন্তুকের দৃষ্টি অন্যদিকে। ইতিমধ্যেই শহরের রাস্তায় তৃতীয় ও চতুর্থ প্রাণীর আগমন ঘটেছে। বেঁটে-খাটো একজন কাউহ্যাণ্ড তাড়িয়ে নিয়ে আসছে একটা নেড়ী কুকুর। লোকটার একহাতে খোলা পিস্তল, অন্যহাতে চামড়ার তৈরি চাবুক।

কুকুরটার পেছনের ডান পা বেয়ে ঝরছে তাজা রক্ত। দৌড়াচ্ছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। চাবুকের ঘায়ে ঘাড়ের কাছেও সৃষ্টি হয়েছে একটা তাজা ক্ষত। সেখান থেকে রক্ত পড়ছে কুকুরটার

আতংকিত চোখ-মুখ বেয়ে।

'হারামজাদা, তোর চামড়া দিয়ে আমি জুতা বানাব', বলতে বলতে পেছনে পেছনে আসছে লোকটা। 'আমার সকালের ঘুম নষ্ট করলি, তোকে আমি কাবাব বানিয়ে খাব। হারামজাদা, তোকে আজ পিটিয়েই মেরে ফেলব।'

হাঁফাচ্ছে লোকটা। চোখ থেকে কাঁচা ঘুমের রেশ এখনো যায়নি। আগন্তুক বুঝতে পারে, অনেক রাতে ঘুমোতে যাওয়া এর অভ্যাস। হয় পাহারাদার, নয়ত জুয়াড়ী। কিংবা দুটোই।

'থামো', সরব ধমক খেয়ে লোকটা প্রথম-প্রথমটায় ভড়কে যায়। 'চাবুক ফেলে দাও', আগন্তুকের গলায় আদেশের সুর।

'তুমি আবার কে হে?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার কাজে বাগড়া দিতে এসো না—মেরে তুলাধুনা করে ছাড়ব।' আগন্তুকের দিকে না তাকিয়েই বলল। তারপর আবার সশব্দে চাবুক কষাল। কুঁই কুঁই করে একটানা সুরে কাঁদতে লাগল কুকুরটা।

'ভাল চাইলে চাবুকটা ফেলে দাও আরেকবার বলার আগেই —' এক পা এগিয়ে আসে আগন্তুক।

এবার চোখ তুলে তাকাল মার্টিন। বিগ বিয়ার, সংক্ষেপে বি বি র‍্যাঞ্চের কাউহ্যাণ্ড। অবশ্য হোপ এগেইনে তার পরিচিতি গুণ্ডা হিসাবে। কাউকে খুব-একটা পরোয়া করে না। অভিজ্ঞতা কম হলে যা হয়, পুরো পৃথিবীটাতেই রংবাজি করার ইচ্ছা জাগে। পশ্চিম তো এই মাস্তানদেরই জায়গা। এই মুহূর্তে বলতে গেলে ওকে চ্যালেঞ্জই জানাল একজন। জবাব দিতে হবে বুলেটে। প্রস্তুত মার্টিন। আগন্তুকের হাত কিন্তু হোলস্টার থেকে অনেকটা দূরে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে পিস্তলের আওয়াজে কেঁপে উঠল সকালের শব্দহীন শহরটা। কৌতূহলী মানুষের মুখ দেখা গেল জানালায় জানালায়। কয়েকজন দরজা খুলে উকি দিয়েছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে সবাই দেখল আগন্তুকের ডান হাতে ভোজবাজির মত ওঠে এসেছে বাম হোলস্টারের পিস্তল। নল দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মার্টিনের পিস্তল ছিটকে পড়েছে অন্তত পাঁচ-ছয় হাত দূরে। তার চেপে ধরা কব্জি বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

'কুকুরটা কার? তোমার?' আগন্তুকের ঠোঁটে কৌতুক। পিস্তলটা হোলস্টারে রাখছে সে।

'হ্যাঁ। আরেকজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে ভাল করলে না।' মার্টিনের কর্কশ কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একরাশ ঘৃণা।

নির্বিকার আগন্তুক তার জিনসের প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত ঢোকাল। বের করে আনল দুটো ডলার। ছুঁড়ে দিল মার্টিনের মুখে। 'কুকুরটা কিনে নিলাম। অবশ্য দু'ডলার দিয়ে অমন এক জোড়া কুকুর বা তোমার মত পাঁচটা শয়তান কেনা যেত।'

'ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।' রক্তমাখা হাত চেপে ধরে হিসহিসিয়ে উঠল মার্টিন। 'সুযোগমত পেলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব তোমার।'

'খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করে বরং পিস্তলে হাত পাকাও। নয়ত মেজাজটা সামাল দেয়ার চেষ্টা করো।'

'আর, আমাকে খুঁজতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। মনে

হচ্ছে শহরটা আমার পছন্দ হয়ে গেছে।'

মার্টিনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আগন্তুক এবার কুকুরটার দিকে তাকাল। আঙুল ওপরে তুলে মুখ দিয়ে চু-চু শব্দ করল কয়েকবার। আপনমনে বলল, 'কুকুরটাকে খাওয়ায় না বোধ হয়। হাড্ডি-সার চেহারাটা দেখলে তো মনে হয় অভাবে পড়লে ওর মাংসই কেটে নিয়ে খায়।'

আগন্তুকের কথা শুনে হাসল বেন্ট। দারুণ মজা পেয়েছে সে। এই শহরে বি বি র‍্যাঞ্চের কাউকে এমনভাবে নাজেহাল হতে দেখেনি কেউ। দেখতে দেখতে আরো কয়েকজন এগিয়ে এল কাম এগেইন সেলুনের সামনে।

'কাজটা বোধ হয় ভাল করলে না তুমি', আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল বেন্ট। 'শহরে এসেই বি বি র‍্যাঞ্চের লোকের গায়ে হাত তুলেছ। আবার থাকতেও চাইছ এখানে। ক'দিন থাকতে পারবে কে জানে।'

'কাপুরুষ, ইতর!' বেন্টের কথা শেষ হতে না হতেই নারী-কণ্ঠের রুক্ষ আওয়াজে পাশ ফিরল আগন্তুক। ঠিক তার পেছনেই টুকটুকে লাল রঙের একটা ঘোড়া। স্যাডেলে বসা একজন তরুণী। বয়স বড়জোর ষোল-সতের। উদ্ধত ভঙ্গি। গলার কাছে কাউবয়দের মত করে সাদা রুমাল প্যাঁচান। রোষ কষায়িত দৃষ্টি। দু'চোখে রাগ ছাড়াও রয়েছে ঘৃণা। ঠোঁটে বিরক্তির স্পষ্ট আভাস। একহারা গড়নের উগ্র সুন্দরী। দেখলেই পেতে ইচ্ছে করার মত শরীর।

'পুরুষ হলে ঠিক জবাবটাই পেতে, ম্যাম', মাথা থেকে হ্যাট

নামিয়ে সামান্য ঝুঁকল আগন্তুক। 'না বুঝে হৈ-চৈ করাটা ঠিক নয়। শহরটাতে নতুন এসেছি।'

'না বুঝে বলিনি', যুবতী বেপরোয়া। 'আর কচি খুকী নই আমি। তোমার গুলিতে মারাও যেতে পারত মার্টিন।'

'দুঃখিত ম্যাম', আগন্তুক বলল। 'মারা যেতে পারত—যদি আমি চাইতাম। আমি শুধু পাখা কেটে দিয়েছি। বেশি উড়তে গেলে অনেকেই পড়ে যায়। মনে হয়, এর জন্য একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে আমার।

'তা ম্যাম, আপনি কি কুকুর পছন্দ করেন না?' পাল্টা প্রশ্ন করল আগন্তুক। মুখে তার বাঁকা হাসি। জ্বালা ধরে গেল ষোড়শীর।

'কুকুর আমি পছন্দ করি', সোজাসাপ্টা জবাব দিল সে। 'আর কুকুরটা আমারই। কিন্তু মানুষ আর কুকুরকে সমান ভাবা আমার পছন্দ নয়।'

'ঠিকই বলেছ, ম্যাম', বলল আগন্তুক। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে যুবতীর দিকে। কিন্তু চোখ ফেরাল না মেয়েটা। 'এদের একই পর্যায়ে নিয়ে আসা বোধ হয় উচিত হয়নি আমার। অন্তত কোন কোন সময় কুকুরকে মানুষের চেয়ে বড় মনে করা উচিত। ভুল হয়েছে আমারই। ক্ষমা করবেন।' যেন বিনয়ের অবতার।

রাগে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল মেয়েটা। লাল হয়ে উঠল গাল দুটো। কোন কথা না বলে নামল স্যাডেল থেকে। হিচ রেইলে ঘোড়া না বেঁধেই অদৃশ্য হল বেন্টের সেলুনে।

হঠাৎ করেই যেন আগন্তুকের চারপাশে জমে ওঠা ভিড় ফিকে

হয়ে এল। আগন্তুক দেখল, ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে এক বিশালদেহী। ঠোঁটের দু'পাশে বিরাট গোঁফ। বয়স প্রায় চল্লিশ। চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ। দেখলেই বোঝা যায় সে আদেশ করে—এবং সেটা মানা হয়। কর্তৃত্বের পাশাপাশি চোখেমুখে রয়েছে নিষ্ঠুরতা।

ঘোড়ার পিঠে দামী স্যাডেল। জমকালো। ডানদিকের কোণা থেকে বেরিয়ে আছে উইনচেস্টারের নল। পেছনে ঘোড়ায় চড়া আরো তিনজন। সকলেই সশস্ত্র। কোমরে বা উরুতে বাঁধা হোলস্টার। খালি নয় একটাও। অনেকদিন ব্যবহার করা পিস্তল গোঁজা রয়েছে ওগুলোতে।

'কি হে মিস্টার, মার্টিনকে তুমিই বুঝি গুলি করেছ?' ডান হাত ওপরে তুলে অনুসরণকারীদের থামার নির্দেশ দিতে দিতে বিশালদেহী প্রশ্ন করল।

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছ?' বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক। 'একজনের হাত আমি ছ্যাঁদা করে দিয়েছি বটে। কিন্তু সে কার লোক, তা তো জানা নেই। যেই হোক, তুমিই কি এখানকার শেরিফ?'

'আ-আমি, না শেরিফ নই। তবে—'

'বুঝেছি, লোকটা তোমার র‍্যাঞ্চে কাজ করে। তাই না? দুঃখিত। মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যাবে ক্ষতটা।' বিদ্রুপমাখা স্বরে আগন্তুক বলে।

'ধৈর্য পরীক্ষা করতে যেও না। জিনিসটার কমতি আছে আমার। মারা পড়বে।' গমগমে কণ্ঠে বিশালদেহী সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

'তাই নাকি! আমি তো ভেবেছিলাম বপুটার মতই বিশাল তোমার ধৈর্যশক্তি। তা, মাত্র চারজনে মিলেই মেরে ফেলবে? মনে হয় তোমার হিসেবে গণ্ডগোল আছে।' বলতে বলতে টান-টান হয়ে ঋজু ভঙ্গিতে ওঠে দাঁড়াল আগন্তুক। ছ'হাত হোলস্টারের কাছাকাছি।

লোকটার দাঁড়ানর ভঙ্গি দেখেই বোধ হয় বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার আর এগোতে সাহস পেল না। 'ব্যাটাকে চিনে রাখ প্যাণ্টন, বোধ হয় ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।' কথা শেষে লাগাম ধরে টান মারল। ঘোড়ার মুখ ঘুরাল। ফিরে চলল ধীর পায়ে। তিন সঙ্গীর কেউই পেছনের দিকে একবারও ফিরে তাকাল না।

কুকুরটাকে বাইরে রেখেই ধীর পায়ে সেলুনে ঢুকল আগন্তুক। তার ধারণা, মেয়েটা সেলুনেই। কিন্তু দেখা গেল না তার। কখন বেরিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। ছ'হাতে মাথা চেপে ধরে বারের কাউণ্টারে বসে আছে বেণ্ট।

'এবারের মত বেঁচে গেলে মিস্টার', সাবধান করার ভঙ্গিতে জানাল। মাথা থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বসেছে সে। 'মনে হচ্ছে বিপদের একটা ঝোলা নিয়ে এসেছ। কার সঙ্গে লাগতে গেছ, চেন না বোধ হয়।' একটু থেমে আবার বলা শুরু করল। 'এ শহরে থাকতে চাইলে আগেভাগেই কবরের জায়গা কিনে নাও। স্মৃতি-ফলকে কি লিখবে ঠিক করো। আমাকে জানিয়ে যেও একসময়। বেশি দেরি করো না।' বিরস মুখে বলল সে।

'ওই মোটকুর নাম বিগ বিয়ার। মোটা বলে সবাই ঐ নামে ডাকে। তবে মোটা হলেও চলাফেরায় বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র।

শহরের সবাই তার কথায় ওঠে-বসে। ওঠতে-বসতে বাধ্য হয়। ছ'দিনেই বুঝে ফেলবে।' তখনো বক্‌বক্‌ করছে বেণ্ট।

'থাম। হয়েছে, আর বক্‌বক্‌ করো না।' হাসতে হাসতেই বলল আগন্তুক। পেতে রাখা চেয়ারে বসল। 'বেশি বললে ভয় পেয়ে যাব কিন্তু।'

'তাছাড়া অন্তত একজন ওঠাবসা না করলে তোমাদের বিগ বিয়ারের বোধ হয় ভালই লাগবে। একঘেয়েমি কাটানর জন্য মাঝে মাঝে একটু চেঞ্জেরও তো দরকার হয়।'

'এটা হাসির কথা নয়, মিস্টার।' বেণ্ট স্বাভাবিক স্বরে বলল। একজন লোককে খালি হাতে চেপে ধরে মেরে ফেলেছিল বিগ বিয়ার। তুমি যে-ই হও—একজন লোক হয়ত চারজনের সঙ্গে পেরে উঠতে পারে। কিন্তু দশজন? বিশজন? কিম্বা তার চেয়েও বেশি? এখানে বন্ধুই পাবে না তুমি।'

'ইস্—খামাকা ভয় দেখিয়ে আমার সকালটাই মাটি করে দিচ্ছ। আর বলো না। এখন পারলে কিছু নাস্তা দাও। আরে, কুকুরটা কোথায় গেল? ওকেও হাড়গোড় কিছু থাকলে দাও।' দরজার দিকে তাকিয়ে চু-চু শব্দ করে কুকুরটাকে ডাকল সে।

বেণ্টের মনে হল, লোকটার কোন তাড়া নেই। মনোযোগ দিয়ে সে তার গতিবিধি লক্ষ করতে থাকে। আগন্তুক ধীরে-সুস্থে স্যুপের বাটিতে ঠোঁট ছোঁয়াল, ছ'টুকরা হাড় ছুঁড়ে দিল নতুন সাথীর দিকে। কুকুরটা খুশি। খাওয়া শেষে হাত ধোয়া, মাথা আঁচড়ান এইসব সেরে প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করে আনল এক ডলারের একটা নোট। ফেরত পয়সাগুলো রেখে দিল শার্টের পকেটে।

তারপর মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে। কুকুরটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড় লাগাল আগন্তুকের ঘোড়ার পেছনে।

ও বের হয়ে যেতেই বেন্ট ফিরে এসে বসল কাউন্টারে। ততক্ষণে তার মুখেও হাসি ফুটেছে। 'সুপ্রভাত মিস্টার, গুড লাক। মনে হয় শহরে এবার সত্যিকারের একটা লোক এসেছে।' আপনমনেই বিড়বিড় করে উঠল বেন্ট।

তিন

এম র‍্যাঞ্চ। হোপ এগেইনের বড় র‍্যাঞ্চগুলোর মধ্যে একটি। আয়তনে খুব বড় না হলেও সাজান-গোছান। মালিকের নাম ফিলিপ মাস্টারস।

তিনি বসে আছেন র‍্যাঞ্চের খোলা চওড়া বারান্দায়। মুখে চুরুট। দৃষ্টি বাইরের দিকে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হল। কপালে বলিরেখা। বেঁটে-খাটো লোক। বয়সের তুলনায় একটু বেশি বুড়ো দেখায় তাঁকে। দেখলেই বোঝা যায়, দুশ্চিন্তা তাঁর মন আর শরীরে ছাপ ফেলছে নিয়মিত। সমৃদ্ধ একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হলেও অনেকদিন ধরে অজানা এক কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনি। নিভে যাওয়া চুরুট থেকে ছাই ঝরে পড়লো তার কোলের ওপর। নড়েচড়ে বসলেন।

এম র‍্যাঞ্চের এক পাশে কামারশালা। সেখান থেকে ভেসে আসছে ঠুকঠাক শব্দ। আরেক পাশে বাঙ্ক হাউস। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় অনেকগুলো ছোটবড় খুপরি। উঠানের মাঝখানে খড়ের বিশাল গাদা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা র‍্যাঞ্চ হাউ-

সের সদর দরজায় বন্দুকধারী দারোয়ান। দরজা খোলা। বাইরে তাকালেন ফিলিপ।

বহু দূরে নজরে পড়ল একটা কালো সচল বিন্দু। হালকা ধুলার বৃত্ত। ক্রমশ বড় হচ্ছে সেটা। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিলিপের দিকে তাকাল দারোয়ান। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন তিনি। নিঃশ্বাস ছাড়লেন জোরে। যেন বুকটা হালকা হল। ভারী একটা পাথর নেমে গেছে যেন। আসছে, সে যার জন্য অপেক্ষা করলেন দীর্ঘদিন।

ধুলায় ঢাকা পড়েছে আগন্তুকের দেহ। র‍্যাঞ্চের সদর দরজায় এসে নামল ঘোড়া থেকে। দারোয়ানের কাছে কিছু-একটা জিজ্ঞেস করেই র‍্যাঞ্চে ঢুকল। চেয়ার থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন বুড়ো। এগিয়ে এসে আগন্তুকের হাতে হাত রাখলেন তিনি। এক রকম টেনেই নিয়ে এলেন বারান্দায়। টুলে বসল নতুন লোকটা।

'সুপ্রভাত, মিঃ শেভার্ন।' চেয়ারে বসতে বসতে বললেন ফিলিপ। 'গুড লাক। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।'

একবার ফিলিপের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে ঘরের ভেতরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল শেভার্ন। সুসজ্জিত কামরা। আকারে বেশ বড়। দামী আসবাবপত্র। আয়না বসান ড্রেসিং টেবিল। চওড়া খাট। সৌখিন আলনা। বিরাট কাঠের আলমারি। এমনকি এককোণে সাজান একটা পিয়ানো।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে, কিছু না বলেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন বুড়ো। ফিরে এলেন বোতল আর গ্লাস হাতে নিয়ে। এ-

দিকে শেভার্ন ভাবছে, এসব কোত্থেকে জোগাড় করলেন ফিলিপ? চল্লিশ মাইল দূরের রেলস্টেশন লাগোয়া ছোট্ট শহরটি ছাড়া কাছে ভেতরে অন্য কোন উপায় নেই। অর্থাৎ পরিশ্রম এবং টাকা খরচ হয়েছে প্রচুর।

চেয়ারে বসতে বসতে ফিলিপ বললেন, 'আমার র‍্যাঞ্চের পুরনো ও বিশ্বস্ত ফোরম্যান টনি। ওকে সপ্তাহ দুয়েক আগে খুন করা হয়েছে। বোঝাই যায়, ঠাণ্ডা মাথার খুন। টনির ঘোড়াটা পাওয়া গেছে রাস্তার ওপরে। মৃত। ওর লাশটা পড়ে ছিল পঞ্চাশ ফুট নিচের খাদে। টনি খুব ভাল ঘোড়া চালাত। বেসামাল হয়ে তার খাদে পড়ে যাওয়ার আশংকা একেবারেই ভিত্তিহীন। তাছাড়া, ঘোড়াটার পাছায় বুলেটের চিহ্ন দেখা গেছে।'

ক্ষণিকের জন্য থামলেন ফিলিপ। 'পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত। মাথায় আঘাতের চিহ্নটাই পরিষ্কার করেছে সবকিছু। পাথরের কোণায় লেগে এমন আঘাত পাওয়া সম্ভব নয়।' জ্বলজ্বল করছে বুড়োর চোখ। শেভার্ন কিন্তু দুঃখের ছায়াও দেখতে পেল সে দৃষ্টিতে।

'বছরের পর বছর ধরে একজনের ঋণ শোধ করে আসছি। করতে বাধ্য আমি। অথচ নিজে কিন্তু তার কাছে ঋণী নই। এর চেয়ে বেশি আর বলতে চাই না, শেভার্ন। এ মুহূর্তে দরকারও নেই বলার। সব নগদ টাকা খুইয়ে আমি এখন ফতুর। তবুও প্রতিমাসে খামার থেকে তার হাতে তুলে দিতে হচ্ছে তরতাজা গরু বাছুর। কোন রশিদ ছাড়াই। বোধ হয় একদিন এই র‍্যাঞ্চও তার হাতে তুলে দিতে হবে।' বুড়ো থামলেন।

'ইদানীং নতুন একটা চিন্তা মাথায় এসেছে। আমার জন্য এটা বাঁচা-মরার প্রশ্ন। কিন্তু চিন্তাটা কাজে রূপ দিতে গেলে দরকার একজন বিশ্বস্ত আর সাহসী বন্ধু। এই র‍্যাঞ্চের গোটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য হাতে তুলে নিতে হবে তাকে। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন উইলমোকে জানিয়েছিলাম কথাটা। তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন।' ফিলিপ মাস্টারস শেভার্নের চোখে চোখ রেখে তাকালেন।

বুড়োর দৃষ্টির সামনে শেভার্ন অস্বস্তি বোধ করল। 'লোকটা কে?' অস্বস্তি কাটাবার জন্য মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

'বার্থলোমো। বি বি র‍্যাঞ্চের মালিক। আমার র‍্যাঞ্চের পাশেই তার র‍্যাঞ্চ।'

'আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব, করব। ভরসা রাখুন।'

এতক্ষণের অস্বস্তি ছাপিয়ে হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'আগেই বলেছি কাজটা সহজ না। বেশ কয়েকজন পেশাদার খুনীর মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে। কাজেই বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত নাও।'

'সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছি।' একটু থেমে শেভার্ন জানাল।

'শুনে খুশি হলাম', ফিলিপ বললেন। 'উইলমো এমন ধারণাই আমাকে দিয়েছে।' আশা এবং উত্তেজনায় চক্‌চক্ করে উঠল তার দু'চোখ।

'তোমার হাতে র‍্যাঞ্চের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব, শেভার্ন। এখন আর ভয় নেই। উইলমো আমার অত্যন্ত আপনজন। মনে হচ্ছে আরেকজন আপন মানুষকে কাছে পেয়েছি।'

'আপনার আউটফিটে লোক ক'জন?' জানতে চাইল শেভার্ন। 'সবাইকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'লোক রয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশজন। এর মধ্যে চারজন মহিলা। বিশ্বাস কাকে কাকে করা যায় তা তুমিই পরখ করে দেখবে। কয়েকজন ছাড়া বেশিরভাগ লোকই পুরনো।

'উনি আমাকে বলেছিল, কয়েকজন কাউহ্যাণ্ডের কাজকর্ম নাকি সন্দেহজনক। কিন্তু নাম বলেনি নির্দিষ্ট করে। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন কাউহ্যাণ্ডকে বার্থলোমোর সুপারিশে আমার র‍্যাঞ্চে চাকরি দিয়েছি। নিজের ইচ্ছাতে নয়। ধরে নাও, দিতে বাধ্য হয়েছি। বার্থলোমোর কথা আমি ফেলতে পারি না।

'যাই হোক—আমার ধারণা, কয়েকদিনেই খাঁটি লোকগুলোকে চিনে নিতে পারবে। এখন থেকে তাদের ভার তোমার ওপর। রেবেকার দেখাশোনাও করতে হবে তোমাকেই।' ফিলিপ আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। দৃষ্টি তার সরাসরি শেভার্নের দিকে। দেখছেন খুঁটিয়ে।

'রেবেকা?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি শেভার্নের।

'আমার মেয়ে। এবং একমাত্র সন্তান', ফিলিপ তার কথা শেষ করতে না করতেই ধুলার মেঘ উড়িয়ে র‍্যাঞ্চে প্রবেশ করল সেই মেয়েটা। শেভার্নের সাথে দেখা হয়েছে একটু আগেই। শহরে। 'এই যে, এসে গেছে।' তাড়াতাড়ি নিচু স্বরে ফিলিপ বললেন, 'সাবধান, এসব ও কিছুই জানে না।'

'এসো রেবেকা। এই হল মিঃ শেভার্ন। আমাদের র‍্যাঞ্চের নতুন ফোরম্যান।' রেবেকার দিকে হাত বাড়ালেন বুড়ো।

রেবেকা এগিয়ে এল না। মুখ কুঁচকে বলল, 'ও, এই লোক! ওর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে। আজ সকালেই।'

শেভার্নের ভাবভঙ্গির কোন পরিবর্তন হল না। 'সকালে আমি একটি কুকুর কিনেছি। উনি তখন সেখানে ছিলেন।' নিচু স্বরে বললো শেভার্ন। 'পরে জেনেছি কুকুরটা ওনারই।'

ফিলিপ ওঠে দাঁড়ালেন। 'রেবেকা, মিঃ শেভার্ন এখন আমার অতিথি। দুপুরে ও আমাদের সাথে খাবে।' তিনি রেবেকাকে ডাকলেন।

'ধন্যবাদ, মিঃ ফিলিপ। আমি কিন্তু আউটফিটের সাথেই লাঞ্চটা সারতে চাই। ওঠে দাঁড়াল শেভার্ন। তবে সে লক্ষ করল রেবেকাও তাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না।

সহজ ভঙ্গিতে শেভার্ন আউটফিটের দিকে এগিয়ে গেল। ফিলিপও তার সাথে চললেন। কাউবয়দের দিকে তাকিয়ে তিনি নতুন ফোরম্যানের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেভার্ন লক্ষ করল, এদের মধ্যে কয়েকজন আগ্রহভরে হ্যাণ্ডশেক করেছে। কিন্তু দু'তিনজনের চেহারায় ফুটে ওঠেছে স্পষ্ট বিদ্বেষ।

আস্তাবলে ঘোড়া ঢুকিয়ে শেভার্ন তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাজান-গোছান। একপাশে খাট। দু'দিকের দেয়ালে দুটো জানালা। তবে খুব মজবুত নয়। জানালার বাইরে সামান্য কাঁকর বেছান খালি জায়গা। তারপর র‍্যাঞ্চের কাঁটাতারের সীমানা। জানালা খোলা রাখলে বাতাসের কোন অভাব হয় না। দেয়ালে ঝোলান হারিকেন। চিমনিতে ধুলার আস্তরণ।

শেভার্ন আবার তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিছানাটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ক্লান্ত শরীর। শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। কয়েকটা প্রশ্ন তার মনে বারবার ঘুরেফিরে আসতে লাগল। মিঃ ফিলিপ বিপদের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু বিপদটা কি? প্রতি মাসে তিনি নগদ টাকা, গরু-বাছুর তুলে দিচ্ছেন আরেকজনের হাতে। কিন্তু কেন? টনিকে পেছন থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। কারা করল কাজটা? কোন্ উদ্দেশে? শহরে একজন শেরিফ, দু'জন ডেপুটি শেরিফ রয়েছে। এর পরেও বার্থলোমোর অগাধ ক্ষমতার উৎস কোথায়? ফিলিপ জানেন, তার র‍্যাঞ্চের কাউবয়রা সবাই বিশ্বস্ত নয়। তাদের তিনি সরাতে পারছেন না কেন? জজ উইলমো শেভার্নকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নিজে আইনের লোক হয়ে তিনি শেভার্নকে কেন পাঠালেন? রেবেকার সাথে তার কোন ঝগড়া হয়নি। তবু সে তার উপস্থিতি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি কেন?

প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার ভেতর। ও জানে, একদিনে সব জানা সম্ভব নয়। আবার এদিকে সময়ও বেশি নেই। টনির পর ও-ই হবে টার্গেট। সুতরাং কিছুটা সময় তার এখনই বের করে নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

পরদিন সকাল।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা শেভার্নের অভ্যাস। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় অভ্যাসটা রপ্ত করেছে সে। শুধু বন্দুকই নয়, দক্ষ হাতে র‍্যাঞ্চও চালাতে জানে। যে-কোন দক্ষ কাউহ্যাণ্ডের সাথে পাল্লা

দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা তার রয়েছে।

র‍্যাঞ্চের কাউহ্যাণ্ডদের সবাই জড়ো হয়েছে আঙিনায়। জটলা করে গল্প করছে। কয়েকজনের চোখে ঘুমের চিহ্ন। বোধ হয় এত ভোরে উঠত না তারা। আজ সঙ্গী-সাথীরা ডেকে তুলেছে।

শেভার্ন দেখল, ডেভিয়েন্ট ও ডারবি নামের একজন বয়স্ক কাউহ্যাণ্ড আর ইগনাসিও নামের মেক্সিকান কাউবয়টা মূল জটলা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। ফিসফিস করে কি যেন বলছে তারা। গতকালই পরিচয় হয়েছে ওদের সাথে। তিনজনই এসেছে পাশের র‍্যাঞ্চ থেকে। ডারবি অনেক আগে, বাকি দু'জন এসেছে কিছুদিন হল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই জেনে নিয়েছিল সে আগেই। এদের হাবভাবে বিপদের গন্ধ পেল শেভার্ন।

'ডেভ, এদিকে এসো', বলতে বলতে সেদিকে এগিয়ে গেল শেভার্ন। 'টনি মারা যাবার পর থেকে তুমিই তো খড় বাছাইয়ের কাজ করে আসছ, আপাতত সেই কাজটাই করতে থাক।'

তিনজনই তার দিকে তাকাল। একই সাথে। শুধু বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল ডেভিয়েন্ট। 'আমরা তো ভেবেছিলাম, টনি মারা যাবার পর আমাদের কাউকেই ফোরম্যানের দায়িত্ব দেয়া হবে। র‍্যাঞ্চ চালানর সব কাজই জানা আছে আমাদের। ফিলিপ কেন যে বাইরে থেকে অকর্মা একজনকে আমদানি করল, বুঝতে পারলাম না।' ব্যঙ্গমাখা স্বরে বলল সে। 'তোমার আদেশ আমরা শুনব না।'

'আমরা নয়, আমি।' সোজাসাপ্টা বলল শেভার্ন। 'নিজের সাথে সবাইকে জড়াচ্ছ কেন? তাছাড়া আমাকে পছন্দ হচ্ছে না কেন? কারণটা আগে বোঝাও। দেখি না, শোধরাবার কোন

সুযোগ যদি পেয়েই যাই?' মৃদু হাসি শেভার্নের মুখে।

বাকি দু'জন তখনো উসখুস করছে। বলতে চাইছে কিছু। কিন্তু শেভার্নের বেপরোয়া হালচাল দেখে সাহস পাচ্ছে না। বোধ হয় জরিপ করে নিতে চাইছে আগাগোড়া।

'তাছাড়া মাঠে কাজ করতে গেলে সবসময় কোমরে পিস্তল গোঁজারও কারণ দেখি না। র‍্যাঞ্চ লুট করতে আসছে না কেউ। না বললে অস্ত্র নিয়ে আসবে না কেউ আর।'

'তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দেয়ার কোন কারণ দেখি না।' উদ্ধত ভঙ্গিতেই বলল ডেভিয়েন্ট। 'যা বলার ফিলিপের কাছেই বলব।' বলতে বলতে পা বাড়াল সে।

'দাঁড়াও', কঠোর কণ্ঠে হুকুম দিল শেভার্ন। 'তার কাছে গিয়ে একথাও বলো, তোমাকে আমি বের করে দিয়েছি।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ডেভিয়েন্ট। তিন পা সামনে এগিয়ে এল শেভার্ন। 'কোমরের কাছ থেকে হাত সরাও। তুমি পিস্তল ওঠাবার আগেই বুকে তিনটা ছিদ্র দেখতে পাবে।'

মুহূর্তের জন্য মাত্র দু'গজের ব্যবধানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। শেভার্ন তখনো হোলস্টারের কাছে হাত নেয়নি। ডেভ একটু নড়ে ওঠতেই শেভার্নের হাতের প্রচণ্ড থাবা এসে পড়ল তার ডানদিকের গালে। তিন পাক খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল সে। পিস্তল ছিটকে পড়েছে দূরে।

ওঠে দাঁড়াল ডেভ। মাথা ঘুরছে। থুথু ফেলল। রক্তমাখা থুথুর সাথে বের হয়ে এল দুটো তাজা দাঁত। পরমুহূর্তে শেভার্নের আরেক চড় খেয়ে আবারো ছিটকে পড়ল মাটিতে।

'ওঠ, এবং সোজা বেরিয়ে যাও। পেছনে তাকাবে না', হুকুম দিল শেভার্ন। 'আর হ্যাঁ, তোমার অস্ত্রটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার।'

বাকি দু'জন তখনো দাঁড়িয়ে আছে হতবুদ্ধি হয়ে। খালি হাতে পিস্তলবাজের সাথে লড়া! বাপের জন্মেও দেখিনি। তাছাড়া এলাকার নামকরা মাস্তান ডেভ। খুনও করেছে বেশ কয়েকটা। সহজে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না তাকে। ভাবাভাবি শেষ। এবার তাদের দিকে পা বাড়াল শেভার্ন।

'তোমাদের দু'জনের কারো কাছে পিস্তল নেই।' বলেই নিজের হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো বের করল। ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। 'কারো ইচ্ছা থাকলে এগিয়ে আসতে পার। বিদায় নিলেও আপত্তি নেই।' বলল সে।

'আমিও ডেভের সাথে যাচ্ছি।' মেক্সিকান কাউবয় ইগনাসিও বলল। 'এখানে কাজ করা পোষাবে না। তুমিই কর তোমার মাত-ব্বরি।' বলল সে। তাকেও বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল শেভার্ন। দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল মেক্সিকান।

'তুমি তো এই র‍্যাঞ্চে নতুন নও।' ডারবির দিকে তাকিয়ে বলল ফোরম্যান। 'অনেক দিন হয় এসেছ। চাইলে সে খোঁয়াড়ে আবার ফিরেও যেতে পার।'

ধীর পায়ে সামনে এল ডারবি। 'ভুল হয়ে গেছে', নিচু স্বরে বলল সে। 'আমি তোমার সাথে আছি।'

ডারবিকে বি বি র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়নি। তার জন্য সুপারিশও করেনি বার্থলোমো। নিজ থেকেই চলে এসেছিল এম

র‍্যাঞ্চে। তাকে অনেক শাসিয়েছে বার্থলোমো। কিন্তু ডারবি দমে যায়নি। সে জানে, তার মুখোমুখি দাঁড়াতে গেলে বার্থলোমোকেও প্রাণটা হাতে নিয়েই দাঁড়াতে হবে। বি বি র‍্যাঞ্চের অন্যান্য কাউ-হ্যাণ্ডরাও ঘাঁটায়নি তাকে। ডারবির এ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা রয়েছে স্পষ্ট।

'গুড্।' শেভার্ন বলল। 'আমি তা-ই আশা করছিলাম।' এবার প্রত্যেককে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিল শেভার্ন। তারপর পা বাড়াল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে।

'মাই গড্', শেভার্ন চলে যাওয়ার পর ফোড়ন কাটল লিনলী নামের একজন কাউবয়। 'ডেঞ্জারাস! থাপ্পড় মারার সময়ও ফোরম্যান হাসছিল।'

'হাসছিল?' হাঁ হাঁ করে হেসে উঠল ডারবি। 'ছাগলের বাচ্চাকে ছিঁড়ে ফেলার সময় নেকড়েও এমন করে হাসে, তার কথার ভঙ্গিতে সবাই একসাথে যোগ দিল হাসিতে।

এদিকে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে শেভার্ন দেখল ফিলিপ আর রেবেকা মুখোমুখি চেয়ারে বসে আলাপ করছে। রেবেকার পরনে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক। বাইরে যাবার প্রস্তুতি। শেভার্নকে ঢুকতে দেখে কপাল কুঁচকে উঠল তার।

'বাহ্, এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছ!' মৃদু হেসে তার দিকে চেয়ার এগিয়ে দিল ফিলিপ।

শেভার্ন চেয়ারে বসল না। 'দুঃখিত। প্রথম দিনে কাজে

নেমেই ডেভিয়েন্ট আর ইগনাসিওকে বাদ দিতে হল।' দাঁড়িয়ে থেকেই বলল। 'ওদের সুবিধাজনক মনে হল না।'

মাঝখান থেকে কথা বলে ওঠল রেবেকা। 'ডেভ্ আর ইগনাসিও তো অত্যন্ত বিশ্বস্ত! বার্থলোমো নিজে তাদের জন্য বাবার কাছে সুপারিশ করেছিল।'

'ওহ্ হো, তাই নাকি!' শেভার্ন বলল। 'আমি জানতাম না ওরা দু'জন তোমার বন্ধু।'

শেভার্নের বাঁকা কথাটা রেবেকার নজর এড়ায়নি। মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠল সে, 'মিঃ শেভার্ন, তুমি ভুল করেছ। কাউবয় বা একজন মেক্সিকান আমার বন্ধু হতে পারে না। তা, তুমি নিশ্চয়ই তোমার নিয়মমত তাদেরকে গানফাইটে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে?'

'প্রয়োজন পড়েনি।' শেভার্ন বলল, 'হাতই যথেষ্ট। তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলেই বুঝবে।'

সেদিন মাঝরাতে পায়ের কাছে খস্‌খস্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শেভার্নের। পায়ের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা কুকুরটার গলা দিয়ে গরগর আওয়াজ বেরোচ্ছে। শেভার্নের ষষ্ঠেন্দ্রিয় আভাস পেল বিপদের। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ওঠে বসল সে। মাথার কাছে কক করে রাখা পিস্তলটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিল ডান হাতে।

শেভার্ন অবাক হয়ে দেখল ডান পাশের জানালাটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে খুলে যাচ্ছে। পিস্তল বাগিয়ে তৈরি হয়ে রইল সে। জানালার ফাঁক বড় হওয়ার সাথে সাথে নজরে পড়ল মুখে সাদা

কাপড়ের মুখোশ লাগান একটা মুখ। হঠাৎ আবার বন্ধ হয়ে গেল জানালাটা। শেভার্ন তার মেঝেতে হালকা কিছু-একটা ছুঁড়ে দেয়ার আওয়াজ শুনতে পেল।

পরক্ষণেই ঘরের মেঝেতে ক্ষীণ শিসের শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে ওঠল শেভার্ন। বিপদের আভাস পেয়ে কুকুরটাও গরগর করে ওঠল আবার। খুব সাবধানে কুকুরটার পিঠে হাত রেখে সে বুঝল আতঙ্কে সেটা কাঁপছে থরথর করে। কি হতে পারে? লম্বা। রশির মতন। সাপ? হতে পারে।

কোন শব্দ না করে এক হাতে পিস্তল তাক করে আরেক হাতে ম্যাচের কাঠি জ্বালাল শেভার্ন। ল্যাম্প জ্বালাতেই মেঝের ওপর দেখতে পেল কুণ্ডলী পাকান ফণা তোলা একটা সাপ। শেভার্নের হাতের পিস্তল গর্জে ওঠার সাথে সাথে চারদিকের পিনপতন নীরবতা ভেঙে গেল খানখান হয়ে। সাপের ছিন্নভিন্ন মাথাটা নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে।

গুলির আওয়াজে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এল ডারবি। 'কি ব্যাপার', বলে চোখ ডলতে ডলতে ফোরম্যানের ঘরে ঢুকল সে।

'তেমন কিছু না', শেভার্ন বলল। মাটিতে পড়ে থাকা সাপটা দেখিয়ে বলল, 'এই অতিথিটাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারছিলাম না।'

বিস্মিত কণ্ঠে ডারবি বলল, 'এই ঘরের চারপাশে তো কাঁকর বিছান। আর র‍্যাটেল কাঁকর একেবারেই পছন্দ করে না।'

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। আলো জ্বেলে মাটি পরীক্ষা করে

শেভার্ন দেখতে পেল কাঁকর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটায় জুতার ছাপ। পায়ের নিচে কিছু আটকে থাকায় ছাপটা লাগছে ক্রসচিহ্নের মত। কিন্তু জুতার মালিক কে তা অনুমান করা সম্ভব হল না।

ডারবির কাছে সাদা মুখোশধারীর কথা বলতেই চমকে ওঠল। শেভার্ন কিছু জানে না শুনে অবাক হল। ডারবির কথায় জানা গেল, পাহাড়ের একটা গোপন জায়গায় কয়েকজন আউট ল' আস্তানা গেড়েছে। মাঝে মাঝেই তারা মুখে সাদা কাপড়ের মুখোশ এঁটে রাতের বেলা লোকজনের ঘরে হানা দেয়। গরু-বাছুর লুট করে নিয়ে যায়। তাদের একজনকেও আজ পর্যন্ত ধরা সম্ভব হয়নি।

কুকুরটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাল শেভার্ন। গলার কাছে চুলকে দিয়ে বলল, 'সাবাস বেটা! আমাকে বাঁচিয়ে দিলি। ভাগ্যিস তোকে পেয়েছিলাম। তোর জন্য এখন পর্যন্ত কয়েকজনকে শত্রু বানালেও অন্তত একজনের হাত থেকে রক্ষা করেছিস্। কাল থেকে তোর হাড়মাংসের বরাদ্দটা বাড়িয়ে দেব।'

চার

কাজে যোগ দেয়ার পর চারদিন পার হয়ে গেছে শেভার্নের। এম র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম স্বাভাবিক গতি ফিরে পেয়েছে। প্রথম দিকে দু'একজন কাউহ্যাণ্ড মুখ গোমরা করে রেখেছিল। বিশেষ করে ডেভিয়েন্ট ও ইগনাসিওকে হেনস্তা হতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু ফোরম্যানের অমায়িক ব্যবহার, পরিশ্রম আর কোন কোন সময় তার কর্তৃত্বের কাছে হার মেনেছে সবাই। খুশি মনেই কাজ করে যেতে লাগল ওরা। অনেক দিনের জড়তা কাটিয়ে এম র‍্যাঞ্চ জেগে ওঠেছে যেন।

কিন্তু অবাক হয়েছে শেভার্ন। ফিলিপ রোজ একবার এসে সব দেখাশুনা করছেন। সন্তুষ্টও হচ্ছেন বোঝা যায়। কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা বলছেন না শেভার্নের সাথে।

ও প্রতিদিনই ভাবে, আজ বোধ হয় ফিলিপ তার কাছে বিস্তারিত কিছু বলবেন। কিন্তু অপেক্ষার সময় শেষ হয় না। ফিলিপের রহস্যজনক নীরবতায় সে কিছুটা বিরক্তিই বোধ করতে লাগল।

কিছুদিন পরের এক সকাল বেলা। কাউহ্যাণ্ডদেরকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে শেভার্ন। ফিলিপ বের হয়ে গেছেন খুব ভোরে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণ করেন। অনেকদিনের অভ্যাস। রেবেকা ঘরের ভেতর তৈরি হচ্ছে। বাইরে যাবে। আজ পর্যন্ত শেভার্নের সাথে খুব-একটা কথা বলেনি সে। কেমন যেন একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চাইছে। অর্থটা বুঝতে পারে না শেভার্ন।

ভাবছে এসব, এমন সময় র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় দেখা দিল ২২/২৩ বছরের এক টগবগে যুবক। লম্বায় শেভার্নের প্রায় সমান। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চওড়া কাঁধ। উদ্ধত, বেপরোয়া ভঙ্গি। ভেতরে ঢুকতে চাইল। বাধা দিচ্ছে দারোয়ান।

হাত তুলে ছেলেটাকে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিল শেভার্ন। সরাসরি ওর দিকেই এগিয়ে এল যুবক।

'মনে হচ্ছে তুমিই এই র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান', শেভার্নের কাছে সরাসরি প্রশ্ন রাখল সে।

'হ্যাঁ, কি চাই?'

'চাই র‍্যাঞ্চের একটা কাজ। যে-কোন কাজ। সব কাজই কিছু কিছু জানি। আপাতত পছন্দ অপছন্দের বালাই নেই।'

প্রথম দেখাতেই কেন জানি যুবককে পছন্দ হয়ে গেল শেভার্নের। মনে হল, কাজের ছেলে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সুযোগ পেলে উন্নতি করবে।

কাজের ধান্দায় একদিন র‍্যাঞ্চ থেকে র‍্যাঞ্চে ঘুরেছে শেভার্ন নিজেও। বুনো আলু আর পানি খেয়ে পেট ভরেছে। একসময়

ঘোরাঘুরি শেষ হয়েছে তার। সুযোগ পেয়েছে র‍্যাঞ্চে। দক্ষতাবে কাজ করে মালিকের নজর কেড়েছে। চক্ষুশূল হয়েছে অনেকের। বেতন বেড়েছে ধাপে ধাপে। কিন্তু টাকা নষ্ট করেনি কখনো। মালিকেরই পরামর্শে ক্লেইম ফাইল করে এক টুকরো জমি কিনেছে শেভার্ন। গড়ে তুলেছে নিজস্ব র‍্যাঞ্চ।

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়েছে সে। সংঘর্ষে জড়িয়েছে বহুবার। খুনও করেছে। কিন্তু শুধুই আত্মরক্ষার জন্য। ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করেনি কখনো। যুবকের দিকে তাকিয়ে নিজের কথাই বেশি করে মনে পড়ল শেভার্নের।

'ঘোড়া দেখাশোনার কাজ জান?' জিজ্ঞেস করল সে। 'নাকি গরুতে ছাপ মারবে? কি ধরনের কাজ পেলে খুশি হবে তুমি?' যুবককে হারাতে চায় না শেভার্ন।

'বলতে গেলে ঘোড়ার পিঠেই জীবন কেটেছে আমার। তাছাড়া গরু-বাছুরে - - -'

'থাক', থামিয়ে দিল শেভার্ন তাকে। 'দরকার নেই। কি নামে ডাকব তোমাকে?'

'ল্যারী বার্টন।'

'বার্টন বাদ দাও। শুধু ল্যারী।' শেভার্ন বলল। 'তা, কোত্থেকে এলে? শুধু কি কাজই চাই? না অন্য কোন উদ্দেশ্যও আছে?'

'কাজও একটা উদ্দেশ্য বটে। তাছাড়াও কারণ আছে। একজনের সাথে আমার একটা দেনাপাওনা আছে। সেটাও মিটিয়ে ফেলতে চাই।'

'এখানে কোন গুণ্ডামি চলবে না।' কঠোর কণ্ঠে বলল কোরম্যান। 'পছন্দ না হলে রাস্তা দেখতে পার।'

'এখানে কোন গোলমাল করছি না আমি।' স্বাভাবিকভাবেই বলল ল্যারী। 'শুনেছি আমার পাওনাদারটি আশেপাশেই থাকে। তোমার র‍্যাঞ্চে নয়।'

কিছুই বুঝল না শেভার্ন। তবু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। 'বার্থলোমো।'

চমকে ওঠল যুবক। 'হ্যাঁ।'

শেভার্ন বুঝল, বার্থলোমো শুধু একজনের নয়, অনেকেরই শিকার। সে ভেবে পেল না এর পরেও এত দাপট নিয়ে বিগ বিয়ার চলাফেরা করে কিভাবে? পরোয়া করে না শহরের শেরিফকে। লোকজন সবসময় তার ভয়ে তটস্থ থাকে? নিশ্চয়ই একদিন তাকেও বিগ বিয়ারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ফিলিপও বোধ হয় বার্থলোমোর ঋণই শোধ করছে।

তবে একটা জিনিস বুঝতে পারল না শেভার্ন। রেবেকার সাথে বার্থলোমোর মাখামাখির কথা শুনেছে সে। দু'জনেই দু'র‍্যাঞ্চে আসা-যাওয়া করে অবাধে। একসাথে বেড়াতে যায়। রেবেকা বোধ হয় ভালও বাসে বিগ বিয়ারকে। এমনও হতে পারে, ফিলিপ বোধ হয় অন্য কারো ভয় করছে। বিগ বিয়ারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনাটা তেমন হলে ল্যারীর হালচাল তাকে বিপদে ফেলতে পারে। তবুও ওর মনে হল, ল্যারী জেনেশুনে তাকে কোন ঝামেলায় ফেলবে না। অন্যায় করতে পারে না এধরনের ছেলে। তবে কাউকে ছেড়ে দেয়ার পাত্রও নয়।

'একটা কথা বলে রাখি।' ল্যারী বলল, 'বার্থলোমো আমার। অন্য কেউ ভাগ বসাতে পারবে না।' ওর চোখেমুখে দৃঢ়তা।

ভাগ্যিস আশেপাশে অন্য কোন কাউবয় ছিল না। মাথা ঝাঁকিয়ে নীরবে সম্মতি জানাল শেভার্ন। ক্লান্ত ল্যারী বসে পড়ল কাঠের একটা টুলে। পানি খেল ঢকঢক করে। তারপর একান্তে কিছুক্ষণ বসে শেভার্নের কাছে অকপটে বলল তার দশ বছর আগেকার অভিজ্ঞতার কথা। চুপ করে শুনল শেভার্ন। গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

'এখানে ঢোকার সময় এই আউটফিটের কাউকে চিনতে পেরেছ?'

'এই প্রশ্ন করবে জানতাম। হ্যাঁ। ডারবিকে। বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার সময় ও ছিল। ওর জন্যই আমি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম। লোকটা ভাল। ওকে বিশ্বাস করতে পার।'

'কিন্তু ও এখানে কেন? ওর তো বার্থলোমোর র‍্যাঞ্চে থাকার কথা। এছাড়া আরো দু'জনের কথা মনে আছে। ইগনাসিও ও প্যাটন। তারা এখন কোথায়?'

'ডারবি বি বি র‍্যাঞ্চ থেকে চলে এসেছে। অনেকদিন আগেই। কেন জানা নেই আমার। ইগনাসিও-ও এখানে ছিল। আমিই তাড়িয়েছি। ওকে পছন্দ হয়নি আমার। প্যাটন নামের কাউকে চিনি না।'

এসময় সামনে দিয়ে দুপদাপ করে বের হয়ে গেল রেবেকা। ল্যারী বলল। 'ও কে? ইতিমধ্যেই পটিয়ে ফেলেছ নিশ্চয়ই?'

হাসল শেভার্ন। 'আমি পটিয়েছি অন্য একজনকে। পাঁচ বছর

আগে। চার বছরের একটা ছেলেও আছে আমার। তবে তোমারও আশা কম। রেবেকা র‍্যাঞ্চ মালিকের মেয়ে। কাউবয়দের দেখলেই নাক সিঁটকায়। ও হ্যাঁ। আমার নাম শেভার্ন। জন শেভার্ন।' বলেই হাত বাড়িয়ে দিল ল্যারীর দিকে।

ল্যারী শক্ত করে চেপে ধরল শেভার্নের হাত। 'গুড্ লাক মিঃ শেভার্ন। শুধু গরু-ঘোড়া রাখাই নয়। অন্য কাজেও আমার ওপর ভরসা রাখতে পার।'

এম র‍্যাঞ্চ থেকে সুপারিশ করা দু'জনকে তাড়িয়ে দেয়ার ঘটনাকে বার্থলোমো তার প্রতি ফিলিপের সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলেই গ্রহণ করল। অবশ্য খবরটা তার কানে এসেছে দেরিতে। যে-কোন কারণেই হোক ডেভ বা ইগনাসিও ঘটনার পরপরই তা বার্থলোমোকে জানায়নি। বরং তারা চলে গিয়েছিল হোপ এগেইন ছেড়ে। ফিরে এসেছে একটু আগেই।

'কুত্তার বাচ্চারা আগে জানাসনি কেন আমাকে? কোথায় ছিলি এ ক'দিন! আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।' বলতে বলতে ঘোড়ায় চেপে এম র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা দিল বার্থলোমো।

ইতিমধ্যে বাইরে থেকে ফিরেছে ফিলিপ। বিশ্রাম নিচ্ছে বারান্দায় বসে।

'কি খবর মাস্টারস?' র‍্যাঞ্চে ঢুকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠল বার্থলোমো। 'ডেভিয়েন্ট আর ইগনাসিওকে তাড়িয়ে দিলে কেন?'

'ডেভিয়েন্টকে ঘোড়ার খড় বাছাইয়ের কাজ করতে বলা হয়েছিল', উত্তর দিল ফিলিপ। শান্ত, ধীর স্থির কণ্ঠ। 'কিন্তু সে কাজটা পছন্দ করেনি। উল্টা পিস্তল বের করেছিল আমার নতুন ফোরম্যানের দিকে। শুধু চাকরিই যায়নি ওর। আমি তো শুনেছি দুটো দাঁতও রেখে গেছে। আর ইগনাসিও গেছে নিজেরই ইচ্ছায়।' উদাসভাবে বলল সে। যেন গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনাই না। 'রেবেকা বাইরে চলে গেছে। একাই।'

রাগে সারাটা গা তেতে ওঠল বার্থলোমোর। ফিলিপের নির্লিপ্ত ভাব তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিজেকে শান্ত রাখল বহু কষ্টে। 'তা এই নতুন ফোরম্যানটাকে আমদানি করলে কোত্থেকে?'

'মর্নি ব্রীজ থেকে এসেছে ও। কাজকর্ম ভালই চালাচ্ছে। তোমার সাথে নাকি প্রথম দিনেই কাম এগেইন বারের সামনে দেখা হয়েছিল?' পাল্টা প্রশ্ন রাখল ফিলিপ।

'হ্যাঁ।' বলল বার্থলোমো। কণ্ঠে উষ্মা। 'কিন্তু ওকে আমার পছন্দ হয়নি। হোপ এগেইন থেকে চলে যেতে হবে লোকটাকে।'

কিন্তু ফিলিপ কথাটাকে পাত্তাই দিল না। 'তাই নাকি! দেখি দু'একদিন চিন্তা করে।' বাইরের দিকে চোখ রেখেই বলল সে।

'আগামীকাল।' সরাসরি বলল বার্থলোমো। 'আর হ্যাঁ। যা বলছিলাম। আমাকে তিন বছর বয়সী পঁচাত্তরটা বাছুর দেবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাবে।'

'দেখা যাক।' ফিলিপ আগের মতই নির্বিকার।

'তোমার মাথায় বুঝি দুটো শিং গজিয়েছে!' রাগে একেবারে

উন্মত্ত হয়ে গেল বার্থলোমো। আর একটু হলেই পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দে থেমে গেল। ধুলার ঝড় তুলে র‍্যাঞ্চে ঢুকল রেবেকা। পরনে বাইরে বেরোনোর কাউবয় পোশাক। ঠিক তার পেছন পেছন র‍্যাঞ্চে ঢুকছে শেভার্ন।

'এই বুঝি তোমাদের নতুন ফোরম্যান?' রেবেকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বার্থলোমো। 'তা নতুন ফোরম্যানের সাথে দিনগুলো কেমন কাটছে?'

'ফোরম্যানকে নিয়ে ভাবছি না।' রাগত স্বরে জবাব এল। 'আর আমার চিন্তায় ঠাঁই পাওয়া অত সহজ নয় বার্থ। তুমি ইচ্ছে করলে এই ফোরম্যানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য বাবাকে পরামর্শ দিতে পার। মনে হয় বাবা তোমার পরামর্শ মেনেও নেবেন।'

বার্থলোমো অন্তত এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে, নতুন ফোরম্যানের প্রতি রেবেকার কোন আকর্ষণ জন্মেনি। রেবেকাকে সে সত্যিই পছন্দ করে। বয়স কিছুটা বেশি হলেও রেবেকাকে সে কাছে পেতে চায়। সে জানে ফিলিপের ভাগ্য তার কাছে বাঁধা। একদিন গোটা র‍্যাঞ্চসহ রেবেকাকে তার হাতে তুলে দিতে সে বাধ্য।

এটা সত্য যে রেবেকা বার্থলোমোকে কখনোই অপছন্দ করেনি। বাবার সাথে বার্থলোমোর সম্পর্ক বা লেনদেন সম্পর্কে কোনকিছু মেয়েটার জানা নেই। বরং তার প্রতি বার্থলোমোর আগ্রহে সে পুলকিতই বোধ করে। বার্থলোমোর মত একজন সুপুরুষ যে-কোন মেয়েরই কাম্য। তাছাড়া তার রয়েছে অগাধ সম্পত্তি, এলাকায় প্রচুর প্রভাব। এজন্যই বার্থলোমোর সাথে কারণে-

অকারণে ঘুরে বেড়াতে রেবেকা কোন আপত্তি করে না। সে জানে বার্থের সাথেই তার বিয়ে হবে।

কিছুদিন পরের এক বিকেল। শেভার্নের বাঙ্ক হাউসে এসে ঢুকলেন ফিলিপ। বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে শেভার্ন। ফিলিপ ঘরে ঢুকে পেছন দিকে তাকালেন সাবধানে। কেউ নেই। দরজার একটা পাট বন্ধ করে দিলেন তিনি।

টেবিলের ওপর একরাশ কাগজপত্র। র‍্যাঞ্চের জমা-খরচের হিসাব। কাউহ্যাণ্ডদের কাজের তালিকা এইসব। সেগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল ফোরম্যান। দু'জনে বসল মুখোমুখি। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালেন র‍্যাঞ্চার। ফোরম্যানের দিকে বাড়িয়ে দিলেন প্যাকেটটা। নিল না লোকটা।

'শেভার্ন', বুড়ো বললেন, 'কথা বলার সময় হয়েছে। এখনই তোমাকে জানাতে চাই সবকিছু। তার আগে বলে নিই, বার্থলোমো আমার কাছে পঁচাত্তরটা বাছুর চেয়েছে। সাত দিনের মধ্যে। আমি দিচ্ছি না। ব্যাপারটা সামলাতে হবে তোমাকেই।

'আজ রাতেই আমি গায়েব হয়ে যাচ্ছি। এক মাসের জন্য। কোথায় যাচ্ছি তোমাকেও জানাব না। কারণ, আমি চাই না আমার সাথে তোমার কোন যোগাযোগ থাকুক।

'আমি যাবার পর আমার ঘোড়া ফেরত আসবে। তুমি এমন ভান দেখাবে যে আমাকে খুন করা হয়েছে। তবে লাশ খোঁজাখুঁজিতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পার।'

'রেবেকাকে কি বলব? ও তো বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

শেভার্ন বলল।

'সে দায়িত্ব তোমার', র‍্যাঞ্চার বলে চলল। 'রেবেকাকে নিয়ে তুমি মর্নিং ব্রীজ সিটিতে জজ উইলমোর কাছে যাবে। সেখানে আমার একটা উইল করা থাকবে। উইলের নির্দেশমত কাজ করবে। র‍্যাঞ্চ চালানর পুরো দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। উইলেও একথা স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে।

'তুমি ভেব না যে, আমি না বুঝে বোকার মত কিছু করছি। উইলমোর সাথে বসে অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। হয়ত পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট মনে হতে পারে।'

'সত্যি সত্যি উদ্ভট লাগছে আমার।' শেভার্ন বলল। 'র‍্যাঞ্চে থেকে কি মোকাবেলা করতে পারেন না?'

'না', স্পষ্ট জবাব। 'তবে আশা করছি মাসখানেকের মধ্যে যা ঘটবে তাতে আর উদ্ভট লাগবে না ব্যাপারটা। সবকিছু ঠিকমত চললে আমি ফিরে আসব এক মাসের মধ্যেই। এবং ভালভাবেই।'

একটু থামলেন ফিলিপ। 'তোমাকে আবার বলছি', গলার স্বরটা একটু গম্ভীর হল, 'আমি চলে যাবার পর বিগ বিয়ারকে একটা গরু-বাছুরও দেবে না। কিছু চাইলে দলিল দেখাতে বলবে। দেখাতে পারবে না। কারণ, লিখিত কোন চুক্তি হয়নি আমাদের মধ্যে।'

'কিন্তু', একটা সমস্যার কথা মনে পড়েছে শেভার্নের। 'র‍্যাঞ্চের কাজ চালানর জন্য আমার কিছু নগদ টাকা-পয়সা দরকার। রেবেকার কাছ থেকে নেব?'

'না', ফিলিপের জবাব, 'রেবেকার কাছে টাকা-পয়সা থাকে

না। উত্তর দিকে মাইল পঁচিশেক দূরে আর-টি র‍্যাঞ্চ। সেখানে শ' খানেক গরু বিক্রি করো। নগদ দামে। কথাবার্তা সব বলা আছে। সেই টাকা দিয়ে র‍্যাঞ্চ চালাবে।

'আমি চলে যাবার পর রেবেকাকে বলো, আর টি র‍্যাঞ্চে গেছি। মাঝে মাঝেই ওখানে যাই আমি। কাজেই প্রথম দিকে রেবেকা বুঝতে পারবে না কিছু। এতে হয়ত একদিন সময় পেয়ে যাবে হাতে। এর মধ্যে চিন্তা করার ফুরসত মিলবে।

'তোমার ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা রয়েছে শেভার্ন', ফিলিপ বলে চলেছেন, 'তবে তোমার কাঁধেই সব ভার ছেড়ে দিতে কেমন জানি স্বার্থপর স্বার্থপর লাগছে নিজেকে। অনুশোচনায় ভুগছি।' গলাটা ধরে এল ফিলিপের, 'কিছু মনে করো না। আমার বিশ্বাস, ভুল বুঝবে না তুমি এই বুড়োকে।'

যদিও পুরো প্ল্যানটার কথা ভেঙে বলেননি ফিলিপ, তবু শেভার্ন নিশ্চিন্ত বোধ করছে। জজ উইলমো কাঁচা কাজ করবার লোক নন। ফিলিপকেও নেহাত খেলো মনে হচ্ছে না। লোকটাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। সবাই শত্রু নয়, আপনার সত্যিকারের বন্ধুও কিছু রয়েছে।' নীরবেই চলে গেল র‍্যাঞ্চার। প্রিয় উইনচেস্টারটা নিয়ে যেতে ভুলল না।

পরদিন সকাল।

শেভার্নের ঘরে হাজির হল রেবেকা। চিন্তান্বিত চেহারা। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। 'বাবা গতরাতে র‍্যাঞ্চে ফেরেনি', কড়া গলায় বলল সে। 'খালি তো ঘোরফির আর মাতব্বরি করে বেড়াও। বাবা

কোথায় যায়, কোথায় থাকে, খোঁজখবর কিছু রাখ?'

'নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি আমি', জবাব দিল শেভার্ন। তার গলাও চড়া। 'গরু-বাছুর দেখাশোনার জন্য রাখা হয়েছে আমাকে। তোমাকে বা তোমার বাবাকে দেখাশোনা করার জন্য নয়।'

'সে কথা বলছি না আমি', খানিকটা বিব্রত হল মেয়েটা। 'বিকেলে কোথায় গেল বাবা? তোমাকে বলেনি?'

'আর-টি র‍্যাঞ্চে।' শেভার্ন বলল। 'ডারবি জানে। কিছু গরু-বাছুর বিক্রি করার কথা সেখানে। ডারবি সাথে গেছে। বেশি রাত হলে সেখানেই থেকে যাবে। এটাই জানি আমি।'

কিন্তু কথা বলতে না বলতেই সেখানে এল ডারবি। 'কি ব্যাপার', শেভার্ন জিজ্ঞেস করল তাকে। 'তুমি ফিলিপের সাথে যাওনি?'

'কথা তো ছিল তাই', ডারবি বলল, 'বিকেল বেলা ফিলিপ বলল, আর টি র‍্যাঞ্চ থেকে দু'জন লোক এসেছে। তাদের সাথেই যাবে। আমার নাকি সাথে যাওয়ার দরকার নেই? তাই তো যাওয়া হল না।'

সবকিছু হেঁয়ালি মনে হচ্ছে রেবেকার কাছে। ফোরম্যান আর ডারবির কথায় কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না সে। এদিকে বেলাও বাড়ছে। 'দুপুরের মধ্যে বাবা না ফিরলে আর টি র‍্যাঞ্চে লোক পাঠাও', নির্দেশ দিল সে শেভার্নকে। 'গেছে তো দু'জনের সাথে। মানলাম। অতগুলো টাকা নিয়ে ফিরবে কার সাথে? বাবা তো আবার গরু-বাছুর ডেলিভারী দেয়ার আগেই আর টি র‍্যাঞ্চ থেকে

টাকা নিয়ে আসে।'

'দয়া হলে তুমি নিজেই যেও', বাঁকা দৃষ্টিতে শেভার্নকে বলল সে। 'এই র‍্যাঞ্চের অনেকেই চেনে আর টি র‍্যাঞ্চ।' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে বাইরে চলে গেল রেবেকা।

শেভার্ন ঘামছে। এমন বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় পড়েনি সে কোনদিন। 'কি আছে কপালে খোদাই জানেন', আপনমনেই বিড়-বিড় করে বলে ওঠল সে।

দুপুর পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া গেল না ফিলিপের। ফিরে আসেনি ঘোড়াও। উসখুস করতে লাগল শেভার্ন। কি করবে বুঝতে পারছে না।

ডারবিকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ফোরম্যান। ইতিমধ্যে রেবেকাও ফিরে এসেছে। এমন সময় একজন কাউবয় ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল। প্রায় দশ মাইল দূরে ফিলিপের ঘোড়াটাকে পাওয়া গেছে। মৃত। গুলি করা হয়েছে মাথায়। না, ফিলিপের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এবার সত্যি সত্যি চিন্তিত হল শেভার্ন। এমন হবার তো কথা নয়। ঘোড়াটা তো জ্যান্তই ফিরে আসার কথা। ভান করতে গিয়ে আসলেই ঝামেলায় পড়েনি তো র‍্যাঞ্চার!

ব্যস্ত হয়ে ওঠল রেবেকা। চুপ মেরে গেল ঠিকই, কিন্তু উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায় মনটা ছেয়ে গেছে ওর।

দশজন কাউবয়কে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হতে বলল শেভার্ন। ডারবিও তৈরি হল। রেবেকাকে নিরস্ত করা গেল না কিছুতেই। সেও যাবে। অগত্যা তাকেও সাথে নিল ফোরম্যান। ল্যারী

থেকে গেল র‍্যাঞ্চে। আরেকজনকে পাঠান হল আর টি র‍্যাঞ্চে।

মাইল দশেক দূরে গিয়ে ঘোড়াটাকে পেল ওরা। শিকারীর দৃষ্টিতে ট্র্যাক খুঁজতে লাগল শেভার্ন আর ডারবি। ট্র্যাকার হিসেবে নাম আছে দু'জনেরই। কিন্তু নুড়ি পাথরে কোন পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘোড়াটার পেছনের বাঁ পায়ে গুলির চিহ্ন। প্রথমে আহত করে ফেলে দেয়া হয়েছে মাটিতে। তারপর মাথায় গুলি করা হয়েছে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে। ব্যাপারটা ঘোলাটে লাগল শেভার্নের কাছে। এত কাছ থেকে গুলি করল কে? ফিলিপের হাতে উইনচেস্টার ছিল একটা। ঘোড়াটাকে মারতে হলে ওকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।

কাত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে ঘোড়াটা। স্যাডেলে তাজা রক্তের দাগ। পা ছোঁড়াছুঁড়িতে নুড়ি পাথর সরে গেছে জায়গায় জায়গায়। কিন্তু ধস্তাধস্তির কোন চিহ্নই নেই কাছে।

আশেপাশের খাদসহ পুরো জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল সবাই। অত গভীর নয় খাদগুলো। লাশ পড়ে থাকলে নজরে পড়বে সহজেই। গেল কোথায় র‍্যাঞ্চার? আরো কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা।

বিকেল বেলা আর টি র‍্যাঞ্চে পাঠান কাউবয়টা ফেরত এল। না, ফিলিপ যায়নি সেখানে। শ' খানেক গরু নিয়ে যাবার কথা ফিলিপের। আর টি র‍্যাঞ্চের মালিক অপেক্ষা করেছে সারাদিন। দরদাম সব ঠিক করেও ফিলিপ যায়নি কেন জানতে চেয়েছে।

এবার একেবারে ভেঙে পড়ল রেবেকা। কিছুই মাথায় আসছে

না তার। শেভার্নকেই দায়ী মনে করছে সে।

শেভার্ন ওকে সান্ত্বনা জানিয়ে বলল, এখনই ভেঙে পড়া ঠিক হবে না। ফিলিপের মত সম্মানিত র‍্যাঞ্চারকে মেরে ফেলা বা গায়েব করে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

'কেউ কি ব্ল্যাকমেল করতে পারে ফিলিপকে?' রেবেকাকে জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান। 'তেমন কোন সম্ভাবনা আছে?'

'আছে।' কড়া সুরে জবাব রেবেকার। 'তুমি। তুমি ব্ল্যাকমেল করতে পার। বিশ্বাস করি না তোমাকে। তুমি আসার পর থেকেই উদ্ভট সব ঘটনা ঘটছে।

'বাবাকে তো গায়েব করলে, এবার নিশ্চয় আমাকে ধরবে। প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছে আমার।'

অন্য কেউ এভাবে কথা বললে নিজেকে সামলে রাখতে পারত না শেভার্ন। কিন্তু সে জানে অনেককিছুই সহ্য করতে হবে তাকে। তাছাড়া রেবেকার মনের অবস্থাটাও বুঝতে হবে। এখনো যে পিস্তল বের করেনি এটাই তো আশ্চর্য। কিন্তু এর পর কি করবে সে? সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তা নিয়ে তো নিজেই ধাঁধায় পড়ে গেছে। 'দেখা যাক কি হয়', নিজের মনেই বলল শেভার্ন।

রেবেকা যখন বি বি র‍্যাঞ্চে যাব যাব করছে, তখন এম র‍্যাঞ্চে এল বার্থলোমো নিজেই। পরনে জমকালো র‍্যাঞ্চারের পোশাক। ঘোড়াটাকেও সাজিয়েছে খুব করে। ইচ্ছে ছিল, রেবেকাকে নিয়ে একটু ঘুরতে যাবে।

আগের দিন বিকেল থেকে কি ঘটেছে সবকিছু ভেঙে বলল রেবেকা। আর টি র‍্যাঞ্চে গরু পাঠানর কথাও বাদ দিল না। শেভার্ন সামনেই ছিল। বার্থলোমো তার দিকে তাকাতে মাথা ঝুঁকাল সে-ও। বিকেলটাই মাটি হয়ে যাওয়াতে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠল বিগ বিয়ার।

'ও-সব গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করি না আমি', সোজাসুজি শেভার্নের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'ও-ধরনের চালবাজি অনেক দেখেছি। আজকেই পঁচাত্তরটা বাছুর দরকার আমার। এগুলো আমার পাওনা।'

শেভার্নের দিকে তাকাল রেবেকা। এ ধরনের দেনা-পাওনার কথা সে জানে। মাঝে মাঝেই বাবাকে পাওনা মেটাতে দেখেছে সে। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ফোরম্যান। বার্থলোমোর দিকে তাকাল। সরাসরি। 'চালবাজির কথা তুমিও ভুলে যাও', শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বাছুর দেব না। কিসের পাওনা? কাগজপত্র দেখাও। দলিল বের কর। নয়ত আমার কোন লেনদেন নেই তোমার সাথে।'

'দলিল দেখাব তোমাকে?' রাগে যেন ফেটে পড়ল বার্থলোমো। 'তোমার মত ফোরম্যানকে? জান, তোমার মত কতজনকে পয়সা দিয়ে চাকর বানাতে পারি? যা বলছি তাই কর।'

'আমাকে পয়সা দিয়ে রাখনি তুমি।' সোজাসুজি জবাব দিল শেভার্ন। 'রাখতেও পারবে না। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে বলছি, তোমার আদেশ শোনার কোন দরকার নেই আমার। নিজের ফোরম্যানকে গিয়ে শোনাও ওসব।'

'আমি এখন এই র‍্যাঞ্চের চার্জে আছি।' শান্ত ভঙ্গিতেই

বলে চলেছে শেভার্ন। 'আমাকে আদেশ করার কেউ নেই।'

'কেউ নেই।' ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল বার্থলোমো। 'শুনছ?' রেবেকার দিকে একবার তাকিয়ে আবার শেভার্নের দিকে ফিরল সে। 'তুমি জান, রেবেকা ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিতে পারে?'

'পারে না', শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল শেভার্ন। নির্বিকার। আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল। 'অন্তত যতদিন না প্রমাণিত হয় ফিলিপ আর ফিরে আসবে না। আমি রেবেকার ফোরম্যান না। ফিলিপের।'

'বেশি ধানাই-পানাই করো না', বিগ বিয়ারকে সরাসরি বলল শেভার্ন। 'যদি মনে করে থাক তুমিই রেবেকার গার্জিয়ান, ভুল করেছ। আমাকে বাধ্য করতে পারবে না কিছুতেই। বাজি ধরে দেখতে পার। যাহোক, আপাতত বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

উত্তেজিত বার্থলোমোর হাতটা পৌঁছে গেল কোমরের কাছে। সাথে সাথে আগুনের ছ্যাঁকা লাগল যেন। অর্ধেক বের করা পিস্তলটা আবার টুপ করে পড়ে গেল হোলস্টারে। বিস্মিত বার্থলোমো দেখল শেভার্নের দু'হাতে দুটো পিস্তল। বাঁ হাতের পিস্তলের মুখে নীল ধোঁয়া। নলটা তাক্ করা ওর বুকের দিকে।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল বার্থলোমো। একটু নড়লেই বুঝি গুলি খাবে। বাঁ হাতটা অলসভাবে ঝুলছে। চোখের পাতা কাঁপছে তিরতির করে। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। ফ্যাকাসে। ডান হাতের কব্জি থেকে রক্ত ঝরছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে সুন্দর জুতাটা। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

বার্থলোমো জানে, গোটা অঞ্চলে তার ভ্রু-এর সামনে দাঁড়ানর সাহস কারো নেই। অথচ সে পিস্তল বের করার আগেই বাঁ হাতে পিস্তল বের করে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করেছে শেভার্ন। হোলস্টারে আগে হাত দিয়েছিল সে নিজেই। ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী এখনি তাকে মেরে ফেলতে পারে শেভার্ন। কেউ দোষ দিতে পারবে না। অজান্তেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল ওর।

'যাও', নির্বিকারভাবে হোলস্টারে পিস্তল রাখতে রাখতে বলল শেভার্ন, 'ছুঁচো মেরে হাত নষ্ট করি না আমি। তাছাড়া আরেকজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার প্রাণটা তার জন্যই রেখে দেব। ভবিষ্যতে কৈফিয়তটা জোরাল হলে প্রতিজ্ঞা ভাঙা যাবে।'

ঘোড়ার পিঠে ওঠে বসল বিগ বিয়ার। আশেপাশে রেবেকা ছাড়া কেউ নেই। থাকলে খতম হয়ে যেত সে। ধুলায় লুটিয়ে পড়ত মানসম্মান। মুখ দেখাতে পারত না শহরে।

'দেখা যাবে', দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল সে। তৈরি থেকো, ছোকরা', বলেই স্পারের গুঁতো মারল ঘোড়ার পেটে। হাতের রক্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে লাগাম আর স্যাডেল। সেদিকে খেয়াল নেই লোকটার।

আর রেবেকা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেভার্নের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। ভাবছে, লোকটাকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়।

ও নিজে কখনো র‍্যাঞ্চ চালানর কথা ভাবেনি। জানেও না। কারো না কারো ওপরে নির্ভর তাকে করতেই হবে। মনে

করেছিল, বাবার চূড়ান্ত খবর পাওয়া পর্যন্ত বার্থলোমোকেই এম র‍্যাঞ্চ চালানর অনুরোধ করবে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তা আর হচ্ছে না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আপাতত নির্ভর করতে হবে শেভার্নের ওপরই। তাকে ঘৃণা করলেও।

পরবর্তী দু'দিনেও ফিলিপের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তাতে অবশ্য র‍্যাঞ্চের দৈনন্দিন কাজকর্মে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। শেভার্নের কাজকর্মে র‍্যাঞ্চ চালানতে তার যোগ্যতার প্রমাণই ফুটে ওঠছে ধীরে ধীরে। রেবেকাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ওকে। আর কারো পক্ষে এমনভাবে র‍্যাঞ্চ চালান সম্ভব নয়। ভাবনাটা ওর, একশ' ভাগ সত্যি।

ফিলিপ নিখোঁজ হওয়ার তৃতীয় দিন সকালে শেভার্ন ব্যস্ত। বাথানে গিয়ে বাছাই করে বেশ কতগুলো গরু-বাছুর একত্রে জড় করছে। রেবেকা জানতে চাইল ওগুলো বার্থলোমোর জন্য বাছাই করা হচ্ছে কিনা। 'না', শেভার্ন জানাল, 'এগুলো নেয়া হবে আর টি র‍্যাঞ্চে। বিক্রির জন্য। কাউহ্যাণ্ডদের বেতন দেয়া ছাড়াও আরো কয়েকটা ব্যাপারে টাকা দরকার ওর। মিঃ ফিলিপই বিক্রির ব্যবস্থা করে গেছেন।' রেবেকা শান্তভাবে বলল, 'মর্নিং ব্রীজে জজ উইলমোর সাথে দেখা করতে যাব। ফিরে আসার আগ পর্যন্ত গরু-বাছুরগুলো পাঠাব না।'

'একা অতদূর যাওয়া ঠিক হবে না। ল্যারীকে সাথে নিয়ে যাও।' গরুর পরিচর্যা করতে করতেই শেভার্ন প্রস্তাব দিল। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। রেবেকাও বুঝতে পারছে, প্রস্তাব-

টা মেনে নিতে হবে তাকে।

এম র‍্যাঞ্চ থেকে মর্নিং ক্রীজ প্রায় চল্লিশ মাইলের পথ। পনের মাইল নুড়ি বেছান পাহাড়ী রাস্তা। তারপর দশ মাইল রুক্ষ মরুভূমি। লোকজনের চলাচল কম। তবে ট্র্যাক দেখে বোঝা যায়, মর্নিং ক্রীজে যাতায়াত আছে হোপ এগেইনের লোকজনের। অসংখ্য গরুর পায়ের দাগ। গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় শহরে বিক্রির জন্য।

এই দশ মাইলের মধ্যে পানির কোন উৎস নেই। ভয় নেই রেবেকার। আগেও এই পথে গেছে সে। দু'জনের সাথেই ওয়াটার ব্যাগে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে। ঘোড়াগুলোও এই পথ পাড়ি দিয়েছে আগে।

মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়ানদের দেখা পাওয়া যেত। অতর্কিতে হামলা চালাত ওরা। লুট করে নিত সবকিছু। এখন নেই। আশেপাশে বেশ কয়েকটা শহর গজিয়ে ওঠায় অনেক ভেতরে চলে গেছে। কেউ কেউ সন্ধি করে ছেড়ে দিয়েছে দস্যু জীবন। কাজ নিয়েছে র‍্যাঞ্চে। তবে সংখ্যায় এরা খুবই কম। আসলে তাদের অসুবিধাও অনেক। ভাষা সমস্যা। স্থায়ী জীবন যাপনেও ওরা অনভ্যস্ত। তাছাড়া সাদা চামড়ার লোকেরা সুনজরে দেখে না ওদের। ওরাও খুব-একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। মিশতে পারে না সহজ হয়ে।

ল্যারীকে প্রথম দেখেই ভাল লেগেছে রেবেকার। সাধারণ কাউবয়দের মত মনে হয়নি ওকে। চেহারার সাথে মিল রয়েছে কার যেন। মনে করতে পারছে না। এমনিতে কাউহ্যাণ্ডদের পছন্দ করে না রেবেকা। তাদের সাথে মেলার তো প্রশ্নই ওঠে না। মাঝে

মাঝে ভাবে, ল্যারী যদি কাউহ্যাণ্ড না হত।

পরক্ষণেই অস্বস্তি দানা বাঁধে মনের ভেতর। জানে, একদিন বার্থলোমোর সাথেই বিয়ে হবে ওর। অন্য কাউকে নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ নেই।

ল্যারীও জানে বার্থলোমোর ব্যাপারটা। রেবেকাকে পছন্দ করে ও। কিন্তু ওর আসল কাজটা অনেক জরুরী। আবেগের কোন স্থান নেই তাতে। ল্যারী বুঝতে পারে, বার্থলোমোর প্রতি তার মনোভাবের কথাটা কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না রেবেকাকে।

পথচলার সময়ও বার্থলোমোর প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে গেল। সে শোনাল ওয়াইল্ড বিল হিকক, শাডেন, শ্রেড, এ্যালিসন ক্লে ও অন্যান্য গানম্যানের কাহিনী।

'জান', ল্যারী বলে, 'দুর্দান্ত গানম্যান হলেও কোনদিন অন্যায়ভাবে কাউকে মারেনি ওরা। প্রাণ বাঁচানর জন্য কিম্বা সত্য রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সবসময় কাজ করেছে আইনের পক্ষে। নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলোকে রক্ষা করেছে খুনে বদমাশদের হাত থেকে। ওরা না থাকলে পশ্চিমে ভদ্রলোকরা বাসই করতে পারত না।'

'দেখ না', ল্যারী বলে, 'শেভার্ন ইচ্ছে করলেই বার্থলোমোকে গুলি করতে পারত। মেরে ফেলতে পারত সহজেই। বার্থলোমোই আগে খুন করতে চেয়েছিল শেভার্নকে। আমি দেখিনি। কিন্তু এসব কথা চাপা থাকে না।'

'শেভার্ন আইনের বিপক্ষে যেতে চায় না।' ল্যারী বলল। 'সাধারণ ফোরম্যানের মত মনে হয় না ওকে। খুন-খারাবি পছন্দ

করলে বিনা দ্বিধায় খুন করত বিগ বিয়ারকে। সে-ও ওসব গানম্যানদের মতই ব্যবহার করেছে।'

'যাই বল তুমি', নাক কুঁচকে বলল রেবেকা, 'বার্থলোমোকে এভাবে গুলি করা উচিত হয়নি শেভার্নের। এতে বার্থলোমো মারাও যেতে পারত। গুলি তো মিস্-ও হয় অনেক সময়।'

'সবার হয় না', বলতে যাচ্ছিল ল্যারী। তাকে থামিয়ে দিল রেবেকা। 'কেউ অন্যায় করে থাকলে, তার জন্য আইন রয়েছে। কথায় কথায় বন্দুক হাতে তুলে নেয়ায় কোন বাহাদুরি নেই।'

'তুমি দেখনি?' ল্যারী বলল, 'আইন ভাঙতে চেয়েছিল বার্থলোমোই। তাছাড়া আইন শুধু জীবিত মানুষদের জন্যই। মরা মানুষের জন্য আইন কোন কাজে আসে না।'

'এদেশে আইনের হাত-পা বাঁধা। ধনী লোকেরা পকেটে পুরে রাখতে পারে আইন। কিনে নেয় বিচার। নির্দোষ লোককে দড়িতে ঝোলাতে পারে নির্দ্বিধায়।' রেবেকা কোন জবাব দিল না ওর কথাগুলোর। কিইবা বলবে? সব তো সত্যি।

কথা বলতে বলতে দুপুরের আগেই মর্নিং ব্রীজে পৌঁছল ওরা। জজ উইলমো তার অফিসরুমে বসে কাগজপত্র দেখছেন। লোকটার বয়স ষাটের প্রায় কাছাকাছি। মাথা ভর্তি একরাশ সাদা চুল। মুখে সাদা দাড়ি। সুন্দর করে ছাঁটা। বয়স কাবু করতে পারেনি ওঁকে এখনো। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। রেবেকাদের দেখে চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়ালেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ল্যারীর দিকে। পরিচয় করিয়ে দিল রেবেকা।

ফিলিপের নিখোঁজ সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে

রইলেন উইলমো। কথা যোগাল না মুখে। বিশেষ করে মৃত ঘোড়াটার কথা, স্যাডেলে রক্তের চিহ্ন, এসব শুনে বিচলিত হয়ে ওঠেলেন তিনি।

'কিছুই বুঝতে পারছি না কাকু', জজ উইলমোকে কাকু বলে ডাকে রেবেকা আগে থেকেই; 'বাবা বলেছিলেন, যে-কোন বিপদে আমি যেন তোমার সাথে দেখা করি। সেজন্যই এসেছি। কি করব এখন?' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

জজকে চিন্তিত দেখাল। সত্যিই তো বিপদে পড়ে গেছে অসহায় মেয়েটা। কিছু-একটা বলা দরকার। সান্ত্বনা। বলতে পারলেন না। পাড়লেন কাজের কথা, 'বেশ কিছুদিন ধরেই ফিলিপ ওর বিপদ টের পেয়েছিল। র‍্যাঞ্চের সব কাগজপত্র আমার কাছে রেখে দিয়েছিল।' দেরাজ খুলে তিনি মোটা একটা ফাইল বের করলেন। 'তোমার বাবা তার উইলও তৈরি করেছিলেন। তাতে বলা আছে, তুমি পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার ও এম র‍্যাঞ্চের অভিভাবক হিসেবে কাজ করব। উইলে নির্দেশ করা বয়সে পৌঁছতে তোমার আরো এক বছর বাকি।'

'এতে কি এমন কোন কথা আছে যে আমি বিয়ে করতে গেলে তোমার সম্মতি লাগবে?' রেবেকা প্রশ্ন করল।

'এক বছর পরে আর লাগবে না।' জজ বললেন। 'তবে এর আগে লাগবে। শুধু তাই নয়, এর আগে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে গেলে তুমি র‍্যাঞ্চের মালিকানা হারাবে। উইলে তাই লেখা আছে। এমন শর্ত তোমার বাবা তার উইলে কেন জুড়ে দিয়েছিলেন জানা নেই আমার।

'অবশ্য র‍্যাঞ্চ চালান নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। ফিলিপের বিপদ আঁচ পেয়ে আমি একজন যোগ্য ফোরম্যানকেই এম র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছি। তুমি তার ওপর নির্ভয়ে আস্থা রাখতে পার', জজ বললেন।

'আমার তাকে পছন্দ হয়নি।' বলল রেবেকা। 'সে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমি নই, সে-ই র‍্যাঞ্চের আসল মালিক। এমনকি সে আমার উপস্থিতিতেই বার্থলোমোকে গুলি করেছিল।'

'আমি এম র‍্যাঞ্চের আইনগত অভিভাবক।' জজ বললেন। 'আর যে-কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমোদন আমিই শেভার্নকে দিচ্ছি। তার কথা মেনে চললেই তোমার ভাল হবে। তাছাড়া ও গুলি করার আগে নিশ্চয়ই বার্থলোমো নিজের পিস্তলে হাত দিতে গিয়েছিল?' পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন উইলমো। কথাটার জবাব এল না।

'ফিলিপের কাছে সত্যি সত্যিই বার্থলোমোর কিছু পাওনা আছে কিনা জানার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।' জজ বললেন। 'এমনও হতে পারে তখন হয়ত বার্থলোমোর প্রতি তোমার অনুরাগ কিছুটা কমে আসবে। চিন্তা করো না। আমিও ফিলিপের সন্ধানে লোক লাগাচ্ছি। আশা করছি শেষ পর্যন্ত তুমি ভাল খবরই পাবে।'

ফিরে আসার পথে ল্যারীর সাথে রেবেকার কোন কথাই হল না। প্রতিটা ঘটনাতেই রেবেকা যেন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছে। কিছুতেই সে যেন হিসাব মিলাতে পারছে না।

হোপ এগেইনে ফিরে সরাসরি এম র‍্যাঞ্চে গেল না রেবেকা।

আগে বার্থলোমোর সাথে দেখা করল। জজ উইলমোর সাথে তার আলাপের কথাটা বলল। তার সাথে এটাও জানাল যে, আগামীকালই শেভার্ন শ'খানেক গরু আর টি র‍্যাঞ্চে পাঠাচ্ছে বিক্রির জন্য।

'তুমি এখনো বুঝতে পারছ না?' ক্রূর হাসি হেসে বার্থলোমো বলল। 'নিশ্চয়ই ফিলিপকে খুন করা হয়েছে। তোমার সম্পত্তি শেভার্ন আর উইলমো ভাগাভাগি করে নেয়ার তালে আছে। জাল উইল দেখিয়ে উল্টোপাল্টা বুঝিয়েছে। তুমি যাতে আমাকে বিয়ে করতে না পার তার জন্য আগেই উইলে অমন একটা বিদঘুটে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এটা একটা চক্রান্ত। জজ উইলমোকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আগে থাকতেই রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য শেভার্নকে পাঠিয়েছে তোমার বাবার কাছে।

'সবগুলো ঘটনা মিলিয়ে দেখ, কেমন খাপে খাপে মিলে যায়। আমি অনেক আগেই আভাস পেয়েছি। ডেভিয়েট ও ইগনাসিওকে সেজন্যই তোমাদের র‍্যাঞ্চে ঢুকিয়েছিলাম। শয়তানটা কায়দা করে প্রথমেই ওদের সরিয়ে দিল। ভেবেছে, তার পথের কাঁটা দূর হল। কিন্তু আমি থাকতে ওদেরকে কিছু করতে দেব না।' রেবেকাকে কাছে টানল বার্থলোমো। 'ভেব না। আমি তোমার পাশেই আছি। বিপদ আসে। আবার কেটেও যায়।'

রেবেকাও ঠিক এতটা ভাবেনি। বার্থলোমোর কথা শুনে ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল ওর। বারবার চোখে ভেসে ওঠল উইলমো ও শেভার্নের চেহারাটা। কি ভয়ঙ্কর লোকগুলো।

পাঁচ

উইলমোর কাছ থেকে ফিরে আসার পর ফোরম্যানের সাথে কোন কথা বলেনি রেবেকা। আগ্রহ দেখিয়ে শেভার্নও জিজ্ঞেস করেনি কিছু। পরে ল্যারীর সাথে আলাপ করে জেনেছে সব।

পরদিন সকালে খোঁয়াড়ে গিয়ে গরু বাছাই করছে ফোরম্যান। দুপুরের আগেই শ' খানেক গরু পাঠাতে হবে আর টি র‍্যাঞ্চে। সে জানে, রেবেকা মর্নিং ব্রীজ থেকে ফিরে আসার পর ওর কাছে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না কিছু। ডারবি, ল্যারী এবং আরো দু'জন কাউহ্যাণ্ড ওকে সাহায্য করছে।

মূলত দু'ধরনের গরু ফিলিপের র‍্যাঞ্চে। হেয়ারফোর্ড আর লংহর্ন। তবে হেয়ারফোর্ড জাতের গরুই বেশি। যত্নে, পরিচর্যায় হৃষ্টপুষ্ট। যে-কোন র‍্যাঞ্চ মালিকের জন্য গর্বের বিষয়। দু'ধরনের গরু বাছাই করল ওরা। জবাই করার জন্য একটু বয়স্ক গরু; ভাল চর্বি থাকে ওগুলোর মাংসে। তাছাড়া দু'থেকে তিন বছর বয়সী বাছুর। এগুলো বড় হবে আর টি র‍্যাঞ্চে। নির্দেশটা জানিয়ে গেছে ফিলিপ।

গরু বাছাই করে বার হাউসে ফিরে এল শেভার্ন। ও নিজেই গরু নিয়ে যাবে। সাথে যাবে আটজন কাউহ্যাণ্ড। মাত্র শ' খানেক গরু নিয়ে যাওয়ায় কোন ভয় নেই। তবুও খোলা মাঠে সামলান কষ্ট।

ঘরে ঢোকার সময় দরজার সামনে একটা চিরকুট কুড়িয়ে পেল শেভার্ন। সকাল বেলা লক্ষ করেনি এটা। তুলে নিল হাতে। আগ্রহভরে খুলল চিরকুটটা। পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রয়েছে—

'স্কাল ক্যানিয়নের পথে
আর টি র‍্যাঞ্চে গেলে গরু-
গুলো হারাবে। সাবধান।
—তোমার বন্ধু।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল শেভার্ন। কে হতে পারে এই বন্ধু! র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত এসে খবর দিয়ে গেল কে? নাকি র‍্যাঞ্চের ভেতরেরই কেউ? নাকি এটা একটা ফাঁদ? ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিপথে নিয়ে যেতে চায়! কিছু বুঝল না।

ডারবি নয়। ওর হাতের লেখা চেনে শেভার্ন। ল্যারী হলে এ ধরনের ছলচাতুরির দরকার হত না। বার্থলোমোর হাতের লেখা তার অপরিচিত। কিন্তু এমন কাঁচা কাজ করতে পারে না শয়তানটা।

ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে গেল শেভার্ন। তবে ঠিক করল, স্কাল ক্যানিয়নের পথে গরু পাঠাবে না সে। ট্রাই করে দেখা যাক। হয়ত সত্যি সত্যি বিপদ আসতে পারে। কি ধরনের বিপদ। অ্যাপুশ? চিন্তা করছে শেভার্ন। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না

অবশ্য।

'আর টি র‍্যাঞ্চে যাবার সোজা রাস্তা কোন্‌টা বল তো?' ডারবিকে ডেকে জানতে চাইল শেভার্ন।

'এখান থেকে সরাসরি যেতে হবে স্কাল ক্যানিয়ন', ডারবি বলল। 'পথে পানি খেতে চাইবে গরুগুলো। স্কাল ক্যানিয়নে পানির অভাব নেই। সচরাচর এপথেই আসা-যাওয়া করে সবাই।

'তাছাড়া আরেকটা রাস্তা আছে। অরেঞ্জ ক্যানেলের পাশ দিয়ে। স্কাল ক্যানিয়ন যেখানে শুরু হয়েছে তার মাইল দুয়েক আগে ডান দিকে ঘুরলেই অরেঞ্জ ক্যানেল। নামেমাত্র ক্যানেল ওটা। পানি শুকিয়ে গেছে। খানিকটা কাদা থাকলে থাকতেও পারে। তাছাড়া আরো আছে কাঁটাবন। মারাত্মক না হলেও ভুগতে হবে। রাস্তাটাও মাইল তিনেক বেশি।'

মনোযোগ দিয়ে শুনল ফোরম্যান। মনে মনে ছক কেটে নিল দুটো পথের। মুখে বলল না কিছুই।

'পথের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?' প্রশ্ন করল ডারবি। 'মনে হয় যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে যাচ্ছ?' রসিকতাটা জমল না তেমন।

'যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছু নয়', শেভার্ন বলল, 'তবে আর টি র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি না আজ। কাল দেখা যাবে। কাউহ্যাণ্ডদের জানিয়ে দাও। আজ বরং স্কাল ক্যানিয়ন থেকে হাওয়া খেয়ে আসি।'

দুপুরের একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল শেভার্ন, ডারবি আর ল্যারী। ঘোড়া ছুটছে স্কাল ক্যানিয়নের দিকে। তিনজনই সাথে নিয়েছে উইনচেস্টার। হোলস্টারে পিস্তল, রিভলবার তো আছেই।

'চোখ কান খোলা রেখো', শেভার্ন বলল, 'মনে হয় আমাদের

অভ্যর্থনা জানাতে ত্রুটি করবে না ওরা।'

'কারা বস্?' শেভার্নের ঘোড়ার পাশে চলে এল ডারবি, 'ব্যাপারটা কি?'

'আসলে নিজেও জানি না', ফোরম্যান বলল, 'এমনিতেই মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাদের পেছনে লেগেছে।' সত্যি সত্যিই জানে না শেভার্ন। কারা ওরা? এম র‍্যাঞ্চের সাথে কিসের শত্রুতা? যীশুই জানেন।

পাহাড়ের আঁকাবাঁকা নুড়ি বিছান পথ ধরে এগিয়ে চলল তিনজন। খুরের শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এম র‍্যাঞ্চ থেকে স্কাল ক্যানিয়ন পর্যন্ত ট্র্যাকটার প্রায় অর্ধেকই সমতল। তারপর সামান্য চড়াই। মাইলখানেকের বেশি হবে না। সামনের চড়াইয়ের বাঁ পাশ ঘেঁষে একটা টিবি। ডারবি দেখাল, এই টিবিকে বাঁয়ে রেখে এগোলেই ডানদিকে আরেকটা ট্র্যাক। চলে গেছে অরেঞ্জ ক্যানেলের দিকে। তারা যাবে টিবিটাকে ডানে রেখে নাক বরাবর।

টিবির নিচের দিকে কয়েকটা ঝোপঝাড়। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পার হয়ে গেল তারা। ডানপাশে ছোট্ট একটা নালা। একটা খাদে গিয়ে শেষ হয়েছে নালাটা। তবে নালায় পানি নেই বললেই চলে। শুকিয়ে গেছে।

ডানদিকে খাদটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রায় দেড়শ' গজ। আরেকটা চড়াই সামনে। অর্থাৎ সেখানে খাদের গভীরতা হবে আরো বেশি। আশেপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই। পড়ে আছে এলোমেলো। শেভার্নের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আভাস পেল বিপদের। অ্যাম্বু-

শের জন্য চমৎকার জায়গা। হাত ওপরে তুলে থামতে বলল সঙ্গী দু'জনকে। তারপর একাই এগিয়ে গেল টিবিটার দিকে। সাবধানে, সতর্ক ভঙ্গিতে।

হঠাৎ করেই টিবির পাশের একটা ঝোপ সামান্য নড়ে উঠতে দেখল শেভার্ন। সাথে সাথেই ঘোড়া থেকে ডাইভ দিল ডানদিকে। রাইফেলটা হাতে রাখতে ভোলেনি।

কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। বাতাসে তীব্র শিস দিয়ে উঠল যেন কেউ। বুলেটটা বাড়ি খেল পাথরের চাঁই-এ। মাটিতে পড়েই ডান দিকে গড়িয়ে গেল শেভার্ন। লুকিয়ে পড়ল বড় একটা পাথরের আড়ালে।

চারপাশে তাকাল। ডারবি আর ল্যারী নিরাপদ। সময়মত আড়াল নিয়েছে ওরা। তবে ল্যারীর অবস্থানটা সুবিধার নয়। ক্রল করে একটা বড় পাথরের আড়ালে যাবার জন্য এগোচ্ছে ও। ঘোড়াগুলোও বিপদের গন্ধ পেয়ে চলে গেছে আড়ালে। ল্যারীর নাকের সামনে একমুঠো ধুলো উড়তে দেখল শেভার্ন। সাথে সাথেই বিকট শব্দ। না, পাথরের আড়ালে যেতে পেরেছে ল্যারী নিরাপদেই।

শেভার্ন বুঝল, এখানে গরু নিয়ে এলে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হত। কিছুতেই সামলে রাখা যেত না গরুর পাল। বিক্ষিপ্তভাবে পালাতে গিয়ে অন্তত ডজনখানেক গরু খাদে পড়ে যেত। ডানদিকের চড়াই না ভেঙে এগিয়ে যেত সোজা। সামনে বন্দুক হাতে একজনই যথেষ্ট। গরুগুলোকে সামলাতে গেলেই মারা পড়ত রাখালরা।

উইনচেস্টারটা ঝোপের দিকে তাক্ করে রেখেছে শেভার্ন। পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি সে এবার। কিন্তু অন্যদিক থেকে বুলেট এল না আর।

শেভার্ন বুঝল, মাথা খাটাতে হবে। গড়িয়ে পাথরের এক-পাশে চলে গেল সে। ছোট্ট একটা পাথর তুলে মারল ল্যারীকে আড়াল করে রাখা পাথর বরাবর। ল্যারীও গড়িয়ে এল তার পাথরের কিনারে। ইঙ্গিতে থামার হ্যাটে টোকা দিল ফোরম্যান।

বুঝতে কষ্ট হল না ল্যারীর। ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধের খুবই পুরনো একটা কৌশল এটা। আজকাল অনেকে ও ফাঁদে পা দেয় না। তবু চেষ্টা করল ল্যারী।

মাথার বড় কানিশঅলা হ্যাটটা স্ট্র্যাপ দিয়ে থুতনির সাথে বাঁধা ল্যারীর। খুলে নিল ওটা। রাইফেলের নলে হ্যাটটা রেখে আস্তে আস্তে ওঠাল পাথরের কিনার ঘেঁষে। শেভার্নের দৃষ্টি এখন স্থির। ডারবিও তাকিয়ে আছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরের ঝোপটার দিকে।

সত্যি সত্যিই ফাঁদে পা দিল আক্রমণকারীরা। এত সহজে কাজ হবে বুঝতে পারেনি শেভার্ন। ঝোপের এক পাশে দেখা গেল নীল আগুনের ফুলকি। ছুটো। প্রায় পাশাপাশি। সাথে সাথে বুলেট ছুঁড়ল ফোরম্যান আর ডারবি।

ঝোপের পেছনে সামান্য নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। আবার গুলি ছুঁড়ল ওরা। দৌড়ে যাচ্ছে কারা যেন। শেভার্নের মনে হল পালাচ্ছে কমপক্ষে দু'জন। সেদিকে একপশলা গুলিবৃষ্টি বইয়ে দিল ল্যারী। আগেই হ্যাটটা নামিয়ে নিয়েছে।

প্রায় পনের মিনিট একইভাবে চুপচাপ পড়ে রইল ওরা। কোন তরফ থেকেই সাড়া নেই। হঠাৎ ডানদিকে পাওয়া গেল খুরের শব্দ। কথা বলতে বলতে দু'জন ঘোড়সওয়ার আসছে। নিশ্চিন্তে। কোন পক্ষ থেকে আক্রমণ এল না। চলে গেল ওরা ট্র্যাক ধরে কথা বলতে বলতেই।

লোক চলাচল এ পথে খুব-একটা কম নয়। ফোরম্যান জানে, সাদা মুখোশধারীদের বাদ দিলে মোটামুটি নিরাপদ পথটা।

লোক দুটো চলে যেতেই রাইফেল বাগিয়ে একটা পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এল ডারবি। বুলেট ছুটে এল না। শেভার্ন আর ল্যারীও বেরিয়ে এল একই সাথে। কাপড়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছল ঘর্মাক্ত মুখ। এগোল ঝোপের দিকে।

ডারবি ঝোপ থেকে টেনে বের করল একটা লাশ। উপুর হয়ে পড়ে আছে। গলা আর পিঠ ফুঁড়ে বের হয়ে গেছে দুটো বুলেট। মারা গেছে। ফিনকি দিয়ে ছিটকে পড়া রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছে ঝোপের কিছু অংশ। ঝোপের রক্ত লেগে গেল ডারবির প্যান্টে।

লাশটাকে চিৎ করতেই চিনতে পারল শেভার্ন। ইগনাসিও। হাতে বন্দুক। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অত্যন্ত মলিন মুখ। বন্দুকটা বাঁটের কাছে কেটে সামান্য ছোট করা হয়েছে।

'এরকমই কিছু-একটা আন্দাজ করেছিলাম বস', ডারবি বলল, 'তোমার হাবভাবে সন্দেহ হয়েছিল আমার। পরে বুঝতে পারি, নিশ্চয়ই কোন খবর পেয়েছ।'

সব কথা খুলে বলল শেভার্ন। পকেট থেকে কাগজটা বের

করে দেখাল ডারবিকে। ডারবি বলল, 'হাতের লেখাটা বার্থলোমোর নয়।' চিনতেও পারল না কার।

'অন্তত দু'জন পালিয়েছে আরো', ট্র্যাক দেখে বলল ফোরম্যান, 'আর খুঁজে কাজ নেই। চল, ফেরা যাক।' ঘটনাটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে।

মৃত ইগনাসিওর হাত থেকে উইনচেস্টারটা নিয়েই চমকে ওঠল ডারবি। বাঁট কাটা হলেও চিনতে পেরেছে সে। এটা ফিলিপের রাইফেল। নলের সামনের দিকে খোদাই করা 'এফ এম' শব্দ দুটো পরিষ্কার দেখা যায়। 'এই বন্দুক হাতে নিয়েই বেরিয়েছিল ফিলিপ।'

কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল শেভার্ন। অশুভ চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না মন থেকে। তাহলে কি পালাতে পারেনি ফিলিপ? ধরা পড়েছে কারো হাতে? নাকি মেরেই ফেলা হয়েছে? কি করবে ও?

মৃত ইগনাসিওর মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল ফোরম্যান। মারা না গেলে কিছু তথ্য বের করা যেত ওর কাছ থেকে। কিন্তু মরা মানুষ কথা বলে না।

এসময় ইগনাসিওর জুতার তলায় নজর পড়তেই চমকে ওঠল শেভার্ন। জুতার তলায় আড়াআড়িভাবে গেঁথে আছে একটা পেরেক। সোলের রেখার সাথে মিশে তৈরি করেছে পরিষ্কার একটা ক্রস চিহ্ন। ঘরে র‍্যাটল সাপ ছেড়ে দেয়ার পর বাঙ্ক হাউসের পেছনের নরম মাটিতে এই চিহ্নটাই দেখেছিল শেভার্ন আর ডারবি। আঙুল তুলে ডারবিকে দেখাল। বুঝতে পারল ডারবিও। মাথা

নাড়ল। ল্যারী কিছুই বুঝল না।

র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে গুম হয়ে রইল শেভার্ন। হিসাব মিলাতে পারছে না। ফিলিপকে খুন করা হয়ে থাকলে তার আর কিছু করার নেই। অর্থাৎ জজ উইলমোর সাথে কথা বলতে হবে তাকে।

পরক্ষণেই মনে হল, ইগনাসিও যদি ফিলিপকে খুন করে থাকে তবে কাজটা করেছে বিগ বিয়ারের নির্দেশেই। এক্ষেত্রে তার লাশ গুম করে রাখা হবে না। বরং লাশটা প্রকাশ্যে রেখে ওর জন্য ফাঁদ পাততে পারত বার্থলোমো। অর্থাৎ, ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে বার্থলোমো কিম্বা ইগনাসিও-ই খুনটা করেছে। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়। বন্দুকটা কোথায় পেল ইগনাসিও?

পরদিন সকাল হতেই গরুর পাল নিয়ে আর টি র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা দিল শেভার্ন। সাথে ল্যারী। কাউবয় আরো সাতজন। গেল স্কাল ক্যানিয়নের পথ ধরেই। ধারণা ছিল একবার স্কাল ক্যানিয়নে আক্রান্ত হওয়ার পর শত্রুরা মনে করবে, ওরা গেছে অরেঞ্জ ক্যানেলের পথে। অর্থাৎ এবার ওরা ফাঁদ পাতবে ও-পথেই। ল্যারী প্রস্তাব দিয়েছিল অরেঞ্জ ক্যানেলের পথেই যেতে। কিন্তু শেভার্নের যুক্তি শুনে সে আর মানা করেনি। নির্বিঘ্নেই ওরা পৌঁছে গেল আর টি র‍্যাঞ্চে।

র‍্যাঞ্চের মালিক শেফার্ড। বয়স চল্লিশের মত। লোকটা শান্ত, ভদ্র। ফিলিপের খবর আগেই শুনেছে সে। উদ্বেগ প্রকাশ করল। বলল, নিজেও সে আশেপাশে খোঁজ করেছে। কোন

খবর পাওয়া মাত্র ওকে জানাবার জন্য অনুরোধ করল শেভার্নকে।

গরুর হিসাব বুঝে নিয়ে শেভার্নের হাতে নগদ টাকা তুলে দিল র‍্যাঞ্চার। দরদাম নিয়ে ঝামেলা হয়নি কোন। ফিলিপের সাথে আগেই কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। শেফার্ড বলল, 'গরুর দরকার হলে আবার নিজেই লোক পাঠাব আর টি র‍্যাঞ্চে।' ক্লান্ত শেভার্ন ও কাউহ্যাণ্ডদের আপ্যায়নেও ত্রুটি হল না। শেফার্ডের ব্যবহার ভাল লেগেছে শেভার্নের কাছে।

টাকা গুণে নেয়ার পর ল্যারীকে ডেকে পাঠাল ফোরম্যান। 'এগুলো তোমার কাছে রাখ', সব টাকা তুলে দিল ল্যারীর হাতে। 'আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি না। র‍্যাঞ্চে ফিরে টাকাটা ফেরত নেব।'

অবাক হল ল্যারী। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না সে। 'এতগুলো টাকা', সে বলল, 'আমার কাছে রাখা ঠিক হচ্ছে না বস্। ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না? যদি মেরে দেই আমিই?'

'ল্যারী', শেভার্ন হাসল, 'ঝুঁকি দিয়েই জীবনটা ভরা আমার। তোমারও। টাকা নিয়ে চলে গেলে ঝুঁকি তোমারই বাড়বে। আমার নয়। আর তোমাকে নিয়ে সে ধরনের চিন্তা আমার নেই।

'যাবার পথে স্কাল ক্যানিয়ন ধরে যাব। কিন্তু তোমরা ফিরবে অরেঞ্জ ক্যানেলের পথ ধরে। এটা আমার নির্দেশ। এর বেশি জিজ্ঞেস করো না কিছু।' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল ল্যারী।

অরেঞ্জ ক্যানেলের পথ পর্যন্ত একসাথেই এল ওরা। কথা হল না খুব-একটা। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ঘোড়া ছোটাল ফোরম্যান। পেছনে না তাকিয়েই একবার হাত উঁচু করল শুধু। যতক্ষণ পর্যন্ত

দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে রইল ল্যারী। তারপর দ্রুত ঘোড়া ছোটাল বিপরীত দিকে।

স্কাল ক্যানিয়নের কাছে পৌঁছে সাবধান হল শেভার্ন। পিস্তলটা এমনভাবে হোলস্টারে রাখা যাতে সহজেই বের করে নেয়া যায়। উইনচেস্টার বাঁধা থাকল স্যাডেলেই।

হঠাৎ করেই ভোজবাজির মত চারদিক থেকে এগিয়ে এল সাদা মুখোশধারী ছ'জন লোক। সবার হাতেই উদ্যত বন্দুক। শেভার্ন বুঝতে পারল এ মুহূর্তে সামান্য নড়াচড়া করলেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে বুলেটবৃষ্টি। খুব সাবধানে ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শেভার্ন। পেছন থেকে একজন এগিয়ে এসে তুলে নিল হোলস্টারের পিস্তল দুটো।

'টাকাগুলো ঝটপট বের কর।' ওদের একজন এগিয়ে এল। দাঁড়াল শেভার্নের মুখোমুখি।

'টাকা সাথে নেই।' অমায়িক হাসি হেসে বলল শেভার্ন। 'দুঃখিত। আগেই পাচার করে দিয়েছি আরেকজনের কাছে।'

লম্বা চওড়া নেতা গোছের একজন এবার এগিয়ে এল সামনে। দক্ষহাতে সার্চ করল শেভার্নের মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তারপর কষে চড় বসাল ওর মুখে। 'শুয়োরের বাচ্চা। তোমার মাস্তানি বের করছি।' বলতে বলতে আবার প্রচণ্ড ঘুসি মারল সে শেভার্নের মুখে। ঠোঁট কেটে রক্ত বের হয়ে এল। দেহের দু'পাশে ঝুলছে অসহায় দুটো হাত। বাধা দিচ্ছে না। বেপরোয়া লোকগুলো। গুলি করতে পারে হাসতে হাসতেই। পাঁচজন মুখোশধারী বন্দুক উঁচিয়ে ধরে আছে। না। করা যাবে না কিছু।

শেভার্নের অনুমান ছিল, ফেরার পথে স্কাল ক্যানিয়নে হামলা হবে ওদের ওপর। অনুমানটা সঠিক। কিন্তু এমন বেকায়দা অবস্থায় পড়বে, বুঝতে পারেনি। আফসোস হচ্ছে এখন। সবাই একসাথে আসাই উচিত ছিল বোধ হয়।

'টাকা না পাওয়া গেলে আর মিছেমিছি একে ছেড়ে দেই কেন বস?' মুখোশধারীদের একজন বলল। গলার স্বর অপরিচিত শেভার্নের কাছে। 'একটা গুলিই যথেষ্ট', বলতে বলতে সামনে এল সে।

'মেরে ফেললে টাকা পাচ্ছ না', শেষ চেষ্টা করল শেভার্ন, 'এতে কোন লাভও হবে না। বরং এসো না কোন রফায় আসি।' কিন্তু জবাব দিল না কেউ।

'সঙের মত দাঁড়িয়ে না থেকে যা করার কর', রাগ করেই বলল ফোরম্যান। বুঝে গেছে দ্বিধায় ভুগছে ওরা।

একজন ওর বুকের দিকে তাক করেই রাখল বন্দুক। বাকিরা সবাই মিলে কি যেন আলাপ করতে গেল ফিসফাস করে। মুখোশ থাকাতে অসুবিধে হচ্ছে ওদের। এবং এখানেই ভুল করল ওরা।

সামনের একটা পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এল উইনচেস্টারের একটা চকচকে নল।

'হাতের বন্দুক ফেলে দাও সবাই', কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল পাথরের আড়াল থেকে। 'সবাইকে কভার করে আছি আমি। শেভার্নকে গুলি করার আগে অন্তত তিনজনকে মরতে হবে তোমাদের।

'কোন্ তিনজন মরতে চাও বেছে নাও নিজেদের মধ্যে। আমার হাতের বন্দুকটা রিপিটার। এবং আরেকটা তথ্য, গুলি মিস্

হয় না আমার।'

ইতস্তত করছে ওরা। কিছু করতে সাহসও পাচ্ছে না। আবার শেভার্নকে ছেড়ে দিতেও মন চাইছে না।

'আমাকে মারতে পারবে না তোমরা', অদেখা লোকটা আবারো কথা বলল। 'শেভার্ন মরলেও অন্তত তিনজন রেহাই পাবে না। লাশ নিয়ে যেতে পারবে না। চিনতে পারব মুখোশ খুললেই। নরক পর্যন্ত ধাওয়া করব পরে।'

'বেশি বকবক করো না', রাইফেল ফেলে দিয়ে বলল একজন। 'আড়ালে থেকে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে পারে সবাই।' আরো দু'জনের রাইফেল পড়ল মাটিতে।

'কিন্তু শেভার্ন রফায় আসতে চেয়েছিল', নেতা গোছের লোকটা বলতে চেষ্টা করল—সাথে সাথেই শিসের একটা শব্দ উড়িয়ে নিয়ে গেল তার হ্যাটটাকে।

'এর পরেরটা দু'চোখের মাঝখানে', কথা শেষ করতে না করতেই বাকি রাইফেলগুলো মাটিতে পড়ল। পাথরের আড়াল থেকে এল ল্যারী। হাতে রাইফেল।

ঠিক এসময়েই পাহাড়ের ওপাশ থেকে বন্দুকের গুলির শব্দ হল। সাথে সাথে মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল ল্যারী আর শেভার্ন। অন্যান্যরাও। ল্যারী হাতের বন্দুকটা উঁচিয়ে রেখেছে।

শেভার্ন হাত তুলে নিষেধ করল ল্যারীকে। গুলি করে নিজেদের অবস্থানটা জানাতে চায় না সে। সাদা মুখোশধারীরাও বুঝল ব্যাপারটা। সুযোগ নিল ওরা। ক্রল করে পিছিয়ে যেতে থাকল একটু একটু করে।

চেয়ে চেয়ে দেখল শেভার্ন ও ল্যারী। ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে সবাই। ফেলে যাচ্ছে বন্দুকগুলো। অন্তত বিপদের ভয় নেই শেভার্ন ও ল্যারীর। 'যাক্, চলে গেল কুত্তার বাচ্চারা', জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ফোরম্যান। নোন্তা স্বাদ লাগল মুখে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়েছে বেশ খানিকটা। ধুলার প্রলেপ পড়েছে ওতে। জিভ লাগতেই জ্বলে ওঠল ক্ষতটা।

পাহাড়ের ওপাশ থেকে আর শব্দ এল না। দেখাও গেল না কাউকে। প্রায় বিশ মিনিট পর মাটি থেকে ওঠল দু'জন।

'দুঃখিত বস্', দাঁত বের করে হাসছে ল্যারী। দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই ওর চোখে মুখে। 'তোমার নির্দেশ মানতে পারলাম না। কেন যেন মনে হল বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি।

'পিছু নিলাম', সে বলে চলেছে, 'চলে এলাম আড়ালে আড়ালে। মনে হয় ঠিক সময়েই এসেছিলাম—তাই না?' হাসছে ল্যারী।

শেভার্ন কিছু বলল না। শুধু একবার হাত চেপে ধরল ল্যারীর। তারপর ছেড়ে দিল। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে। কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল ওর মনটা।

ল্যারী বন্দুকগুলো স্যাডেলে বেঁধে রাখছে। 'যাক্, ভালই লাভ হল বস্। চল, যাওয়া যাক এবার।'

ছয়

বিশাল একটা চেয়ারে বসে আছে বার্থলোমো। মুখে দুশ্চিন্তা, রাগ এবং একই সাথে বিরক্তির চিহ্ন। ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বাঁ হাতে চুরুট জ্বলছে। মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত জ্বালা করছে ওর। এমন বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় এর আগে পড়েনি কখনো। হুমকি দেয়াই ওর স্বভাব। অন্যের হুমকি শুনতে অভ্যস্ত নয়।

ভাবছে, রেবেকাকে বিয়ে করতে পারলেই সমস্ত ঝামেলা চুকে যায়। এতদিনে অনেকটা এগিয়েও যেত সে। বার্থলোমো বিশ্বাস করে না, ফিলিপ মারা গেছে। নিশ্চয়ই কোন চাল চেলেছে শেভার্ন। ও আসার পরেই সবকিছুই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কোন-একটা ফন্দি এঁটেছে ফিলিপ আর শেভার্ন মিলে, বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু কোন্ দিকে এগোচ্ছে ওরা, ঠাওর করতে পারছে না।

রেবেকা এখনো পুরোপুরি আস্থাশীল নয় ওর ওপর। মেয়েটাকে কব্জা করতে কতদিন লাগবে তা-ও জানে না। পরিস্থিতি আদৌ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

বি বি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান প্যাটন আসছে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল বার্থলোমো। দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা কারো কাছে প্রকাশ করতে চায় না ও।

'বস্', প্যাটন বলল, 'জজ উইলমোর কাছ থেকে ফিরে এসেছে রেবেকা। উইল রেখে গেছে ফিলিপ। উইলমোই এখন তার গার্জিয়ান। আর পঁচাত্তরটা বাছুর দিতে রাজি হয়নি এম র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামল সে।

'সবই জানি', তিক্ত স্বরে বলল বার্থলোমো, 'তোমরা সবাই তো অকর্মার ধাড়ি। বন্দুক ফেলে বেহালা বাজান শুরু কর। ওটাই মানায় তোমাদের হাতে।

'বাথানে কাজ না করে সেলুনে গিয়ে মদ বেচ।' নিজের লোকগুলোর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে আছে ও।

নড়েচড়ে বসল বার্থলোমো। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে। নিজের ওপরই বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ওর। অথচ শেভার্নকে ঘায়েল করা চাই। রেবেকাকেও চাই হাতের মুঠোয়। এম র‍্যাঞ্চের মালিকানাটা পেতে পেতেও ছুটে গেছে। কথাটা মনে পড়লেই নিজের ভেতরটায় আগুন লেগে যায় ওর।

'শেডিকে খবর দাও।' বার্থলোমো বলল। 'শেভার্নের জন্য ওকেই দরকার।' নামকরা একজন আউট ল' শ্যাডওয়েল। শেডি বলেই ডাকে সবাই। ওয়ান্টেড নোটিসে ওর নাম উল্লেখযোগ্য। ছুটো খুনের আসামী। লজ সিটিতে একজন শেরিফকে খুন করেছে গত মাসে। ভাড়াটে খুনী। তবে পেছন থেকে কিছু করে না। সামনা-সামনি গুলি করাই পছন্দ ওর।

অপমান বোধ করল প্যান্টন। কিন্তু মুখে বলল না কিছুই। পিস্তলে দক্ষ হাত ওর। কিন্তু বিগ বিয়ারের চেয়ে দ্রুত ড্র করতে পারে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবে না। এই বার্থলোমো শেভার্নের অর্ধেক সময়ে পিস্তল বের করতে পারেনি। আর ও তো নস্যি।

'গুলি তো পেছন থেকেও করা যায়', মৃদুস্বরে বলল প্যান্টন। অথচ তাকেই এ দায়িত্ব দিলে সে নেবে কিনা সন্দেহ।

'হয়েছে, উপদেশ দিতে হবে না।' ধমকে উঠল বার্থলোমো, 'হাঁদারামের দল। কিচ্ছু হবে না এগুলো দিয়ে। আপাতত শেডির লুকিয়ে থাকার জায়গা ঠিক কর। ওয়ারেন্ট আছে ওর নামে। অবশ্য হোপ এগেইনে কেউ ধরবে না ওকে। তবু সাবধানতা।'

'এখনই খবর দিচ্ছি', তাড়াতাড়ি বলল প্যান্টন। 'কোথায় আসতে বলব? এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ', বলল র‍্যাঙ্কার, 'এবং আজ রাতেই। রাত বেশি হলেই ভাল। সঙ্গে অন্য কাউকে আনার দরকার নেই। বলবে, বেশকিছু কাজ জোগাড় করা হয়েছে ওর জন্য।'

'ওয়ারেন্টে অসুবিধা হবে', বলতে যাচ্ছিল প্যান্টন।

ওকে থামিয়ে দিল বার্থলোমো, 'সেটা তোমার চিন্তার বিষয় না। ভাগ এখন।'

পরদিন। সকাল হয়েছে ঘন্টাখানেক আগে। ল্যারীকে সাথে নিয়ে হোপ এগেইনে এল শেভার্ন। সোজা গিয়ে ঢুকল শহরের একমাত্র ব্যাংকে। ম্যানেজার রুবেল বয়স্ক লোক। মাথায় চুল নেই একটাও।

বেঁটে-খাটো শরীর। ছ'চোখে ধূর্ততা। সাদা-কালোয় মেশান ভুরু। বুক পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে ঘড়ির সোনালী চেইন।

ল্যারী আর শেভার্নকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল রুবেল। টাকা নিল শেভার্নের কাছ থেকে। সযত্নে তুলে রাখল লোহার তৈরি লকার এ। রসিদ নিয়ে ফিরে এল শেভার্ন।

'তোমাদের জন্যই আমার এই ব্যাংক শেভার্ন।' বিদায়ের সময় হাসিমুখে বলল রুবেল। 'যখন দরকার আসবে।'

ওরা এসে ঢুকল কাম এগেইনে। ওদের দেখে সহাস্যে এগিয়ে এল সেলুন মালিক বেন্ট।

'গুড লাক মিস্টার শেভার্ন।' শেভার্ন ও ল্যারীর সাথে হাত মেলাতে মেলাতে বলল বেন্ট। 'এখনো বেঁচে আছ, এটাই আশ্চর্য। বার্থলোমোর ডান হাত অকেজো হলেও, বাঁ হাত রয়ে গেছে। ব্যাপারটা খেয়াল রেখ।'

'খুব-একটা দরকার মনে করছি না।' চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল শেভার্ন। বেন্ট এগিয়ে এসে টেবিলে রাখল একটা বোতল। দুটো গ্লাস।

'আরেকটা গ্লাস আন।' শেভার্ন বলল। 'তুমিও বসো না? ভয় নেই, বিল আমিই দেব।' মুচকি হাসি শেভার্নের ঠোঁটে।

'মাফ চাই।' কপট আতংকে আঁতকে ওঠল বেন্ট। 'ঘাড়ে মাথা আমার একটাই। অথচ বালবাচ্চা চার-চারটে। তোমরা খাও। আমি না হয় একটু বসছি।'

'কি আর করব?' শেভার্ন অনুযোগ করল। 'বিশজনের সঙ্গে একজন পেরে ওঠবে না। এটা তো তোমারই কথা।'

'সাবাস্! মনে রেখেছ।' হেসে ওঠল বেন্ট। 'তবে কিছুই চূড়ান্ত নয়। কয়েকজন বন্ধু সাহস জোগালে একা এর চেয়ে দ্বিগুণ লোককেও নিকেশ করে দেয়া যায়।'

'চল্লিশজনের নেতার ডান হাত গুঁড়িয়ে দিতে পারলে তা তো আরো সহজ।' চারপাশে তাকিয়ে সশব্দে হেসে ওঠল বেন্ট।

সেলুন থেকে বেরিয়ে পাশের বার রিলাক্সে গিয়ে ঢুকল ওরা দু'জন। শেভার্ন জানে, হোপ এগেইন ও আশেপাশের আউট ল'রা এখানে জুয়া খেলতে আসে। বেন্ট জুয়া আর হৈ-চৈ পছন্দ করে না। রিলাক্সের মালিক হাডি স্বভাবে ওর উল্টো। হৈ-চৈ ছাড়া থাকতে পারে না। আউট ল'দের কাছে বেশি দামে পানি মেশান মদ বেচতেও ওর জুড়ি নেই।

ওদের দু'জনকে ঢুকতে দেখেই বারের গোলমাল মুহূর্তে থেমে গেল। জুয়ার টেবিলের কয়েকজন মাথা উঁচু করে তাকাল ওদের দিকে। শেভার্ন ও ল্যারী কোন কথা না বলে সোজাসুজি কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। জুয়াড়ী কয়েকজন আবার মন দিল হাতের তাসে।

এমন সময় রিলাক্সে এসে ঢুকল বার্থলোমো। সঙ্গে দীর্ঘদেহী এক যুবক। পোড় খাওয়া চেহারা। পেটান শরীর। অ্যাথলেটদের মত সুগঠিত। লম্বায় শেভার্নের চেয়েও ইঞ্চি দেড়েক বেশি। ডান পাশের গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। মনে হয় ছুরি দিয়ে এঁকে দিয়েছে কেউ। এতে মুখটা হয়েছে আরো বীভৎস। চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এ লোক জাত খুনী। আগন্তুককে কেউ চেনে কিনা বুঝতে পারল না শেভার্ন।

দু'দিকের হোলস্টারে গোঁজা রয়েছে দুটো পিস্তল। হোলস্টারগুলো কায়দা করে বাঁধা। পিস্তল দুটো পুরনো। বহু ব্যবহৃত। একটা পিস্তলে দাগ কাটা আছে বেশ কয়েকটা। ক'টা মানুষ খুন করেছে তার চিহ্ন। বোঝা যায়, যন্ত্রগুলোর ব্যবহার ভাল রকমই জানা আছে ওর।

শেভার্নের কেন জানি মনে হল, এ লোক ঝামেলা বাঁধাবার জন্যই বেঁচে আছে। পেশাদার লড়িয়ে। বোধ হয় ভাড়া করে আনা হয়েছে একে। ধীর পায়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল শেভার্ন। এক গ্লাস রাই হুইস্কির অর্ডার দিল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ছোঁয়াল ঠোঁটে। আগুন ধরাতে সময় লাগে প্রচুর। তাড়া নেই ওর। অনেকক্ষণ ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল শূন্যে। এতক্ষণে সময় হল হুইস্কির গ্লাসটার দিকে নজর দেয়ার।

কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল। শ্যাডওয়েল কনুই দিয়ে সজোরে ঠেলা মারল শেভার্নের কনুইতে। একঝলক হুইস্কি ছিটকে পড়ল ওর কাপড়ে।

'চোখ দুটো বাসায় রেখে এসেছ নাকি?' খেঁকিয়ে ওঠল শ্যাড, 'দেখতে পাও না! গ্লাস ধরতে শেখার আগেই মদ ধরা ঠিক না।' শেভার্নকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়াল শেডি। ল্যারী দাঁড়িয়ে আছে হাত পাঁচেক দূরে। সকৌতুকে লক্ষ করছে সবকিছু।

একপাশে সামান্য সরে গেল শেভার্ন। সরাসরি তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে শেডি। দাঁড়িয়ে পড়ল সোজা হয়ে। দু'চোখ নিবদ্ধ শেডির ওপর। হাতের গ্লাস আগেই রেখে দিয়েছে কাউন্টারে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে শ্যাডও। হাত দুটো হোলস্টারের কাছাকাছি। এক ঝটকায় বের করে আনার সুযোগ খুঁজছে। শক্ত হয়ে ওঠেছে চোয়াল। পলক পড়ছে না চোখে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ান। এ ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে ওর জীবনে।

থেমে গেছে তাস খেলা। রুদ্ধশ্বাসে সবাই তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সবাই। পিনপতন নীরবতা। কেউ কেউ সরে গিয়ে জায়গা করে দিল দু'জনকে। পেছন থেকে সরে গেল লোকজন।

'কি হচ্ছে এখানে', বলতে বলতে দরজায় এসে দাঁড়াল শহরের শেরিফ টাইলার। দু'পাশে দু'জন ডেপুটি। মুহূর্তের মধ্যেই অবস্থাটা বুঝে নিয়েছে সে। 'হোলস্টার থেকে পিস্তল ফেলে দাও শ্যাড।' হুকুম দিল সে। ততক্ষণে তিনজনই পিস্তল বের করে হাতে নিয়েছে। 'নইলে মাথা ফেটে যাবে। আর শেভার্ন, তুমিও অস্ত্রগুলো ফেলে দাও।'

সামান্য সময়ের জন্য চমকে ওঠল শেভার্ন। নাম জানে সে শ্যাডওয়েলের। তবে সামনাসামনি দেখেনি কখনো। দুর্দান্ত একজন আউট ল'। কয়েকটা ওয়ারেন্ট ঝুলছে ওর মাথার ওপর। হোপ এগেইনে কি করছে শ্যাডওয়েল?

ডেপুটি দু'জন এগিয়ে এসে শ্যাডওয়েল আর শেভার্নের হোলস্টার থেকে চারটা পিস্তল বের করে নিল। হাঁফ ছাড়ল সবাই। বেঁচে গেছে। কে? শেভার্ন, নাকি শেডি? ভাবছে ওরা।

কার্টিজ বেল্ট খুলে সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দু'পা এগিয়ে এল শেড। ডাইভ দিল শেভার্নের পেট লক্ষ্য করে। মাটিতে গড়িয়ে

পড়ল দু'জনই। আচমকা এই আক্রমণের কথা চিন্তাও করেনি শেভার্ন।

মাটি থেকে ওঠেই আবার ডাইভ দিল শেডি। কিন্তু শেভার্ন ইতিমধ্যে প্রস্তুত। ডান পা একবার শুধু ওপরে ওঠাল সে। পায়ের পাতায় তুলে নিল শেডির দেহ। ডান হাতে চেপে ধরল ওর একহাতের কব্জি। তারপর সজোরে ছুঁড়ে ফেলল সামনে।

একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, খানকয়েক গ্লাস হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ল একসাথে। শেডিও উপুড় হয়ে পড়ল মেঝের ওপর। ল্যারী ঘন ঘন টান দিচ্ছে চুরুটে।

উত্তেজিত বার্থলোমো এগিয়ে এল সামনে। 'থাম।' শেরিফের চিৎকারে থেমে গেল। শেডি ও শেভার্নের মাঝখানে এসে দাঁড়াল টাইলার। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল বার্থলোমো।

'তুমি শহরে আসার পর থেকেই গোলমাল শুরু হয়েছে', শেভার্নের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল টাইলার, 'মারামারি করতে চাইলে বাইরে যাও। এ শহরে কোন ঝামেলা চাই না আমি।'

মৃদু হাসল শেভার্ন। 'গোলমাল আমি বাঁধাইনি', বলল সে। 'সবাইকে জানিয়ে দিও, মদের গ্লাস ধরার আগে পিস্তল ধরতে শিখেছি আমি। আলগা বাহাদুরি দেখাতে কেউ যেন না আসে আমার সামনে। গোলমাল কেউ নিজেই বাঁধাতে চাইলে নিষেধ করার আমি কে? কথা শোনাতে হলেও তো পিস্তল দুটো দরকার।'

'রাখ এসব বাহাদুরি', ধমকে ওঠল শেরিফ। 'তোমার মত অনেক বখাটে কাউবয়কে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। অনেক নালিশ আছে তোমার নামে। মনে রেখ, পিস্তলে আমিও খুব কাঁচা নই।

'আর বুকের এই ব্যাজটাও নকল নয়। যোগ্যতা ছিল। তাই এটা পরান হয়েছে আমাকে।'

শেভার্ন জানে, মুখে যতই কথা বলুক, আসলে ঝামেলা থামানর মত সাহস বা ক্ষমতা শেরিফের নেই। বরং বিগ বিয়ারের অনুকম্পাতেই এ শহরে টিকে আছে লোকটা। লোকজন তাকে সমীহ করে বার্থলোমোর ভয়েই। একমুহূর্তে শেরিফের এই চোটপাট আর হম্বিতম্বি থামিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল শেভার্ন। এতে বার্থলোমোরও টনক নড়বে।

'ব্যাজটা পরিয়েছে যারা তাদের অনেকের ক্ষমতাই আমার জানা আছে, শেরিফ। তোমার ক্ষমতাও আমার জানা। যাদের ভরসায় আছ', শেভার্ন বলল, 'তাদেরকেও আমি চিনি। কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার ইচ্ছা আপাতত নেই।'

কোমরের দিকে শেরিফ হাত বাড়াতেই হেসে ফেলল শেভার্ন। ধীরে ধীরে শেরিফের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চোখ ফেলল শেরিফের চোখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

'মিস্টার টাইলার', শেভার্ন বলল, 'দ্ব তোমাকে দিয়ে হবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার হাত কাঁপছে। তার চেয়ে এক কাজ কর।' তাসের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। নিয়ে এল এক প্যাকেট তাস। 'এস, একটা বাজি হয়ে যাক্। দু'জনে একটা করে তাস তুলব। যার তাস বড় হবে সে অন্যজনের দিকে পনের গজ দূরে থেকে গুলি ছুঁড়বে। এটাই একমাত্র পথ তোমার। অন্য কোন ভাবেই তুমি জিততে পারবে না।' তাস শাফল করে সামনে এগিয়ে দিল শেভার্ন।

অভিনব প্রস্তাবটা শুনে সবাই থ' হয়ে গেল। কিন্তু শেভার্ন নির্বিকার।

'ঠাণ্ডা মাথায় খুন তুমি করতে পারবে।' শেরিফ বলল। 'আমি পারব না। আমার এই ব্যাজটার সামান্য হলেও মূল্য আছে। নিরস্ত্র লোককে গুলি আমি করি না।'

'তাহলে একটা গর্ত খোঁজ, আর হামাগুড়ি দিয়ে তার ভেতরে ঢুকে পড়। সামনের পাহাড়ে এমন গর্ত আছে অনেক। এমনকি সেখানে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবও পেয়ে যেতে পার।' কথাটা বলে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বার্থলোমোর দিকে তাকাল শেভার্ন। বার্থলোমোর মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। শেভার্নের নজরে এড়ায়নি ব্যাপারটা। মনে মনে আশান্বিত হয়ে ওঠল সে।

'তুমি আর বার্থলোমো তো বন্ধু।' শেভার্ন আবার বলল। 'তাকেই বল না তোমার তরফ থেকে চ্যালেঞ্জটা নিক।' আড়চোখে বার্থলোমোর দিকে তাকাল শেভার্ন।

'না!' ল্যারীর চিৎকার শুনে সবাই সেদিকে তাকাল। 'এ ধরনের…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ওঠে দাঁড়াল বার্থলোমো। 'এ ধরনের লড়াইয়ে আমারও উৎসাহ নেই। আমার লড়াইয়ের নিজস্ব একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা আমি সবসময়ই মেনে চলি।'

'আমিও তাই বিশ্বাস করি।' শেভার্ন বলল। 'বিনা বিচারে দড়িতে ঝোলান, জানালা দিয়ে র‍্যাটেল সাপ ছেড়ে দেয়া, পেছন থেকে গুলি করা, ঝোপের নিচে অ্যাম্বুশ করা কিম্বা চেহারা লুকিয়ে দু'জনে মিলে একজনকে আক্রমণ—এসব সবাই পারে না।

এগুলোও লড়াইয়ের এক-একটা নিজস্ব নিয়ম। তবে আমি আমার রীতিতেই বিশ্বাসী। ব্ল্যাকমেল না করে সামনাসামনি দাঁড়াতেই ভাল লাগে আমার।'

বার্থলোমোর চেহারায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। রাঙা টকটকে মুখ। 'শেভার্ন', চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও, 'বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে তোমারই দোষে। হোপ এগেইনের জেলখানাটা ভাল। স্বাস্থ্যপ্রদ। অবশ্য বাস্তবেই দেখবে সব। দু'একদিনের অপেক্ষা।'

'শেরিফ, তোমার কাজ শহরের আইন-শৃংখলা রক্ষা করা।' শেভার্ন বলল, 'শ্যাডওয়েলকে তুমি চেন, বোঝাই যাচ্ছে। ওর নামে ক'টা ওয়ারেন্ট আছে তা-ও তোমার অজানা থাকার কথা নয়।

'যদি ঝামেলা থামানই কাজ হয়, তাহলে আমাকে কিছু না বলে ওকে জিজ্ঞেস কর', শেডের দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে।

'না।' এবার সামনে এল বার্থলোমো। 'শেড আমার অতিথি। ওকে কিছু বলা চলবে না এখানে। গ্রেফতার করার কাগজপত্র দেখাও, অভিযোগ প্রমাণ কর, তারপরই শেডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে তুমি।' শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল সে। একঘর লোকের সামনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল শেরিফ। শেষমেস কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল। ল্যারী আর শেভার্নও বেরিয়ে এল একটু পর।

'ফোরম্যান', বাইরে এসে বলল ল্যারী, 'দুটো অভিযোগ রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে। এক নম্বর—বার্থলোমো আমার। ওকে

মারতে পারবে না তুমি। অথচ আরেকটু হলেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলতে তুমি।

'দুই নম্বর, টাইলারের হাতেও বড় তাস ওঠতে পারত। তুমি কি করে চিন্তা করেছিলে যে শুধুমাত্র তোমার হাতেই বড় তাস ওঠবে!'

'ঠিকই বলেছ', নির্বিকারভাবে বলল শেভার্ন। 'তবে আমি জানতাম টাইলার বা বার্থলোমোর সে সাহস হবে না। নিজেদের হাতের ওপর যত আস্থাই থাকুক না কেন, আমার হাত সম্পর্কে দু'জনেই জানে। সে ঝুঁকি তারা নেবে না। আমার পরিষ্কার জানা ছিল। তাছাড়া বার্থলোমোকে উত্তেজিত করার পেছনে ছিল অন্য একটা কারণ। মনে হয়, অন্ধকার কিছুটা হলেও ফিকা হয়েছে। কিছু কিছু ঘটনার ব্যাখ্যাও পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে।'

শেভার্নের ইঙ্গিত ল্যারী বুঝল কিনা বোঝা গেল না। চুপ করে রইল ছেলেটা। কথার পিঠে কথা বলল না।

সাত

এম র‍্যাঞ্চে রেবেকার দিনগুলো যেন আর কাটছে না। এখন পর্যন্ত ফিলিপের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি কোন নিশ্চিত সংবাদ। শেভার্ন ফোরম্যানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু রেবেকার সাথে সবসময় একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। রেবেকাও গায়ে পড়ে আলাপের জন্য এগিয়ে যায়নি।

সেদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কাউবয়দের বাঙ্ক হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রেবেকা। ফোরম্যানের ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশে সেদিকে পা বাড়াল। শেভার্ন ঘরে নেই। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভেতর তাকাতেই একমুহূর্তে পাথরের মত জমে গেল মেয়েটা।

ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা রাইফেল। চিনতে কষ্ট হল না রেবেকার। তার বাবার প্রিয় রাইফেলটা। অস্ত্রটার পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে শেভার্নের কুকুরটা। সে জন্যই রাইফেলটার কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না ও।

এমন সময় রেবেকার পেছনে এসে দাঁড়াল শেভার্ন। 'কুকুরটা

তোমাকে কামড়াবে না। ভদ্রলোকদের কামড় দেয়ার অভ্যাস ওর নেই।'

'কুকুরকে ভয় পাই না।' রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল রেবেকা। 'কুকুরের মালিককেও নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন, বাবার রাইফেলটা এখানে কিভাবে এল? যদ্দূর জানি এটা হাতে নিয়েই বাবা বের হয়েছিলেন।'

শেভার্ন বুঝতে পারল রাইফেলটা এভাবে প্রকাশ্যে রেখে দিয়ে সে বোকামি করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভুলটা শোধরানর কোন উপায় নেই। 'আর টি র‍্যাঞ্চ থেকে ফেরার পথে একজন আমাকে আক্রমণ করে।' শেভার্ন সত্যি কথাটাই বলল। 'তোমার বাবা নয়। অন্য একজন। মারা গেছে লোকটা। ওর হাতেই রাইফেলটা ছিল। আমি নিয়ে আসি।'

'লোকটাকে তুমি মেরে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। কারণ, তা না হলে সে-ই আমাকে মেরে ফেলত।'

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল রেবেকা।

'ইগনাসিও। তোমাদের প্রাক্তন মেক্সিকান কাউবয়।'

'ইগনাসিও!' চিৎকার করে ওঠল রেবেকা। 'তুমি বলতে চাও সে-ই আমার বাবাকে মেরে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েছে। অসম্ভব। বিশ্বাস করি না। আর একথা আমাকে আগে বলনি কেন?'

'কোন লাভ হত না, তাই।' জবাব দিল শেভার্ন। 'আমি তোমার ভয় বাড়াতে চাইনি।' সে দেখল ইতিমধ্যেই ভয়ে, আতংকে চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে গেছে রেবেকার। ফুলে ওঠা আপেলের মত

লাল ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে। দু'চোখ জলে টলমল।

'ইগনাসিওর লাশ কোথায়?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'জানি না।' শেভার্নের উত্তর। 'হাওয়া হয়ে গেছে।'

'এই গল্পও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?' জেদী কণ্ঠে বলল রেবেকা।

'না। বিশ্বাস করতে বলছি না। সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু একটা কথা রেবেকা।' শেভার্ন বলল, 'কারো কথাই বিশ্বাস করো না। পরে একসময় পস্তাতে হবে।'

'বার্থলোমোই ঠিক বলেছে।' কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল রেবেকা। 'তুমিই বাবাকে খুন করেছ। আর দোষ চাপাচ্ছ ইগনাসিওর ঘাড়ে। আমি বুঝতে পারছি, এই র‍্যাঞ্চকে ঘিরে বড় রকমের চক্রান্ত চলছে। মনে রেখ, তুমিও রেহাই পাবে না। বাবাকে খুন করা হয়ে থাকলে খুনীকে আমি ফাঁসিতে ঝুলিয়েই ছাড়ব।'

'রেহাই তুমিও পাবে না রেবেকা।' শান্ত কণ্ঠে বলল শেভার্ন। 'আমার আর ফিলিপের চেয়ে তোমার শত্রুও কম নয়। বিপদের মধ্যে রয়েছ তুমিও।' কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল রেবেকা।

প্রথমবারের মতই শেভার্ন দ্বিতীয় সতর্ক সংকেতটা পেল। কয়েক-দিন পর। ঘর থেকে বের হয়ে হোপ এগেইন শহরে যাচ্ছে শেভার্ন। দরজার কাছে একটা চিরকুট দেখতে পেয়ে হাতে তুলে নিল। আগের সেই একই হস্তাক্ষরে লেখা—

'তোমার টাকা ব্যাংকে থাকলে
অচিরেই হারাবে।
সাবধান।
বন্ধু।'

কৌতূহল বোধ করল শেভার্ন। কে এই বন্ধু? সে আগে সতর্ক করে না দিলে টাকা নিয়ে আর টি র‍্যাঞ্চ থেকে ফিরে আসতে পারত না শেভার্ন। হয়ত হারাতে হত জীবনটাও। কাজেই এই সতর্কবাণীকে গুরুত্ব দিল ও।

এম র‍্যাঞ্চ থেকে সোজা ব্যাংকে গিয়ে হাজির হল শেভার্ন। ব্যাংকারের কাছে কোন কৈফিয়তই দিল না। রসিদে সই করে জমা রাখা পুরো টাকা উঠিয়ে নিল। টাকাগুলো শার্টের ভেতরের দিকে বুক-পকেটে রাখল। তারপর চলল বেন্টের বার হাউসের দিকে।

ওকে দেখে উল্লসিত বেন্ট। 'কি কাণ্ডটাই না করলে, শেভার্ন? সারা শহরের লোক শেরিফকে দেখলেই এক প্যাকেট তাস এগিয়ে দিচ্ছে। আর বলছে, বড় তাস তুলতে পারলে গুলি কর। তার চেঃ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা!'

ওসব কথায় কান না দিয়ে শেভার্ন চিরকুটে পাওয়া সতর্ক-বাণীর কথাটা জানাল। বেন্ট বলল, 'এই ব্যাংকের ম্যানেজার রুবেল কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, কেউ জানে না। তবে বার্থলোমোর সাথে ওর দহরম-মহরম। যাই হোক। আমারও ব্যাংকে কিছু টাকা রয়েছে। ওটা হারাতে চাই না।'

বেন্টের সাথে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে এল শেভার্ন। কিন্তু সরাসরি র‍্যাঞ্চে গেল না। ঘোড়া ছোটাল উপত্যকার দিকে।

হোপ এগেইনে আসার পর চারদিক ভাল করে ঘুরে দেখার সময় ও সুযোগ পায়নি সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল পাহাড়ের কাঁকর বিছান ঢালের দিকে। এদিকে মানুষজন খুব-একটা আসে না।

হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল শেভার্ন। উপত্যকার পাশ দিয়ে অস্পষ্ট একটা ট্রেইলের ছাপ। এ পথে আসা-যাওয়া খুব কম হলেও মাঝে মাঝেই তা ব্যবহার করা হয়, বুঝতে পারল সে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে ট্রেইলটা। চিহ্ন ধরে প্রায় এক মাইল ভেতরে চলে এল শেভার্ন। ছোট একটা নালার সাথে মিশেছে ট্রেইলটা। ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে পার হল নালাটা। কিন্তু ও-পাশে কোন ট্রেইল দেখতে পেল না। বুঝতে পারল, এ পথে যে-ই আসুক পানিতে নেমে ডানে বা বাঁয়ে গিয়ে আচমকা পাড়ে ওঠে।

অত্যন্ত পুরনো কৌশল। তবে আউটল' না হলে বা কাউকে ফাঁকি দেয়ার ইচ্ছে না থাকলে এমনটা করার কথা নয়। এক মুহূর্ত সাদা মুখোশধারীদের কথা মনে পড়ল শেভার্নের। ও কি তাদের আস্তানার কাছাকাছি কোথাও চলে এসেছে?

শেভার্ন দেখল সামনে মাইলখানেকের মধ্যে নুড়ি বিছান এবড়ো-খেবড়ো মাটি ছাড়া কিছু নেই। মাইলখানেক দূরে ছোট-বড় পাহাড়ের আরেকটা সারি। কিন্তু প্রাণের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। আপাতত এগোতে চায় না আর। ধীরে-সুস্থে ফিরে চলল। মাঠে কিছু কাজকর্ম সেরে চলে এল র‍্যাঞ্চে।

র‍্যাঞ্চে ফিরেই উত্তেজনার আভাস পেল শেভার্ন। কাউবয়দের মধ্য থেকে এগিয়ে এল লিয়ন নামের অল্পবয়সের একজন। 'গরম

খবর আছে, বস্।' বলল সে। 'হোপ এগেইনের ব্যাংক লুট হয়েছে। রুবেলের বুক ছেঁদা করে দিয়ে গেছে। বাঁচে কিনা সন্দেহ।' একসঙ্গে কলবর করে ওঠল কয়েকজন। সবার চোখে-মুখেই উত্তেজনা। এমন ঘটনা হোপ এগেইনে আগে কখনো ঘটেনি।

কয়েকজনের বকবকানি থেকে শেভার্ন বুঝল। সকাল দশটার দিকে, অর্থাৎ সে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই চারজন কাউবয় ব্যাংকে ঢোকে। কানিশ দেয়া বিরাট বিরাট হ্যাটে ওদের চেহারার অর্ধেক ঢাকা ছিল। ব্যাংকে তখন রুবেল ছাড়া আর কেউ নেই। ঢুকেই পিস্তল বের করে চারজন। চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেলে রুবেলকে। একজন পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়। আরেকজন লকার খুলে ফেলে। চাবি তখনো লকারের কী হোলেই ঝুলছিল। নগদ ডলারের কয়েকটা ব্যাগ নিয়ে ওরা বের হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ব্যাংকে ঢোকার চেষ্টা করে রুবেলের সহকারী ফেরান। দরজায় দাঁড়ান ডাকাতটা তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। বুকে চেপে ধরে পিস্তল। এসময় রুবেল গড়িয়ে পড়ে যায় চেয়ার থেকে। তার পাশে দাঁড়ান ডাকাতটা গুলি করে রুবেলের বুকে। আঘাতটা গুরুতর। সব নিয়ে নির্বিঘ্নেই সরে পড়ে ডাকাতরা। ব্যাংকে ঢুকে কেউ কোন কথা বলেনি। না, ডাকাতদের কাউকে চিনতে পারেনি রুবেল।

'বার্থলোমো কোথায় ছিল তখন?' জিজ্ঞেস করল শেভার্ন।

'পৌনে এক ঘণ্টা পরে', লিয়ন বলল, 'বার্থলোমো হাজির হয় ওখানে। রেগে বোম হয়ে আছে। ব্যাংকের বেশির ভাগ টাকাই নাকি ছিল ওর। সব শুনে সাথে সাথেই ডাকাতদের ধাওয়া

করার জন্য পসি গঠন করে। ওরা গেছে পাহাড়ের দিকে। অবশ্য ডাকাতরা কোন্ দিকে গেছে কেউ জানেই না। বার্থলোমো দাবি করেছে ব্যাংকে তার পাঁচ হাজার ডলারেরও বেশি জমা ছিল।

এসময় ছুটতে ছুটতে হাজির হল ল্যারী। তার পেছনে রেবেকা। ল্যারী বলল, 'বস্, ব্যাংক তো লুট হয়ে গেল। কিন্তু কাল সকালে বেতন না পেলে কাউবয়রা ক্ষেপে যাবে। ওদের সামলাবে কি করে।'

মৃদু হাসল শেভার্ন। 'আমি অনুমান করেছিলাম দু'একদিনের মধ্যে ব্যাংকে গোলমাল হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। আজ সকালেই টাকাটা তুলে ফেলেছি।'

'সত্যি তুমি লাকী, বস্', বলতে যাচ্ছিল ল্যারী। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল রেবেকা। 'অনুমান করেছিলে!' বিদ্রূপের হাসি হাসল মেয়েটা। 'কোন ভদ্রলোকের মাথায় এমন অনুমান আসা স্বাভাবিক নয়। তোমার সব কথাই সন্দেহজনক, ফোরম্যান!'

'সন্দেহ আমারও কম নয় ম্যাম।' শেভার্ন জবাব দিল। 'আমাকে কোন উপদেশ না দিলেও চলবে। আর আগামী কয়েক-দিন তুমিও একটু সাবধানে থেকো। একা বাইরে যেও না। আরো কিছু সন্দেহ আমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।' জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না শেভার্ন। চলে গেল নিজের কামরার দিকে। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে রেবেকা। কিছুই বুঝতে পারছে না।

পরদিন সকালে এম-র‍্যাঞ্চে এল বার্থলোমো। পসির দল সারা-

দিন ঘুরে ফিরে এসেছে। ডাকাতদের কোন হদিস বের করতে পারেনি। ডারবির কাছ থেকে শেভার্ন শুনেছে, পাহাড়ের উপত্যকা পেরিয়ে ওদের ঘোড়ার ছাপ নালার পানিতে মিলিয়ে গেছে। ওপারে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন ট্র্যাক পাওয়া যায়নি।

ডারবিকে র‍্যাঞ্চে দেখতে পেয়ে থামল বিক বিয়ার। 'আমার কাছে তুমি কিছু টাকা পাবে। আনতে গেলে না যে?' প্রশ্ন করল সে।

'সে টাকা হ্যাটের নিচে রেখে দিও।' ডারবি বলল। 'তোমার র‍্যাঞ্চের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এমন একজনের কাছে এসেছি যে টাকা রাখে পকেটে। পাওনা থাকলে দিয়ে দেয়।'

'সাবধানে থেকো ডারবি। আমার পকেটে শুধু টাকাই থাকে না।' হুমকি দিল বার্থলোমো। জবাবের অপেক্ষা করল না। এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে।

তাকে দেখে শুকনো হাসি হাসল রেবেকা। ঘরে বসিয়ে রেখে ভেতরে গেল। ফিরে এল একটা বোতল আর গ্লাস হাতে নিয়ে। 'ব্যাংক লুটের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ?' বার্থলোমো বলল। 'পসি নিয়ে সারাদিন ধাওয়া করেও ডাকাতদের কোন হদিস পেলাম না।'

'সাদা মুখোশধারীরা নাকি ডাকাতি করেছে?' জিজ্ঞেস করল রেবেকা।

'হতে পারে।' বার্থলোমো বলল। 'রুবেলের জ্ঞান না ফিরে আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সাদা মুখোশধারী কারা? এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ডাকাতির কিছুক্ষণ আগেই দু'তিনজনকে ব্যাংক থেকে তাদের টাকা

তুলে ফেলতে দেখা গেছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে তোমাদের কোরম্যান।'

'রুবেল কি খুবই আহত?' রেবেকার প্রশ্ন।

'অবস্থা খারাপ। ডাক্তার এসেছিল। বলেছে, বাঁচবার আশা দশ ভাগের এক ভাগ। এখনো চোখ খুলেনি রুবেল। তখন থেকে অজ্ঞান।'

আর কোন প্রশ্ন করল না রেবেকা। বার্থলোমোর কাছে খুলে বলল ফিলিপের বন্দুকের কথা। জানাল ইগনাসিওর কাহিনী। শুনে চক্‌চক্‌ করে ওঠল বার্থলোমোর চোখ দুটো। মুহূর্তেই চিন্তা করে স্থির করে নিল পরিস্থিতিকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে।

'ওর কথা তুমি বিশ্বাস করছ রেবেকা?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল বার্থলোমো। 'আমি আগেই বলেছিলাম, ফিলিপের গায়েব হয়ে যাওয়ার পেছনে শেভার্নের হাত আছে। ও-ই খুন করেছে তোমার বাবাকে। আর ইগনাসিও! সব মিথ্যা কথা! আমি খবর পেয়েছি ইগনাসিও এখন সল্ট লেক সিটিতে আছে। খুব শিগগিরই মার্শালের পদ দেয়া হবে ওকে। আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি। ও বলেছে, এই নোংরা জায়গায় আর ফিরে আসবে না। এর পরও তুমি চুপ করে থাকবে, রেবেকা?

'আমার কোন সন্দেহ নেই উইলমো আর শেভার্নই সব ঘটনা ঘটাচ্ছে। শেভার্ন টাকা তোলবার কিছুক্ষণ পরই ব্যাংক লুট হল। ওর টাকাটা বেঁচে গেল, আর লুট হল আমার টাকা।' চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল বার্থলোমো। আশা করছে রেবেকা ওকে থাকতে বলবে। কিন্তু বাধা না আসায় হতাশ হল। বসলও না।

'তুমি কিছু ভেবো না রেবেকা।' বার্থলোমো বলল। 'জাল আমি ঠিকই গুটিয়ে আনব। ধরা ওকে পড়তেই হবে।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে। রেবেকা কোন কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লোকটার গমন পথের দিকে।

গভীর রাতে ঘরের পাশে মৃদু নড়াচড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শেভার্নের। প্রথমে সন্দেহ হল, ভুল শুনেছে। ধীরে ধীরে ওঠে বসল। দেখতে পেল কুকুরটা দরজার ফাঁকে মুখ রেখে রাগে গজরাচ্ছে। না, ভুল শোনেনি তাহলে। সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে।

পা টিপে টিপে বিছানা থেকে নামল শেভার্ন। রাতে শুয়ে ছিল জানালা খোলা রেখেই। সেদিক দিয়ে মুখ বাড়াল বাইরে। নজরে পড়ল না কিছু।

দরজা না খুলে সন্তর্পণে জানালা দিয়ে লাফিয়ে নিচে নামল শেভার্ন। কোমরে হাত দিয়ে দেখল। হ্যাঁ, পিস্তলটা আছে। জানালার দশ গজের মধ্যে কিচেনে যাওয়ার পথ। পথ ধরে আরো বিশ গজ এগোলে কিচেন। কিচেনের দরজাটা হাঁ করে খোলা। অথচ রাতে ওটা বন্ধ থাকার কথা।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল সে। ওপাশের অন্য এক দরজা দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢোকা যায়। রেবেকা একটু-আধটু রান্না করতে ভালবাসে। সেজন্যই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। পেছনের দরজা দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল শেভার্ন। কোন শব্দ নেই। নিঝুম পরিবেশ।

প্রথমদিকে এই অনধিকার প্রবেশের জন্য কিছুটা লজ্জিত হলেও

একমুহূর্তে তার জড়তা কেটে গেল। মৃদু গোঙানির আওয়াজ শুনতেই ঝট্ করে ডানপাশে তাকাল। মাটিতে উপুর হয়ে পড়ে আছে লোরা—রেবেকার নিজস্ব চাকরানী। দু'হাত পিঠের ওপর দড়ি দিয়ে বাঁধা।

বাঁধন খুলে ওকে চিৎ করে শোয়াল শেভার্ন। মুখে বাঁধা পট্টিটা খুলে ফেলল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোরা। মুখে কথা নেই। গোঁ গোঁ করে হাত দিয়ে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল।

দ্রুত ওপরে ওঠে গেল শেভার্ন। পায়ের কাছে কিছু লাগতেই লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল। পড়ে আছে আরেকজন চাকরানী—দীনা। ওর হাত-মুখও শক্ত করে বাঁধা। মুহূর্তে সবকিছু বুঝে নিল শেভার্ন। ডানদিকের ঘরটাতে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল।

হতভম্ব হয়ে গেল শেভার্ন। এইমাত্র ঘুম থেকে ওঠে রেবেকা বসে আছে। বালিশে ঠেস দেয়া শরীর। দু'চোখে আতংক। পাতলা নাইটির ওপর দিয়ে স্তন দুটো ফুটে উঠেছে। আলুথালু। উষ্কখুষ্ক চুল। শেভার্নকে দেখতে পায়নি মেয়েটা।

'চুপ থাক। তোমাকে কিছু করব না।' ওর ঠিক তিন হাত দূরে ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। পেছন ফেরা বলে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না।

'রিবন, তুমি?' আর্তস্বরে প্রশ্ন করল রেবেকা। 'তোমার এত বড় সাহস। আমি বার্থলোমোকে ...'

'চুপ', কড়া দমক খেয়ে থেমে গেল রেবেকা।

রিবন নিশ্চয় বি বি র‍্যাঙ্কে কাজ করে। বার্থলোমোর পোষা

গুণ্ডাদের কেউ হবে। চেনে না শেভার্ন। নামও শোনেনি আগে।

'টাকাগুলো কোথায় রেখেছ বের করে দাও।' রিবন বলল। 'ওগুলো পেলেই চলে যাব।'

'আমার কাছে কোন টাকা নেই। সব টাকা ফোরম্যানের কাছে থাকে। তোমার কর্তাও তা জানেন।' ব্যঙ্গমাখা কণ্ঠে বলল রেবেকা।

'এর মধ্যে আমার কর্তা নেই।' রিবন বলল। 'এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। টাকাটা পেলেই মেক্সিকো চলে যাব। কেউ টিকিটারও নাগাল পাবে না।'

'তোকে দড়িতে ঝুলতে হবে শয়তান।' বেপরোয়া হয়ে ওঠে দাঁড়াল রেবেকা। হাত বাড়িয়ে প্রবল বেগে খামচে ধরল রিবনের মুখ।

অস্ফুট শব্দ করে বসে পড়ল রিবন। নখের আঁচড়ে গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে তার। এবার মরিয়া হয়ে উঠল সে। 'ভেবেছিলাম টাকা নিয়েই চলে যাব। এবার শুধু টাকা নয়। আরো কিছু দিতে হবে সুন্দরী। সুদ হিসেবে।' এগিয়ে গেল সে রেবেকার দিকে। আর্তনাদ করে উঠল অসহায় মেয়েটা।

শেভার্ন বুঝল মুহূর্তটা বিপজ্জনক। এখন কোন কথা বললে রিবন বেপরোয়া হয়ে রেবেকার বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ওর রাগ ততক্ষণে চরমে উঠেছে। থামাতে পারল না নিজেকে। পা দিয়ে আস্তে করে একটা চেয়ারে ঠেলা দিল। মৃদু শব্দ হতেই চমকে পেছনে ফিরে তাকাল রিবন। শেভার্নকে দেখে ওর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। ছুঁড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে ছোরাটা ওপরে

তুলল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল শেভার্নের ডান হাতে। প্রচণ্ড শব্দ হল গুলির। কিছু বুঝতেই পারল না রিবন। বুকের বাঁ পাশে তৈরি হওয়া বিরাট ক্ষতের দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে। হাতটা অসাড় হয়ে ঝুলে পড়ল। ছোরাটা পড়ে গেল মেঝেতে। তখনো বুঝতে পারেনি, মরতে চলেছে। আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল লোকটা। রেবেকাও ততক্ষণে অজ্ঞান। ভয় আর প্রচণ্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

হাত দিয়ে তাকে উঠাল শেভার্ন। পাঁজাকোলা করে শুইয়ে দিল বিছানার ওপর। ঢেকে দিল গায়ের অবিন্যস্ত বসন। টেবিলে রাখা জগ থেকে পানি নিয়ে ছিটিয়ে দিল রেবেকার চোখে-মুখে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল মেয়েটা। 'কাপড় পরে নাও', নির্দেশটা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল শেভার্ন।

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল আবার। হাত দিয়ে উল্টে দিল রিবনের মৃতদেহ। 'তোমার পরিচিতই মনে হচ্ছে?' প্রশ্ন করল।

'বি বি র‍্যাঞ্চের কাউবয়।' মুখ বেঁকিয়ে বলল রেবেকা। 'কিন্তু র‍্যাঞ্চের মালিক ওকে পাঠায়নি। আমার কাছে না এসে তোমার কাছেই যাওয়া উচিত ছিল ওর।'

কথা বলল না শেভার্ন। সহজ ভঙ্গিতে রিবনের দেহটা দু'হাতে উঠিয়ে নিল কাঁধে।

'কিন্তু তুমি ঢুকলে কিভাবে?' রেবেকার দৃষ্টিতে সন্দেহ।

'কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাল সকালে আমার কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করো।' শেভার্ন বলল। 'মাঝে মাঝে কুকুরটাও খুব

প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ঘৃণা করলেও ওদের কাজ ওরা ঠিকই করে যায়।'

শেভার্নের ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হল না রেবেকার। আহত হল কিছুটা। 'দাঁড়াও', আদেশের সুরে বলল সে। শেভার্ন থামল।

'বলেছিলে, ইগনাসিওকে মেরে ফেলেছ। তার কাছ থেকেই বাবার বন্দুকটা পেয়েছ। কিন্তু আমি খবর পেয়েছি ইগনাসিও সল্ট লেক সিটিতে আছে। তুমি মিথ্যা কথা বলেছ আমার কাছে।'

'মিথ্যা কথা আমি বলি না।' মুহূর্তে জ্বলে উঠল শেভার্নের চোখ দুটো। 'খবরটা যার কাছ থেকে পেয়েছ, তাকে বলো, শিগগিরই ওর ইগনাসিওর সাথে দেখা হতে পারে। তা সে যেখানেই হোক। জায়গাটা সল্ট লেক হলে সৌভাগ্যই বলতে হবে।'

'কিন্তু কথাটা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।' জেদী স্বরে বলল রেবেকা।

'পারব না।' স্বীকার করল শেভার্ন। 'পারার ইচ্ছাও নেই। ইগনাসিওকে নিয়ে তোমার বা আর কারো মাথাব্যথা থাকতে পারে, আমার নেই।'

রেবেকার মুখে কোন কথা জোগাল না। তবে আজ রাতের জন্য শেভার্নের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানর তাগিদও সে অনুভব করছে।

'একটু দাঁড়াও।' রেবেকা বলল। 'ধন্যবাদ। তোমাকে এবং তোমার কুকুরকে।' জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেল শেভার্ন।

আট

কাউবয়দের সাথে রেবেকার ঘনিষ্ঠতা তেমন নেই বললেই চলে। কর্মচারীদেরকে দূরে সরিয়ে রাখাই পছন্দ ওর। কিন্তু মুশকিল বাঁধিয়েছে ল্যারী ছেলেটা। কেন জানি ওকে খুব ভাল লাগে রেবেকার। শেভার্নের কথামত ল্যারীকে সাথে নিয়ে ঘুরে মেয়েটা। সেই থেকে আকর্ষণ। তবে বার্থলোমোর চিন্তায় ঘনিষ্ঠতাটা এক পর্যায়ে গিয়ে হোঁচট খায়।

চার-পাঁচ দিন বেড়াতে যাবার সময় ল্যারীকে সাথে নিয়েছে রেবেকা। বিপদ হয়নি কোন। অবশ্য বার্থলোমোও এ ক'দিন আসেনি বলে ল্যারীকে সাথে নিতে ওর আপত্তি ছিল না। পাঁচ দিনের দিন রেবেকা ল্যারীকে জানিয়ে দিল, তার আর সাথে আসার দরকার নেই। সে ঘুরতে পারবে একা একাই। কোন ঝামেলার আশংকা করছে না।

রেবেকার কথায় আঘাত পেল ল্যারী। মেয়েটার সঙ্গ তার ভালই লাগছিল। ও জানে, এভাবে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে

র‍্যাঞ্চের কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। তাই রেবেকার সিদ্ধান্তে মন কিছুটা খারাপ হলেও শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকে। পুরোদমে লেগে যায় কাজে।

কিন্তু একদিন পরই রেবেকার কেন জানি মনে হল ল্যারীকে ছাড়া তার চলবে না। সকালেই বাঙ্ক হাউসে গিয়ে ল্যারীকে ডাকল।

'বিকেলে আমাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে', মৃদু কণ্ঠে বলল রেবেকা, 'ফোরম্যান বোধ হয় একা একা ঘোরাফেরা পছন্দ করছে না।'

'একা একা যাও কেন', অনুযোগ করল ল্যারী, 'এই র‍্যাঞ্চের না হলেও পাশের র‍্যাঞ্চের কাউকে তো সাথে নিতে পার।'

'খামোকা ভ্যাজর ভ্যাজর করো না', ধমক দিল রেবেকা, 'কারো পরামর্শ চাইনি। তোমাকে বলেছি, ইচ্ছে না হলে যেও না।'

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', মাথা নিচু করে বলল ল্যারী, 'চাকরিটা হারাতে চাই না।'

সেদিন র‍্যাঞ্চে ফেরার পথেই ঘটল বিপত্তি।

এম র‍্যাঞ্চের সীমানা তখনো প্রায় মাইল ছয়েক দূরে। সামনে পাহাড়ী রাস্তা এমনভাবে বাঁক নিয়েছে যে হঠাৎ বিপদে পড়লে লোকালয় থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা কম। ঠিক এই সময়ে রেবেকা আর ল্যারী দেখল প্রায় এক হাজার গজ দূরে পথ রোধ করে এগিয়ে আসছে ছ'জন অশ্বারোহী। প্রত্যেকের মুখ সাদা মুখোশে ঢাকা। চেনার কোন উপায় নেই। দু'জনের হাতে বন্দুক। প্রায় প্রত্যেকেরই হোলস্টারে গোঁজা রয়েছে পিস্তল বা রিভলবার। বিপদের গন্ধ পেল ল্যারী। পথের ওপরেই ঘোড়া থামাল ওরা।

অজানা আশংকায় শংকিত হল রেবেকা। 'ওরা সামনে আসার সাথে সাথে আমি এগিয়ে যাব।' ল্যারী বলল। 'মনে হয়, ঝামেলা বাঁধাতে চাইবে। কথা বলব আমি। তুমি হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে সীমানার বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো। ওদের ব্যস্ত রাখব। যদি দেখি ওরা কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে আমি এসে তোমাকে ধরে ফেলতে পারব।'

'তা হয় না', মৃদু আপত্তি জানাল রেবেকা। ল্যারীকে বিপদের মুখে ফেলে স্বার্থপরের মত পালিয়ে যেতে ওর মন সায় দিচ্ছে না। 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।' ভীত কণ্ঠে বলল ও। 'আমার জন্যই তুমি বিপদে পড়তে যাচ্ছ। আমি যাব না।'

'প্লিজ, দেরি করো না রেবেকা। কথা শোন। ওরা তোমাকেই চাইবে। আমাকে নয়।' ল্যারী বলল। 'কাজেই পালাতে হবে তোমাকে। যেভাবেই হোক ফিরে আসতে চেষ্টা করব। না পারলে শেভার্নকে বলো, যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করেছি।'

দ্বিধান্বিত রেবেকা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য হাতে বেশি সময়ও নেই। অশ্বারোহীরা কাছে আসতেই ল্যারী ডান হাতে পিস্তল তুলে পর পর তিনবার ফাঁকা গুলি করল। হকচকিয়ে গেল ঘোড়াগুলো। সামনে এগোতে চাইল না। দু'জনের ঘোড়া পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উল্টে ফেলে দিতে চাইল আরোহীকে। তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের মধ্যে ঢুকে গেল ল্যারী। এই সুযোগে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল রেবেকা।

অবাক হল ল্যারী। মুখোশপরীরা রেবেকাকে অনুসরণ করার কোন চেষ্টাই করল না। ওরা চাইছিল ল্যারীকেই। কিন্তু, কেউই

ওরা আক্রমণাত্মক ভাব দেখাল না। বরং শান্তভাবে ঘিরে ফেলল ওকে। সবাই যার যার বন্দুক হাতে তুলে নিল। ছ'জনকে এক সাথে বাধা দিতে যাওয়াটা বোকামি, মৃত্যু ডেকে আনা। চুপ করে রইল ল্যারী।

আয়েশ করে পকেট থেকে তামাক বের করে একটা সিগারেট রোল করতে লাগল। ওরা সতর্ক দৃষ্টিতে ল্যারীকে লক্ষ করছে।

'বেল্ট আর পিস্তল খুলে মাটিতে ফেলে দাও', নেতা গোছের একজন কর্কশ কণ্ঠে বলল। নির্দেশটা নীরবে পালন করল ল্যারী। তারপর ঘোড়া থেকে ল্যারীকে নামাল ওরা। ওদের মধ্যে একজন ঘোড়ার পেট লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। বিকট চিৎকার দিয়ে ধরাশায়ী হল তার প্রিয় ঘোড়াটা। ওরা কাজ সারছে দক্ষতার সাথে। কোন তাড়াহুড়া নেই। যেন সবকিছু আগে থেকেই ছক কাটা আছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল ল্যারী।

একজন এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মৃত ঘোড়ার লাগামে গুঁজে দিল। কি যেন লেখা ওটাতে।

'তোমরা যদি কাগজটাকে এপিটাফ হিসেবে ব্যবহার কর তাহলে ঘোড়ার নামটাও তোমাদের জানা দরকার।' ঠোঁট বাঁকা করে ল্যারী বলল। 'ওটার নাম বার্থলোমো। সবাই বিগ বিয়ার বলে ডাকে।'

'ধানাই-পানাই করো না ছোকরা।' একজন তাড়া দিল ল্যারীকে। 'আমার ঘোড়ার পেছনে ওঠে বস। বেশিদূর যেতে হবে না। নিজের এপিটাফের কথা চিন্তা কর।'

এবারও বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল ল্যারী। ঘোড়ার

পেছনে বসে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

র‍্যাঞ্চে রেবেকা একা ফিরে আসতেই সবাই ঘিরে ধরল। সবচেয়ে আগে সামনে এগিয়ে এল শেভার্ন। রেবেকার কাছে সব শুনে একজন কাউবয়কে ডেকে ঘোড়া ও বন্দুক নিয়ে আসতে বলল। ডারবিকেও তৈরি হয়ে সাথে আসার নির্দেশ দিল।

'আমিও যাব।' জেদ ধরল রেবেকা। শেভার্নের বাধাকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'আমার জন্যই ল্যারীকে নিয়ে গেছে। তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।' শেষ পর্যন্ত রাজি হল শেভার্ন।

তিনজনে একসাথে এগিয়ে গেল রেবেকার নির্দেশিত পথে। কিছুদূর গিয়েই রাস্তার ওপর ল্যারীর মৃত ঘোড়াটাকে আবিষ্কার করল শেভার্ন। কিন্তু আশেপাশে ঘোড়ার রক্ত ছাড়া চিহ্ন দেখতে পেল না। বিস্মিত হল। ঘোড়ার সামনে গিয়ে লাগাম থেকে তুলে নিল কাগজটা। জোরে জোরে পড়ল শেভার্ন—

'শেভার্ন, তোমার লোককে নিয়ে গেলাম।
ওকে ফিরে পেতে চাইলে আগামীকাল
দুপুরে দুই হাজার ডলার নিয়ে স্কাল
ক্যানিয়নে দেখা করবে। কোন চাল চাললে
ল্যারীর লাশ পাবে।

—মুখোশ।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রেবেকা। কিন্তু শেভার্নের নজর সেদিকে নেই। সে এখনো চিঠিটা পরীক্ষা করছে। একটা নোট বুকের পাতা

ছেঁড়া কাগজ। হঠাৎ করে টান মেরে ছেঁড়া হয়েছে। চিঠিটা শার্টের পকেটে রেখে দিল শেভার্ন।

'কি করতে যাচ্ছ?' প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রেবেকা, 'ওকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। যেভাবেই হোক। দু'হাজার ডলারের চেয়ে ওর দাম অনেক বেশি।'

'তাই নাকি?' উদাসভাবে বলল শেভার্ন, 'একজন কাউবয়ের দাম দু'হাজার ডলার হবে কেন? এই টাকায় ল্যারীর মত চারটা কাউবয় এক বছরের জন্য কেনা যায়।

'আপাতত কিছুই করার নেই', নির্বিকারভাবে বলে চলল ফোরম্যান, 'এখন ট্র্যাক ধরে কিছু ধাওয়া করার কোন অর্থই নেই। হয়ত অ্যাম্বুশ পেতে রাখা হয়েছে। ঝামেলা আরো বাড়বে ওতে। ভেবেচিন্তে দেখি কি করা যায়।

'টাকা দিলেও ল্যারীকে ফিরে পাওয়া যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই শুধু শুধু টাকা হাতছাড়া করার ঝুঁকি আমি নেব না। এছাড়া অন্য কাজেও টাকা দরকার।'

'নির্বোধের মত কথা বলো না', খেঁকিয়ে উঠল রেবেকা। 'নিশ্চয়ই ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি। তোমরা না গেলে আমি একাই যাব ট্র্যাক ধরে।'

এবার রেবেকাকে থামাল ডারবি। 'ফোরম্যান ঠিক কথাই বলেছে, ম্যাম।' সে বলল। 'এখন পিছু পিছু গিয়ে লাভ হবে না কোন। ভেবেচিন্তেই করতে হবে যা কিছু করার।'

'ল্যারীর জন্য তোমার অতিরিক্ত দরদ থাকতে পারে', কৌতুক ঝরে পড়ল শেভার্নের কণ্ঠে। 'কিন্তু আমার কাছে সে একজন কাউ-

হ্যাও মাত্র। দু'এক দিন অপেক্ষা করে দেখ না, তোমার টানে নিজে নিজেই চলে আসতে পারে।'

'কারো জন্য আমার অতিরিক্ত দরদ নেই।' ঝাঁঝাল কণ্ঠে রেবেকা বলল। 'আমার সাথে গিয়েই এ দশা হয়েছে ওর। সে জন্যই বলছি। চাই না, আমার জন্য কেউ অসুবিধায় পড়ুক। সে কাউবয় হোক্ আর যা-ই হোক্।

'কাল সকালেই তুমি স্কাল ক্যানিয়নে যাবে।' শেভার্নের দিকে তাকিয়ে রেবেকা বলল। 'যেভাবে পার টাকা জোগাড় কর। না পারলে আমাকে জানাও। আমি ব্যবস্থা করব।'

'তুমি যেখান থেকে টাকা যোগাড়ের চিন্তা করছ', শান্তভাবেই বলল শেভার্ন। একটা সিগারেট রোল করছে সে। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সেখানে টাকা পাবে না। ওরা তোমার জন্য টাকা দিতে পারে, ল্যারীর জন্য দেবে না।

'ল্যারীর জন্য তোমার যতই আগ্রহ থাকুক, তোমার বন্ধুদেরও তেমন আগ্রহ থাকবে এমন মনে করার কোন কারণ দেখি না।'

রেবেকা বুঝল, ঠিক কথাই বলেছে ফোরম্যান। তার কাছে টাকা নেই। এখন টাকা চাইতে হবে বার্থলোমোর কাছেই। কিন্তু বার্থলোমো ওকে টাকা দেবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ল্যারীর কথা শুনলে বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবে। ল্যারীর সাথে ওর বেড়ানর কথা বার্থলোমোর কানে গেছে। রেবেকার প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে বার্থলোমোর; কিন্তু খবরটায় খুব-একটা খুশি হয়নি সে।

'কাল আমি স্কাল ক্যানিয়নে ঠিকই যাচ্ছি', শান্তভাবে বলল

শেভার্ন, 'কিন্তু টাকা নিয়ে যাচ্ছি না। একটু হাওয়া খেতে যাব। দেখব নিজে নিজেই ফিরে আসে কিনা ল্যারী।'

'টাকা ছাড়া ল্যারীকে ফিরিয়ে দেবে কেন ওরা?' রাগে কাঁপছে রেবেকা। বলল, 'নিজে নিজে ফিরে আসতে পারবে তুমি? খালি হাতে গিয়ে করবে-টা কি?'

'জানি না', ফোরম্যান বলল, 'তবে যাব।' আসলেই জানে না ও।

এবার বাঁকা হাসি হাসল রেবেকা। 'তাই যাও। হয়ত সেখানে গিয়ে তোমার বন্ধুকেও পেয়ে যাবে। তোমার ব্যাপারে কানে যা আসছে তাতে মনে হচ্ছে ওরা স্বাগতমই জানাবে তোমাকে।'

চটল না শেভার্ন। 'দেখ ম্যাম', শান্তভাবেই বলল সে। 'মুখের চেয়ে মাথার দাম কিন্তু বেশি। প্রথমটা সবারই আছে। এবং মাথা সবার থাকলেও সত্যিকারের বস্তুটা কিন্তু সবারই নেই। পরীক্ষা করে দেখ, বস্তুটা তোমার আছে কিনা। আমার মনে হয়, আছে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল শেভার্ন। ওকে অনুসরণ করল ডারবি। মাথা নিচু করে পেছনে পেছনে এল রেবেকা।

পরদিন দুপুর।

কড়া রোদ জালের মত বিছিয়ে আছে সারা প্রান্তরে। মাঝে মাঝে দু'একটা কটনউড গাছ ছাড়া ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই।

দূরে চিকচিক করছে বালিয়াড়ি। মনে হচ্ছে অথৈ সাগর। কিন্তু সামনে গেলেই মিলিয়ে যাবে। মরীচিকার এই ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই মরেছে। অভ্যস্ত চোখ ছাড়া পদে পদে বিপদ। ভীষণ রুক্ষ আর নিষ্ঠুর এই পশ্চিম।

মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে উঠছে ছোট ছোট ঘূর্ণি। বালির চেয়ে নুড়ি পাথর বেশি বলে ঘূর্ণিগুলো তেমন স্থায়ী হচ্ছে না। পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যায় শূন্যে। আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই। বিশেষ কাজ না থাকলে এমন সময়ে বের হয় না লোকজন।

স্কাল ক্যানিয়নের দিকে একা একা এগিয়ে যাচ্ছে ফোরম্যান শেভার্ন। লাল রঙের সুন্দর মাসট্যাঙ ঘোড়াটা দৌড়াচ্ছে গর্বিত ভঙ্গিতে। ঘোড়াটা ওর খুবই প্রিয়।

চিন্তিত শেভার্ন। নিজেই জানে না কোথায় যাচ্ছে। কি জন্য যাচ্ছে তাও না। শুধু জানে, ল্যারীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ঘটনাচক্রই হয়ত তৈরী করে দেবে সুযোগ। নির্ভর করছে সুযোগটা কতটুকু কাজে লাগাতে পারবে তার ওপর।

ডারবি আসতে চেয়েছে সাথে। রাজি হয়নি ও। এসব কাজে একা যাওয়াই ভাল। ডারবির ওপর আস্থা আছে ওর। কিন্তু ঝামেলা বাড়াতে চায়নি।

স্কাল ক্যানিয়নে পৌঁছতে পৌঁছতে লেগে গেল এক ঘন্টারও বেশি। তাড়াহুড়া করে ঘোড়া ছোটায়নি ও। ক্যানিয়নের সামনে গিয়ে নামল স্যাডেল থেকে। চারদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। কেউ নেই। হয়ত কোন বড় পাথর বা গাছের আড়ালে ওঁৎ পেতে আছে মৃত্যু। 'ব্লাক দেয়নি তো আবার? আপনমনেই বলল সে।

ক্যানিয়নে পানি খুব বেশি নেই। তবে পরিষ্কার। হাত-মুখ ধোল সে পানিতে। তৃষ্ণা মেটাল ঘোড়াটার। তারপর জায়গা খুঁজতে লাগল বিশ্রাম নেয়ার জন্য।

ক্যানিয়নের উত্তর দিকে মাইলখানেক দূরে খাড়া পাহাড়ের সারি। এঁকেবেঁকে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে একটা সংকীর্ণ নালা। মিশেছে এসে ক্যানিয়নের সাথে। দক্ষিণ দিকে পাইন গাছের বন। ওখানে যেতে হলে একটা খাদ পেরোতে হবে।

ভাগ্য ভাল। অপেক্ষা করতে হল না বেশিক্ষণ। 'রাইফেল আর বেল্ট খুলে ফেল শেভার্ন।' অদৃশ্য জায়গা থেকে নির্দেশ এল। চারদিকে তাকিয়ে খুঁজে পেল না কাউকে। তবে বুঝতে পারল, খুব কাছেই আছে ওরা। 'আমরা চারজন তোমাকে কভার করে আছি', আবার নির্দেশ এল। 'গোলমাল করতে গেলে মারা পড়বে।'

বিনা দ্বিধায় রাইফেল আর হোলস্টারসহ পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। ভাবান্তর নেই।

সামনে বিশ গজ দূরে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন সাদা মুখোশধারী। হাতে উদ্যত রাইফেল। পেছন দিকেও দু'জনের পায়ের শব্দ পেল শেভার্ন। মিথ্যা বলেনি। আসলেই চারজন ওরা।

'একজনের জন্য চারজন।' বিদ্রুপমাখানো হাসি হাসল শেভার্ন, 'সাহস বটে! রাইফেল হাতে না নিয়ে চুড়ি পরা উচিত ছিল তোমাদের।'

'বক্ বক্ করো না', ধমকে উঠল একজন, 'আজ আর কোন শালা বাঁচাতে আসবে না তোমাকে।'

'ঘোড়ায় ওঠ', নির্দেশ দিল সে, 'আমার ট্র্যাক ধরে এগিয়ে আস। ভুলে যেও না, তোমার পেছনে রাইফেল হাতে আরো তিনজন আসছে। যন্ত্রটার ব্যবহার জানে ওরা। মুশকিল হল ধৈর্য একটু কম। একটু বেতাল হলেই ট্রিগার টেপা শুরু হয়ে যায়। সবসময়ই হাত নিশপিশ করে তো, তাই।'

স্যাডেলের পাদানিতে পা রাখতে রাখতে শেভার্ন বলল, 'সামনাসামনি সাহস না থাকলে পেছন থেকে ছ্যাঁদা করে অনেকেই। আগেও দেখেছি অনেক।'

'তবে আমি কোন বোকামি করতে আসিনি এখানে। তোমাদের পালিশ করতেই এসেছি। তা যেতে হবে কোথায়? মরুভূমি পেরিয়ে, না পাহাড় ডিঙিয়ে?' রসিকতা করল সে। কিন্তু জবাব দিল না সামনের মুখোশধারী। পিছু পিছু আসার ইঙ্গিত করল শুধু।

ক্যানিয়নের পাশ ঘেঁষে সামান্য এগিয়েই হঠাৎ বাঁক নিয়েই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল সামনের মুখোশধারী। এ ধরনের এলাকায় আগে কখনো আসেনি শেভার্ন। পাহাড় ভেঙে কিভাবে যাবে তাও বুঝতে পারল না সে। কিন্তু দেখা গেল পাহাড় কোন বাধা হয়েই দাঁড়াচ্ছে না। খানিকটা চড়াই ভেঙেই আবার ডান দিকে মোড় নিল ওরা। এসে পড়ল পাহাড়ের অনেক ওপরে একটা সমতল ভূমিতে।

ডান পাশে তাকিয়ে শেভার্ন দেখল, চড়াই না ভেঙে ঘুরপথেই

এখানে আসা যেত। তবে ঘোড়া নিয়ে নয়। অসংখ্য ছোটবড় পাথর জমা হয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে তৈরি করেছে একটা প্রাকৃতিক দেয়াল। যে-কেউ লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে পারে এখানে। শেভার্ন বুঝল, ঘোড়া নিয়ে এখানে আসার পথ খুঁজে বের করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে ওদের। নুড়ি বিছান পথে ট্র্যাক পড়ে না সহজে। কাজেই এই সমতল ভূমিতে কারো যাতায়াত আছে এমনটা ভাবেনি কেউ।

জায়গাটার একপাশে পাইন বন। পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত বনের সীমানা। বড় বড় পাইন গাছগুলো দেখলে মনে হয়, পড়ে যেতে যেতে কাৎ হয়ে আছে। বাতাস এখানে নিচের তুলনায় অনেকটা সজীব আর ঠাণ্ডা। মাটিতে ঘোড়ার খুরের অসংখ্য দাগ। নতুন এবং পুরান—দু'রকমেরই। লোকজন ঘনঘনই আসা-যাওয়া করে এখান দিয়ে—বুঝল শেভার্ন।

নরম মাটিতে ঘোড়ার পা মাঝে মাঝে ডেবে যেতে লাগল। ফলে পথচলায় কোন শব্দ হচ্ছে না। কিছুদূর এগোতেই পাইন গাছগুলো ঘন হয়ে এল। ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়ে পথ চলতে গিয়ে রীতিমত বিড়ম্বনার সৃষ্টি হল শেভার্নের। পাইন বন পেরিয়েই একটা বিশাল সমতল ভূমিতে এসে পড়ল ওরা। চারদিকে বেশ কতগুলো গরু ও ঘোড়া চরছে নির্বিঘ্নে। শেভার্নদের আগমনে খুব-একটা চঞ্চল হল না প্রাণীগুলো। মুখ তুলে একবার মাত্র তাকাল। তারপর আবার ঘাস খাওয়ায় মন। শেভার্ন বুঝল, লোক চলাচলে পশুগুলো অভ্যস্ত।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে অবাক হল শেভার্ন। মনে হল, চার-

পাশে পাইন গাছের নিরেট দেয়াল। এমনকি কোন্ পথ দিয়ে এখানে ঢুকেছে তাও ঠাওর করতে পারছে না।

সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে মুখোশধারী। শেভার্নও অনুসরণ করল তাকে। একটু সামনে গিয়েই বড় একটা পাথরের সামনে দাঁড়াল ওরা। পাথরটার গা ঘেঁষে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে জমি। অনেকটা সিঁড়ির মত। প্রকৃতির নিপুণ হাতে গড়া। সে পথে এগিয়ে গেল ওরা।

'ঘোড়া থেকে নেমে পড়।' মুখোশধারীর নির্দেশ। 'কিছুদূর হাঁটতে হবে আমাদের।' ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চলল শেভার্ন। এমনিতে আনমনা দেখালেও আসলে ও চারদিকের সবকিছু গেঁথে নিচ্ছে মনে।

সংকীর্ণ পাথুরে পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। কিছুদূর গিয়ে থামতে হল। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা বোল্ডার। অবস্থান দেখে শেভার্নের মনে হল এটা ইণ্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত কোন দুর্গ। আদিম গুহার মত জায়গা।

'না ডাকা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।' মুখোশধারী বলল। 'কিছু খাবে নাকি?'

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পকেটে হাত ঢুকাল শেভার্ন। বের করল পাঁচ ডলারের একটা নোট। 'অনেকক্ষণ হয় র‍্যাঞ্চ থেকে বের হয়েছি। দেখ না, এক বোতল হুইস্কি যোগাড় করা যায় কিনা।' টাকাটা ছুঁড়ে দিল শেভার্ন। 'তোমাদের আতিথেয়তা খুব-একটা পছন্দ হচ্ছে না।' মুখটা নির্লিপ্ত।

'তোমার সাহস দেখে অবাক লাগছে', বাঁকা হাসি হাসল

মুখোশধারী। 'এতক্ষণে তো ভয়ে কাপড় ভিজিয়ে ফেলার কথা। দেখি কি করা যায়।' টাকাটা পকেটে রাখল সে।

'স্টক নেই। সুতরাং কাপড় ভেজানর প্রশ্নই ওঠে না।' জবাব দিল শেভার্ন। 'তোমরাও সেরে রাখ, কাজে দেবে।' এবার আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল শেভার্ন, 'ফিলিপ কি প্যান্ট খারাপ করে দিয়েছিল নাকি?'

'কোন ফিলিপ?' জিজ্ঞেস করল মুখোশধারী। 'তোমার সাগরেদ ছাড়া আর কাউকে আনা হয়নি এদিকে। তার নাম তো শুনেছি ল্যারী। ফিলিপ হল কবে থেকে?' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই পাথরের আড়ালে চলে গেল লোকটা।

অবাক হল শেভার্ন। কয়েকটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না। ফিলিপকে চেনে না এরা। অর্থাৎ এই এলাকার লোকজন সম্পর্কে খুব-একটা জানাশোনা নেই এদের। বাইরে থেকে আশ্রয় নেয়া আউট ল' হতে পারে। এরা জানত শেভার্ন আসবে। কিন্তু ল্যারীর মুক্তিপণের টাকার কথা বলেনি একবারও। শেভার্নকে একা রেখেই চলে গেল। অর্থাৎ তারা নিশ্চিত এখান থেকে পালাতে পারবে না সে। এমনকি হাত-পা বাঁধার প্রয়োজনীয়তাও দেখেনি।

দশ মিনিট পরই ফিরে এল মুখোশধারী। হাতে একটা বড় আকারের রুটি। সামান্য শুকনো মাংস দিয়ে মোড়া। এক বোতল স্পিরিট। পানির মত বলে মনে হল তার কাছে। রুটি আর স্পিরিট শেভার্নের দিকে এগিয়ে দিল সে।

'খাবার চেষ্টা করতে পার। গরমের মধ্যে শুকনো মাংস চিবোতে ভালই লাগবে।' বলল সে। 'আর স্পিরিট নির্ভেজাল না হলেও

ডিনামাইট। ওলং গাছের রস মেশান আছে। সাবধানে খেও।' হেসে উঠল সে।

পশ্চিমের মরুভূমিতে জন্মে ওলং নামের এক রকমের কাঁটা গাছের ঝোপ। আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না। তবে কোন কোন ইণ্ডিয়ান উপজাতি মদ বানাবার জন্য এই গাছ চাষ করে। স্পিরিটের সাথে মেশালে খুব কড়া ধাঁচের মদ তৈরি হয়। একথা জানে শেভার্ন। কিন্তু ওলং মেশান মদ খেয়ে দেখেনি কোনদিন।

ধীরে-সুস্থে রুটি আর মাংস খেল শেভার্ন। তারপর বোতলে ঠোঁট ছোঁয়াল। তেমন কোন গন্ধ নেই স্পিরিটের ছাড়া। এক ঢোক গিলতেই জ্বলে উঠল বুক। মনে হল জ্বলন্ত একটা কয়লা নেমে যাচ্ছে বুক বেয়ে। মৃদু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। চারদিকে সাবধানে তাকিয়ে বাঁ দিকের বালিতে গলগল করে ঢেলে দিল বোতলটা। সামান্য নিয়ে ঘষল হাতে আর মুখে। বাকিটুকু ঢেলে ভিজিয়ে দিল বাঁ দিকের পকেট।

একটা সিগারেট রোল করল শেভার্ন। মুখে ঝোলাল। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে আগুন ধরাল তাতে। তারপর কি ঘটবে এ নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল সে।

প্রায় আধঘন্টা বসে থেকে একসময় সত্যি সত্যি ঝিমুনি এসে গেল ওর। অপেক্ষা সবসময়ই বিরক্তিকর শেভার্নের কাছে। যা ঘটার তাড়াতাড়ি ঘটে যাক, সবসময়ই এটাই চায়।

ফিরে এল আগের সেই মুখোশধারী। বোতলের অবস্থা দেখে দু'চোখ কপালে উঠল তার। 'বোকা পাঁঠা, সবটাই গিলেছে। হেঁটে পারবে তো?'

শেভার্ন বুঝল, কৌশলটা কাজে লেগেছে। একবার উদাস দৃষ্টিতে তাকাল সে মুখোশধারীর দিকে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে ওঠে দাঁড়াল। বিকট হাঁ করে হাই তুলল একবার। রীতিমত টলছে তার পা। মনে হচ্ছে, পড়ে যাবে যে-কোন মুহূর্তে।

'কে তুমি? কি চাও?' জড়ান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে। 'যাব না আমি। একটু ঘুমাতে দাও তো, যাও এখন।' আবার বসে পড়ল সে।

অবস্থা দেখে হেসে উঠল মুখোশধারী। হাত ধরে টেনে উঠাল ওকে। রসিকতা করে একবার ঠেলে দিল সামনের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে সামলে নিল শেভার্ন। তারপর চলল এলোমেলো পায়ে। হাজির হল প্রশস্ত একটা চত্বরে। সেখানে বসা সাতজন মুখোশধারী। চেনার উপায় নেই কাউকেই। চোখ গরম করে তাদের দিকে তাকাল শেভার্ন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল নেতা গোছের একজন। 'হাত বাঁধিসনি কেন?' চেঁচিয়ে ধমক লাগাল।

আগের মুখোশধারী হেসে উঠল সশব্দে। 'হাত থাকলে তো বাঁধব। এক লিটার গিলিয়ে দিয়েছি। শুধু হাত কেন, গোটা মগজটাই গায়েব হয়ে গেছে। কথা বলেই দেখ না।'

ঢুলু ঢুলু চোখে নেতার দিকে তাকাল শেভার্ন। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আবার বসে পড়ল নেতা। 'ডলার এনেছ? বের কর দেখি তাড়াতাড়ি।' শেভার্নকে বলল সে।

'কি-কিসের ডলার!' জড়িত কণ্ঠে বলল শেভার্ন। 'আ-আমি তোমাদের স-সবাইকে গা-গা-গাছে ঝোলাব। নি-নি-নিজের চা-

চামড়া বিক্রি করতে পা-পার না। আমার লো-লো-লোক কোথায়? তা-তাকে ফিরিয়ে দাও। দাঁ-দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

প্রথম মুখোশধারীর দিকে ফিরল সে। 'জলদি নি-নি-য়ে এস তাকে। য্-য্-যাও!' হেসে উঠল নেতাসহ বাকি সবাই।

'ঐ পাঁঠাটাকেও নিয়ে এস।' নেতা আদেশ দিল। পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হল প্রথমজন। একটু পরেই ফিরে এল ল্যারীকে নিয়ে। তার দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা।

'ক্-কি খবর ল্যারী? কে-কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল শেভার্ন। তারপর নেতার দিকে তাকাল। আবার ল্যারীর দিকে ফিরে বলল, 'কি-কিন্তু এখানে সবাই জ-জমজ ভাইরা কেন! এ-এ-একজন একজন করে এলেই তো হত! ব্-ব্-ব্যাপার কি? আর ত্-ত্-তোমারও আবার জমজ ভ্-ভাই কোথা থেকে এল?' সামান্য চোখ টিপল শেভার্ন। ইঙ্গিত ধরতে ল্যারীর অসুবিধা হল না।

ওদিকে তার কাণ্ডকারখানা দেখে মুখোশধারীদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। যেন সবাই মজার নাটক দেখছে।

'চ্-চ্-ল এক একজন করে শে-শেষ করে দেই!' হোলস্টারে হাত দিল শেভার্ন। 'ধ্-ধ্-ধুশ শালা! প্-পিস্তল হারিয়ে ফেল-লাম নাকি!' অসহায়ভাবে তাকাল ল্যারীর দিকে। আবার হাসির দমকে ভেসে গেল চারদিক।

হঠাৎ করেই যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল শেভার্ন। সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে একজনের হাত থেকে কেড়ে নিল পিস্তল। উঁচিয়ে ধরল আটজনকে একসাথে কভার করে।

'সাবধান, আত্মহত্যা করতে না চাইলে কেউ নড়াচড়া করবে না। মাথার খুলি উড়ে যাবে। কমপক্ষে চারজনকে নিয়ে মরব।' স্বাভাবিক কণ্ঠে আদেশ দিল শেভার্ন। 'সবগুলো বন্দুক সামনে ফেলে দাও। তা না করতে চাইলে কোন্ চারজন জাহান্নামে যেতে চাও, ঠিক কর।'

হতবাক হয়ে গেল সবাই। এতক্ষণে শেভার্নের চালাকি বুঝতে পারল ওরা। কিন্তু করার কিছু নেই। ওরা জানে আট-জনের বিরুদ্ধে একজন সশস্ত্র ও একজন নিরস্ত্র লোকের পেরে উঠা অসম্ভব। আবার এ-ও জানে সত্যি সত্যি তিন-চারজনকে প্রাণ হারাতে হবে। ইতস্তত করতে লাগল ওরা। চারজন টপাটপ পিস্তল ফেলে দিল সামনে। একজন শুধু হোলস্টারের সামনে হাত নিয়ে একটু দেরি করছিল। শেভার্নের পিস্তল থেকে সশব্দে বেরিয়ে এল একটা বুলেট। দু'চোখের মাঝখানে আরেকটা চোখ তৈরি হচ্ছে তার। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'সেকেণ্ড। আবার গুলি করল শেভার্ন। এক চক্কর ঘুরে মাটিতে স্থির হয়ে গেল সে।

ল্যারী দেখল আরেকজন মুখোশধারী পিস্তল ধরা হাত চেপে বসে পড়েছে। এই গুলির আওয়াজ পর্যন্ত শোনেনি কেউ। একই সাথে বের হয়েছে শেভার্নের পিস্তলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুলেট। এক চুলও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পিস্তল মাটিতে ফেলে দিল সবাই।

নীরবে পিস্তল তাক করে মাটি থেকে আরেকটা পিস্তল তুলে নিয়ে ডানদিকের হোলস্টারে ভরল শেভার্ন। তারপর একজনের কোমর থেকে তুলে নিল একটা ছুরি। মুখোশধারীদের দিকে তাকি-

য়েই কেটে দিল ল্যারীর হাতের বাঁধন। বন্ধনমুক্ত হয়ে ল্যারীও তুলে নিল দুটো পিস্তল। একটা হোলস্টারে ভরে আরেকটা নিয়ে এগিয়ে গেল মুখোশধারীদের নেতার দিকে।

'তোমাকে ঠিকই চিনেছি শ্যাডওয়েল', ল্যারী বলল, 'অনেক গল্প শুনেছি তোমার। পিস্তলে তোমার নাকি জুড়ি নেই। এস, হয়ে যাক একহাত।'

'থু!' মাটিতে থুথু ফেলল শ্যাডওয়েল। এক টানে খুলে ফেলল মুখোশ। 'পিস্তল হাতে বাহাদুরি দেখাতে এসো না। তোমাদের দু'জনকে একসাথে গেঁথে ফেলতে পারি।'

চমকে উঠল শেভার্ন। এখানে কেন শ্যাডওয়েল? তার মানে নিশ্চয়ই বার্থলোমোর সাথে যোগাযোগ রয়েছে সাদা মুখোশধারীদের। হোপ এগেইনে শ্যাডওয়েলের মুখোমুখি হবার পর থেকে শেভার্ন জানত, কোন না কোনদিন মোকাবেলা করতে হবে লোকটার সাথে। ও জানে, শেডি শুধু একজন খুনে গুণ্ডাই নয়, দু'-য়ের হাত অসম্ভব রকমের ভাল। কাজটা কারো জন্যই খুব-একটা সহজ নয়।

ল্যারীর ভয়হীন ভাবভঙ্গি দেখে শংকিত হল শেভার্ন। আজ পর্যন্ত ল্যারীর দু'সে দেখেনি। ধারণা করেছে, ভালই হবে। কিন্তু শেডির মত অভিজ্ঞ একজনের সাথে লড়া মানে আত্মহত্যা। শেভার্ন ঠিক করল নিজেই দাঁড়াবে শ্যাডওয়েলের মুখোমুখি।

কিন্তু তা ঘটতে দিল না ল্যারী। বিনা দ্বিধায় একটা পিস্তল ছুঁড়ে দিল শ্যাডওয়েলের দিকে। 'এটা আমার লড়াই বস্', শেভার্নের দিকে না তাকিয়েই বলল সে। 'আমি ব্যর্থ হলে তুমি। আপাতত অন্যদের ওপর নজর রাখ।'

পিস্তল হাতে ওঠে দাঁড়াল শেডি। বাগিয়ে ধরল ল্যারীর দিকে। ল্যারীর পিস্তলও শেডির দিকে তাক্ করা।

অর্থাৎ দু'-য়ে যায়নি ওরা। দু'জনের পিস্তলই হাতে। তৈরি, আক্রমণের জন্য। অত্যন্ত বিপজ্জনক এ ধরনের ডুয়েল। সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে গুলি ছোঁড়ার মানেই মৃত্যু। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে আঘাত হানবে বুলেট। এ ডুয়েলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল স্নায়ুর জোর। দুর্বলচিত্ত বা নার্ভাস হলে কেউ কেউ ট্রিগারই টিপতে পারে না। সঠিক লক্ষ্যে গুলি করা তো দূরের কথা।

এমনো হতে পারে, একই সাথে গুলি বের হয়ে আসবে দু'জনের পিস্তল থেকে। তুখোড় দু'জন বন্দুকবাজের ডুয়েলে প্রায়শই ঘটে এমন ঘটনা। কেউ হারেনি। জেতেওনি কেউ। দু'জনের গুলিতে দু'জনই দেখা যায় প্রাণত্যাগ করেছে।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দু'জনেই সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মুখোমুখি। মাঝখানে সাত থেকে আট গজের ব্যবধান। এত কাছ থেকে গুলি মিস হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বিশেষ করে দক্ষ দু'জন গানম্যানের। চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছে না ওরা দু'জন। চারদিকে স্তব্ধতা। যেন টু শব্দ করা দূরে থাক, নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছে সবাই। শেভার্নের দৃষ্টি কিন্তু বন্দীদের দিকে। কাঁধের কাছ থেকে এক ফোঁটা ঘাম সরসর করে নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। সারা শরীর শির্‌শির করে উঠল ফোরম্যানের।

এক পা এক পা চক্রাকারে কিন্তু খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে ল্যারী

ও শ্যাডওয়েল। প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলছে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে। ল্যারী সামান্য ডানে আর শ্যাডওয়েল সামান্য বাঁয়ে ঝুঁকে আছে। প্রতিপক্ষ আঘাত হানলেই বিদ্যুতের গতিতে ডাইভ দেয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

হঠাৎ করে ডানদিকে একটা ফলস্ স্টেপ দিয়ে বাঁ দিকে ডাইভ দিল শ্যাডওয়েল। বুঝতে পারেনি ল্যারী প্রথমে। সেও গুলি করেছে সাথে সাথেই। ডান দিকে ডাইভ দিয়ে উড়ন্ত অবস্থাতেই মোচড় দিয়ে সোজা হল সে। কিন্তু পরক্ষণেই উপুড় হয়ে গেল আবার। শেভির পিস্তলের আওয়াজই শোনেনি শেভার্ন। সে দেখল, কাঁধের কাছ থেকে রক্ত ঝরছে ল্যারীর। ভিজিয়ে দিচ্ছে সারাটা পিঠ।

বিজয়ীর হাসি হেসে ওঠে দাঁড়াল শ্যাডওয়েল। কিন্তু পা টলছে তারও। শেভার্ন প্রস্তুত। বেতাল দেখলে রেহাই দেবে না। কিন্তু না, আশংকা করার কিছু নেই। শ্যাডওয়েলের চোখ-মুখ কুঁকড়ে উঠছে যন্ত্রণায়। জিন্সের শার্টটা পেটের কাছে কালো হয়ে গেছে রক্তে। একি! পিস্তলটা ধরে রাখতে পারছে না কেন শেভি? মাতালের মত সামনে-পেছনে টলছে কেন?

শ্যাডওয়েল তখনো জানে না মারা যাচ্ছে সে। হাত থেকে খসে পড়েছে পিস্তলটা। পাইন গাছের মাথাগুলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। ঘুরছে আকাশটা। চক্রাকারে। সাদা একটা পর্দা যেন নেমে আসছে ওর দু'চোখ জুড়ে। আহ্, কি ক্লান্তি! বালুতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। ঘোলা চোখে একবার তাকাল পড়ে থাকা ল্যারীর দিকে। একটু হাসল। মাথাটা তুলতে চাইল। পারল

না। চিৎ হয়ে পড়ে গেল। চোখ খোলা। দৃষ্টি আকাশের দিকে স্থির। সারা শরীর সামান্য কেঁপে উঠল শুধু একবার। তারপর নিস্পন্দ সবকিছু।

দু'জন মুখোশধারী নিষ্পলক তাকিয়ে আছে শ্যাডওয়েলের দিকে। শেভার্নের চোখে কোন ভাবান্তর নেই।

সামান্য একটু নড়ে উঠল ল্যারী। শেভার্ন এগিয়ে গিয়ে জুতোর তলা দিয়ে ঠেলা দিল ভূপাতিত ল্যারীর গায়ে। বাঁ হাতে ডান কাঁধ চেপে ধরে ধীরে ধীরে ওঠে বসল সে। নির্বিকারভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শ্যাডওয়েলের দিকে। রক্তে ভেজা ওর হাত। ঘোর লেগেছে চোখে। ধীরে ধীরে ওঠে দাঁড়াল। কাঁধ চেপে ধরেই তাকাল শেভার্নের দিকে।

শেভার্ন কিছু বলল না। এক পা এগিয়ে ক্ষতের ওপর থেকে টেনে নামাল ল্যারীর বাঁ হাত। পিস্তল গুঁজে দিল হাতে। 'একটু কষ্ট করে কভার করে দাঁড়াও এদের। বেতাল দেখলে শেষ করে দেবে। আমি বাঁধছি।'

নীরবে কাজ সারল শেভার্ন। বড় একটা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল দু'জনের হাত। অস্ত্রগুলো উঠিয়ে নিল স্যাডেলে। শার্টের হাতা ছিঁড়ে বেঁধে দিল ল্যারীর কাঁধ। গুলিটা বের হয়ে গেছে কাঁধ থেকে এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি এখনো। ব্যথায় হাতটা নাড়াতে পারছে না ল্যারী।

গরুর পালের মত খেদিয়ে নিয়ে এল ওরা মুখোশধারীদের। পথ খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। মুখোশধারীরাই চিনিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সামান্য আগেই বন্দীদের নিয়ে শহরে পৌঁছল দু'জনে। সারা শহরের লোকজন ভেঙে পড়ল ওদের দেখতে। কিন্তু বি বি র‍্যাঞ্চের কাউকে দেখা গেল না সেখানে। এরকম অভাবনীয় দৃশ্য হোপ এগেইন শহরের লোকরা দেখেনি কখনো।

ল্যারীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি শহরের ডাক্তারের কাছে গেল বেট। কিন্তু আহত হওয়ার কারণ জানাল না কাউকে। শ্যাড-ওয়েলের কথা আপাতত চেপে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে শেভার্ন। বার্থলোমোর প্রতিক্রিয়া দেখতে চায় সে।

বন্দীদেরকে শেরিফের হাতে তুলে দিল শেভার্ন। শেরিফের নির্দেশে মুখোশ খুলে ফেলল দু'জন ডেপুটি। দু'জনের মধ্যে দু'জনকে চিনতে পারল টাইলার। আউট ল' ওরা। খোঁজা হচ্ছে গত তিন মাস ধরে। বাকি চারজনের পরিচয় জানা গেল না। শ্যাডওয়েলেরটুকু বাদ দিয়ে সংক্ষেপে বাকি ঘটনা বলে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেল ফোরম্যান ও ল্যারী।

ওদেরকে ফিরতে দেখে এম র‍্যাঞ্চের লোকরা খুব খুশি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বদলে গেছে রেবেকা। খোঁজ নেয়ার জন্য র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে একবারও বেরিয়ে এল না মেয়েটা।

একা একা কিভাবে ল্যারীকে নিয়ে এল ফোরম্যান? ভাবছে রেবেকা। কোন টাকা না দিয়েই? কাদের নিয়ে এসেছে মুখোশ পরিয়ে? আবার কি নতুন কোন চাল চালছে শেভার্ন?

নয়

ল্যারীর প্রতি রেবেকার আকর্ষণটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মাত্র দু'দিন র‍্যাঞ্চে ছিল না ল্যারী। ওর অভাব প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছে রেবেকা। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বাইরে বেরোয়নি একবারের জন্যও। বারান্দায় বসে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থেকেছে খোলা দরজা পথে। ল্যারীর প্রতি এই দুর্বলতার কোন কারণ খুঁজে পায় না ও।

রেবেকা জানে, ল্যারী একজন সাধারণ কাউবয়। কোন কাউবয়ের সাথে ওর বিয়ের কথা ভাবতে পারে না। তাছাড়া বার্থলোমোর সাথে ল্যারীর তুলনা করাটাই হাস্যকর ব্যাপার। বার্থলোমো শুধু ওর বন্ধুই নয়, তার ওপর নির্ভর করতে কেন জানি ভাল লাগে রেবেকার।

হোপ এগেইন শহরে অনেকের মুখে বার্থলোমোর সমালোচনা শুনেছে রেবেকা। খুব কম লোকই পছন্দ করে ওকে। সম্মানের চেয়ে ওর প্রতি লোকের ভয়ই বেশি। তবুও রেবেকার ধারণা,

বার্থলোমোর সম্পদ আর প্রতিপত্তির জন্য লোকে ওকে হিংসা করে। সেজন্যই নানারকমের অপবাদ ছড়ায়। আজ পর্যন্ত বার্থলোমোকে ভাল না লাগার কোন কারণ খুঁজে পায়নি সে।

রেবেকার বিপদের দিনে এগিয়ে এসেছে বার্থলোমো। সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু শেভার্নের জন্যই কাছে এগোতে পারেনি ওরা। দু'জনের মাঝখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নতুন ফোরম্যান। নানারকম কথা বলে বার্থলোমোর প্রতি মনটা বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে রেবেকার।

বাবার আকস্মিক অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হয় রেবেকার কাছে। শেভার্ন আসার পরপরই গায়েব হল ফিলিপ। উইলমো কাকুর কাছে রেখে যাওয়া উইলটাও সন্দেহজনক। জজের সাথে শেভার্নের ভাল যোগাযোগ রয়েছে।

যাই হোক্, ল্যারী ফিরে আসায় স্বস্তি পেয়েছে রেবেকা। প্রথম দিন দেখা না করলেও দ্বিতীয় দিন বাঙ্ক হাউস থেকে তুলে এনে জায়গা দিয়েছে র‍্যাঞ্চ হাউসের নিচতলায়। ওপরতলায় নিজে থাকে ও।

হোপ এগেইনের ডাক্তার বলেছে, অন্তত সাতদিন যেন নড়াচড়া না করে ল্যারী। সেলাই খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। একবার খুলে গেলে ভুগতে হবে। রেবেকাকে বলে গেছে, যেন কড়া নজর রাখা হয় ল্যারীর ওপর।

দু'দিনকার বন্দী জীবনের কাহিনী ল্যারীর কাছ থেকে আগ্রহভরে শুনল রেবেকা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল সবকিছু। কিন্তু শ্যাডওয়েলের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল ল্যারী সবসময়ই। ওর

কথায় বারবার ঘুরেফিরে শেভার্নের প্রসঙ্গ আসতেই অস্বস্তি বোধ করেছে রেবেকা। ল্যারীর দৃষ্টি এড়ায়নি তা।

'তুমি যে শেভার্নের এতবড় বন্ধু', একবার টিপ্পনী কাট্‌ল রেবেকা, 'তা আমার জানা ছিল না।'

'সে আমার বন্ধু নয়', জবাব দিল ল্যারী, 'বোধ হয় তার চেয়েও বেশি। শেভার্ন আমার জন্য জীবনের ওপর যে ঝুঁকি নিয়েছে, তার প্রতিদান আমি কোন দিন দিতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'ছাই ঝুঁকি নিয়েছে', ঠোঁট উল্টে বলল রেবেকা, 'গুলি তো তুমিই খেয়েছ, তার গায়ে তো আঁচড়ও লাগেনি। নিশ্চয়ই তোমাকে ঠেলে দিয়েছিল সামনে? বিপদের মুখে?'

ল্যারী হাসল। কেউ কাউকে সামনে ঠেলে দিতে পারে না ম্যাম। নিজের সম্মান নিজেকেই রক্ষা করতে হয়।' কথাটা শুনে রেবেকার মুখে ছায়া পড়ল।

'আচ্ছা', একবার ল্যারীকে জিজ্ঞেস করল রেবেকা, 'বার্থলোমোকে তোমার কেমন লাগে?'

'ওর সম্পর্কে খুব-একটা জানি না', জবাবটা এড়িয়ে গেল ল্যারী। 'তবে ওকে ভাল লাগে না আমার। মনে হয়, ওর র‍্যাঞ্চে বেশিদিন কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।'

এধরনের সরাসরি জবাব আশা করেনি রেবেকা। বার্থলোমোর প্রতি লোকজনের সন্দেহের ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেল ওর কাছে।

'তুমি কি স্বীকার কর না যে, শেভার্ন একজন আউট ল'?' সরাসরি প্রশ্ন রাখল সে ল্যারীর কাছে।

'আউট ল'?' বলতে বলতে সোজা হয়ে ওঠে বসল ল্যারী, 'কি বলছ তুমি? একজন আউট ল' কারো র‍্যাঞ্চে এসে ফোরম্যানের কাজ করতে পারে? আউট ল'দের নামের তালিকা থাকে প্রত্যেকটা শহরের শেরিফের কাছে। টাইলার তো দেখেছে ওকে। কই, কিছু তো বলেনি। এমন ধারণা কে দিল তোমা ক? ম্যাম।'

'কেউ দেয়নি', জবাব দিল রেবেকা, 'আমার কাছে কেন জানি আউট ল'ই মনে হয়েছে ফোরম্যানকে। বিশেষ করে সাদা মুখোশধারীদের ধরে আনার ব্যাপারটা। সাজান মনে হয় না?'

'জানি না', ল্যারী বলল। 'এমন ধারণা কেন হল তোমার? তবে কোন আউট ল'য়ের সাথে শেভার্নের যোগাযোগ রয়েছে, এ কথার বিরুদ্ধেও যে-কোন লোকের সাথে বাজি ধরতে পারি আমি।'

তিন দিনের দিন বাইরে বের হল ল্যারী। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে এখন সে কিছুটা হাঁটাচলা করছে। তবে খামারের কোন কাজ নয়। বারান্দা থেকে ঘোড়ায় চড়তে পারছে শুধু। ঘোড়া ছোটাতে পারছে না। চার দিনের দিন রেবেকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোল ল্যারী।

পাহাড়ের কাছাকাছি সহজ একটা ট্রেইল ধরে পাশাপাশি এগিয়ে চলছে ওরা। রেবেকার পরনে জিন্সের ব্লাউজ। সাদা রঙের স্কার্ট। স্কার্টের নিচে স্কিন-টাইট ট্রাউজার। গলায় কায়দা করে একটা লাল রুমাল প্যাঁচান। মাথায় কার্নিশ দেয়া সৌখিন হ্যাট। ফিলিপ শখ করে শহর থেকে কিনে এনেছিল ওর জন্য।

রাস্তার দু'পাশে ক্যাকটাস গাছে কচি পাতা গজিয়েছে। ফুলের পাপড়ির মত সুন্দর পাতাগুলো। বিকেলের মিষ্টি বাতাসে

সবুজ পাতাগুলো মাথা নেড়ে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওদের।

সুন্দরের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বোধে ঘোড়া থামাল রেবেকা। নিচে নামল লাফ দিয়ে। ছিঁড়ে নিল এক তোড়া কচি পাতা।

ঠিক এমন সময় যেন মাটি ফুড়ে বেরিয়ে এল ডেভিয়েন্ট। দু'দিন থেকেই বার্থলোমোর নির্দেশে রেবেকার ওপর নজর রাখছে সে। ডেভের মুখের তির্যক হাসি রেবেকা বা ল্যারী, কারোরই নজর এড়াল না।

'অসময়ে এভাবে এসে পড়ায় দুঃখিত ম্যাম', কায়দা করে হ্যাট খুলে মাথা নোয়াল ডেভিয়েন্ট। 'এ পথেই যাচ্ছিলাম। তোমরা এখানে আছ জানলে ডিসটার্ব করতাম না।' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল লোকটা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রেবেকার। এভাবে ডেভিয়েন্টের দেখা পাবে ভাবতেই পারেনি। হয়ত বার্থলোমোর কাছে ব্যাপারটা জানাবে ও। এসবের পরোয়া করে না রেবেকা। কিন্তু ওকে নিয়ে আজেবাজে কথা হোক তাও চায় না।

ল্যারী কিন্তু চিনতে পারেনি ডেভিয়েন্টকে। দশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর। তবে চেনা চেনা লাগছিল।

'লোকটা কে?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল ল্যারী। 'তোমার বেশ পরিচিতই মনে হচ্ছে?'

'ওর নাম ডেভিয়েন্ট।' বলল রেবেকা। 'অনেকদিন এ শহরে আছে। ছোটবেলা থেকে চিনি। আগে আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত। তোমার প্রিয় ফোরম্যান এসেই ছাঁটাই করেছে ওকে। এখন বোধ হয় বার্থলোমোর সঙ্গে আছে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল ল্যারী। 'নাম শুনেছি আমি', বলল সে। 'লোকটাকে সুবিধার মনে হল না। ঝামেলা পাকাবে। হুঁ, আমিও তৈরি থাকব।'

'কি বলছ তুমি?' আশ্চর্য হয়ে রেবেকা বলল, 'ডেভকে বোধ হয় ভালভাবে চেন না। পিস্তলে ওর হাত অসম্ভব ভাল। সাহস থাকে তো তোমার ফোরম্যানকে বলো ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে। তোমাকে দেখলে আর কথা শুনলে মনে হয়, সবসময় কাউকে না কাউকে খুন করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছ।' অনুযোগ করল রেবেকা।

আসলে ডেভিয়েন্টের দেখা পাবার পর বেড়াবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে ল্যারী। তবুও পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক করার জন্য বলল, 'তাই! তবে এখন আমার খিদে যা লেগেছে, র‍্যাঞ্চে গিয়ে ভাল খাবার না পেলে বাবুর্চিকেই খুন করে ফেলব। কোন সন্দেহ নেই।' বলে উঁচু স্বরে হেসে উঠল সে। রেবেকা কিন্তু হাসল না।

র‍্যাঞ্চে ফিরেই রেবেকা ডেকে পাঠাল শেভার্নকে। বলল ডেভিয়েন্টের কথা। 'আমার মনে হয় ল্যারী ওকে আগে থেকেই চেনে।' রেবেকা বলল। 'আমি কিন্তু একটা গোলমালের ইঙ্গিত পাচ্ছি।'

'ল্যারী ওকে চেনে কিনা আমার জানা নেই।' বলল শেভার্ন। 'পিস্তলে ডেভিয়েন্টের হাত খুব চালু। কিন্তু তবু ল্যারীকে নিয়ে চিন্তা করি না। তাছাড়া -' থেমে গেল শেভার্ন।

'তাছাড়া কি?' প্রশ্ন করল রেবেকা।

'ডেভিয়েন্ট যদি ল্যারীর কোন ক্ষতি করে তাহলে পরদিন সূর্য দেখার জন্য ঘুম ভাঙবে না ওর। তোমাকে এসব বলতে চাইনি, ম্যাম।' শেভার্ন বলল। 'কারণ, কথাটা শুনলে তোমার বন্ধু বার্থলোমো খুব খুশি হবে না।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শেভার্নের দিকে তাকিয়ে রইল রেবেকা। তারপর চলে এল একসময়।

সন্ধ্যার পর। 'কাম এগেইন' বার এখন জমজমাট। একপাশে তাসের টেবিলে পোকার খেলা হচ্ছে। পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন দর্শক। সবার হাতেই গ্লাস। চুরুটের ধোঁয়ায় সেলুনের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ বিগ বিলের বার্থলোমোর চিৎকারে সব কোলাহল থেমে গেল। এতক্ষণ সে ডেভিয়েন্টের সাথে নিচু স্বরে কথা বলছিল। 'তোমাদের কেউ যদি ল্যারীকে খতম করতে পার তাহলে আমি পাঁচশ' ডলার দেব।' স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। এর আগে কেউ কোনদিন হোপ এগেইনে এমন প্রকাশ্যে খুনী ভাড়া করতে দেখেনি।

কথা বলে উঠল ডেভিয়েন্ট। 'ল্যারী আমার। আর কেউ হাত তুলতে পারবে না।'

আরেক দফা অবাক হল সবাই। গানম্যান হিসেবে ডেভিয়েন্টের দক্ষতার কথা জানা আছে সবার কাছে। এও জানে, তাকে এম র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে শেভার্ন। সবাই ভেবেছিল হোপ এগেইনে বোধ হয় ডেভিয়েন্ট কোন না কোনদিন মুখোমুখি হবে

শেভার্নের সাথেই।

'বন্দুক চালাতে পারবে না ল্যারী', হঠাৎ বলে উঠল বেন্ট। 'ডাক্তার ওকে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছে। খুন করতে হলে এস র‍্যাঞ্চে চলে যাও। অবশ্য শেভার্নের লাশ ডিঙিয়ে যেতে হবে।' ভয় দেখাবার চেষ্টা করল সে ডেভিয়েন্টকে।

'নড়াচড়া করতে বারণ করেছে', বাঁকা হাসি হেসে বলল ডেভিয়েন্ট, 'কিন্তু জড়াজড়ি করতে তো নিষেধ করেনি। আজ দেখলাম পাহাড়ের আড়ালে রেবেকাকে চুমো খাচ্ছে ও।' হেসে উঠল সবাই। অনেকদিন পর মজার খোরাক পেয়েছে যেন।

এদিকে র‍্যাঞ্চে ফিরে স্থির থাকতে পারেনি ল্যারী। রেবেকা-কে পৌঁছে দিয়েই কোন কথা না বলে হোপ এগেইনের দিকে ঘোড়া ছোটাল সে। ডানহাত অচল। বাঁ হাতে ধরে রেখেছে লাগাম। কপাল ঘেমে উঠেছে ওর। দশ বছরের জমিয়ে রাখা রাগ জড় হয়েছে চেহারায়। হাঁপাচ্ছে সে। সোজা চলে এল বেন্টের সেলুনে।

একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুই জানে না সে। ভেবে-ছিল বেন্টের কাছে ডেভিয়েন্টের খবর জিজ্ঞেস করবে।

'এই যে', বার্থলোমো বলল, 'তোমার অতিথি এসে গেছে ডেভ', বলেই বেন্টের দিকে তাকাল সে। 'কি হে, তোমার হিরো তো বহাল তবিয়তেই রয়েছে মনে হয়।' বলেই দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ল বার্থলোমো।

'এই যে মিস্টার', ল্যারীকে দেখে হেসে উঠল ডেভিয়েন্ট, 'কাউবয় থেকে তো র‍্যাঞ্চার হয়ে গেছ, তাই না!' ওর কথার ভঙ্গিতে সশব্দে হেসে উঠল সবাই। 'রেবেকাকে নাকি বিয়ে করতে চাচ্ছো?

তা আসল কাজকর্মগুলো বিয়ের পরে করলেই তো ভাল। যেভাবে আজ জড়াজড়ি করতে দেখলাম দু'জনকে!' হো হো করে অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ল ডেভ।

প্রথমটা লজ্জায় রাঙা হল ল্যারী। রেবেকা আর ওকে জড়িয়ে এমন একটা মিথ্যে কথা বলবে ডেভিয়েন্ট, চিন্তাও করতে পারেনি। ক্রমশ লজ্জাটা পরিণত হল ক্রোধে। কিন্তু ডেভিয়েন্টকে আক্র-মণ করার কোন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছে না ও।

ডান হাত স্লিঙের সাথে বাঁধা থাকায় সামান্য বাঁ দিকে ঝুঁকে এগিয়ে এল ল্যারী। দাঁড়াল ডেভিয়েন্টের মুখোমুখি।

'তুই একটা ভীতুর ডিম', তির্যকভাবে ডেভিয়েন্টকে বলল সে। 'মিথ্যাবাদী। শুয়োরের বাচ্চা। তোর মুখে পেচ্ছাব করি আমি।'

ডেভিয়েন্টের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। ল্যারীও তৈরি মোকাবেলার জন্য। হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলেই গুলি ছুঁড়ল ডেভিয়েন্ট। প্রায় একই সাথে গুলি করে ডানদিকে ডাইভ দিল ল্যারী। ডাইভ দিতে দিতেই আবার গুলি করল। প্রথম গুলিটা বুকের ডানদিকে লেগেছে ডেভিয়েন্টের। দ্বিতীয়টা মাথার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

মাটিতে ডাইভ দিয়েই স্লিঙে বাঁধা হাতে ব্যথা পেয়ে ক'কিয়ে উঠল ল্যারী। কিন্তু সাথে সাথেই গড়িয়ে গেল দু'হাত দূরে। গড়াতে গড়াতেই তৃতীয় গুলি করল সে। এসময় বাঁ কব্জিতে আগুনের ছ্যাঁকা লেগে পিস্তল ছুটে গেল ওর।

ওদিকে এক পাক ঘুরে গেল ডেভিয়েন্ট। প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে দু'হাত ওপরে ওঠে গেছে ওর। পিস্তল খসে পড়েছে হাত

থেকে। বুকের বাঁ পাশে আরেকটা গর্তের দিকে একবার তাকাল অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল তারপরই।

ওঠে এল ল্যারী। হাঁটু মুড়ে বসল ডেভিয়েন্টের পাশে। বাঁ হাতের কব্জি থেকে রক্ত ঝরছে। ডান কাঁধের সেলাই খুলে যাওয়ায় রক্তে ভিজে গেছে পিঠ। 'মরলে চলবে না ডেভ, তোর কাছ থেকে একটা কথা জানার আছে।' বিড়বিড় করে বলল সে।

কিন্তু জবাব দিতে পারল না ডেভিয়েন্ট। ওর গলা দিয়ে গরগর শব্দ হল শুধু। তারপর একবার কেঁপেই স্থির হয়ে গেল।

বেট এসে চেয়ারে বসাল ল্যারীকে। বলল, 'বার্থলোমো ভাড়া করেছিল ডেভিয়েন্টকে। পাঁচশ' ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

এমন সময় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল শেরিফ। সাথে বার্থ-লোমো। 'কি খবর ডেভিয়েন্ট', বলতে বলতে ল্যারীর দিকে চোখ পড়তেই পাথরের মত জমে গেল। ওর ধারণা ছিল ল্যারী এতক্ষণ শেষ।

'দুঃখিত র‍্যাঞ্চার।' বার্থলোমো নামটা উচ্চারণ করল না ল্যারী। 'তোমার পাঁচশ' ডলার বাঁচিয়ে দিলাম।'

বোকার মত বার্থলোমোর দিকে তাকাল শেরিফ।

'কিছু বুঝতে পারছ না মিঃ শেরিফ। তাই না?' দরজা থেকে অচেনা কণ্ঠের সাড়া পেয়ে সবাই ফিরে তাকাল। সেলুনে ঢুকছে শেভার্ন। 'কাকে ধরবে বুঝতে পারছ না, তাই না? আসলে তোমার উচিত নিজের হাতেই হাতকড়া পরানো। শেরিফ

হবার যোগ্যতা তোমার নেই।'

হাসির ঝড় বয়ে গেল সেলুনে। নতুন করে অপমানিত হয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল শেরিফ। তার হাত চলে গেল পিস্তলের বাঁটের দিকে।

শেভার্ন ততক্ষণে সেলুনের কাউন্টারে হেলান দিয়ে ডান হাতে একটা গ্লাস তুলে নিয়েছে।

'ওদিকে হাত বাড়িও না।' শান্তভাবে বলল সে। 'তাহলে হাতকড়া পরা থেকেও বেঁচে যাবে। এ মুহূর্তে আমি তা চাই না।'

হাত সরিয়ে নিল শেরিফ। 'তুমি জান, কাকে তুমি বারবার অপমান করছ? এর ফল ভাল হবে না কিন্তু।'

এসময় কথা বলে উঠল বার্থলোমো। 'বাদ দাও শেরিফ, যে কাজে এসেছিলাম তার আর দরকার হল না। ভেবেছিলাম, ল্যারীর সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে ডেভিয়েন্টকে কিছুক্ষণ আটকে রাখব। তারপর তুমি এসে শয়তানটাকে জ্যান্ত ধরবে। তার সুযোগ আর দিল না ল্যারী।' একটু থেমে বলল সে, 'বোধ হয় ল্যারীই চাইছিল না ডেভিয়েন্ট ধরা পড়ুক। সে নিশ্চয়ই ডেভকে উত্তেজিত করেছিল, তাই না!' বলে সবার দিকে তাকাল বার্থ-লোমো।

মুহূর্তে ল্যারীর প্রতি সবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। অনেকেই মনে করল, ডেভিয়েন্টের মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে ইচ্ছে করেই খুন করেছে ও। এমনকি একটু আগে বার্থলোমো যে প্রকাশ্যে ল্যারীকে খুন করার জন্য ডেভিয়েন্টকে ভাড়া করেছিল এ কথাও কারো মনে পড়ল না। 'ল্যারী ওকে না মারলে ডেভিয়েন্টের

ফাঁসি হত।' বার্থলোমো সবাইকে শুনিয়ে বলল। 'আমি নিজেই তাকে খুন করতে পারতাম। কিন্তু আইনের বাইরে যেতে চাইনি আমি। একজনকে পেছন থেকে গুলি করে খুন করেছিল ডেভিয়েন্ট। শেভার্নের নির্দেশে।'

এগিয়ে এল বেন্ট। 'এজন্যই বুঝি একটু আগে ল্যারীকে খুন করার জন্য প্রকাশ্যে ডেভকে ভাড়া করছিলে তুমি?'

তাকে থামিয়ে দিল বার্থলোমো, 'যা বোঝ না, তা নিয়ে বক্‌-বক্‌ করতে এসো না। তোমার কাজ পচা পানি মেশান মদ বিক্রি করা। তাই কর গে, যাও।'

র‍্যাঞ্চে ফিরে আসতেই ল্যারীকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল রেবেকা। ইতিমধ্যেই পুরো খবর ও পেয়ে গেছে। ল্যারী হোপ এগেইনে যাওয়ার পর থেকেই আশংকায় ছটফট করছে মেয়েটা। কেন জানি মনে হচ্ছিল ল্যারী আর জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। ঘটনাটার জন্য নিজেকেই দায়ী করছে ও।

'আমার জন্যই তোমার এই দশা।' অপরাধীর সুরে বলল রেবেকা। 'বারবার তোমাকে খুনী বানিয়ে ছাড়ছি আমি। আর এভাবে—'

ওকে থামিয়ে দিল ল্যারী। 'তুমি জান না ম্যাম, আজ থেকে দশ বছর আগে একজন কিশোরের নির্দোষ বাবাকে ফাঁসিতে ঝোলান হয়েছিল। কিশোরটা এগিয়ে গিয়েছিল বন্দুক হাতে। এই ডেভিয়েন্ট তখন সেই ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল

মাটিতে।

'এতে তোমার কোন হাত নেই রেবেকা।' গাঢ় স্বরে বলে চলল ল্যারী। 'ডেভিয়েন্টের মত লোকেরা এভাবেই মরে। কোন না কোনদিন আমার হাতে মরতে তাকে হতই। যে-কোন অজুহাতে। আমি শুধু তাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, যাঁকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল তাঁর সত্যি কোন দোষ ছিল কিনা।'

'কিন্তু তার জন্য তো আইন রয়েছে।' অনুযোগ করল রেবেকা। 'বারবার তুমি রক্তে হাত রাঙাচ্ছ কেন?'

'এদেশে আইন নেই।' বলল ল্যারী। 'দশ বছর অপেক্ষা করেছি। হয়ত আরো করতাম। আইন তো এগিয়ে আসেনি। হয়ত সারা-জীবন আমাকে শুধু অপেক্ষাই করতে হত। সেটা কি সম্ভব? তুমিই বল।'

পরদিন সকালে র‍্যাঞ্চে এল বার্থলোমো। সরাসরি রেবেকাকে চার্জ করল সে।

'ল্যারীকে মারার জন্য আমিই ডেভিয়েন্টকে পাঠিয়েছিলাম। সারা শহরের লোক জানে, ল্যারী তোমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেছিল? ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে নিয়ে এসব গুজব শোনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর তুমি নাকি এদিকে ল্যারীকে নিজের ঘরে তুলেছ?'

'আমি তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী নই বার্থলোমো।' সরাসরি জবাব দিল রেবেকা। 'ওসব ভুলে যাও। বিষয়টা নিয়ে আমাকে আরো

ভাবতে হবে। তাছাড়া কাউকে ঘরে তুলিনি আমি।'

রাগী চোখে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল বার্থলোমো। 'তা হয় না রেবেকা। তুমি আমার।' বলল সে। 'তুমি এ নিয়ে ভাবতে পার। কিন্তু অত ভাবার সময় আমার নেই।'

'দেখা যাক।' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল রেবেকা। 'আমার মাথা ধরেছে। তুমি কি এখন যাবে?' কণ্ঠে তার স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের সুর। অপমানিত হয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল বার্থলোমো।

নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরে এল বার্থলোমো। বিষণ্ণ। বসে আছে র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায়। রেবেকার কথাগুলো ওকে হতাশ করেছে। ও ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যর্থ হলে রেবেকাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে উন্মত্ত হয়ে পড়ছে বার্থলোমো।

এমন সময় সামনে এল বি বি র‍্যাঞ্চের বর্তমান ফোরম্যান প্যাক্টন। 'কি ব্যাপার বস্?' মাটিতে বসে পড়তে পড়তে বলল সে। 'মন খারাপ মনে হচ্ছে।'

'ল্যারী আর ডেভের মধ্যে লেগেছিল।' বিরস মুখে বলল বার্থলোমো। 'মনে হয় কাঁধে গুলি খেয়েছে ল্যারী।'

'আর ডেভিয়েট?' প্রশ্ন প্যাক্টনের।

'মারা গেছে।'

'ঠিক হল না।' জবাব দিল প্যাক্টন। 'ল্যারীর কাঁধে গুলি লাগেনি। গুলি লেগেছে বাঁ হাতের কব্জিতে। তার আগের সেলাই খুলে গিয়েছিল। আর এইমাত্র ডেভিয়েটের সাথে দেখা করে এলাম।'

'তামাশা করছ!' বলতে বলতে সোজা হয়ে বসল বার্থলোমো।

'তামাশা নয়, বস্।' প্যাক্টন বলল। 'ডেভিয়েটকে দেখলাম তোমার একটা গাছে ঝুলছে। যে গাছে ফরবিকে ফাঁসি দিয়েছিলাম একদিন। দেখা হল। কাছে গেলাম। কথা বলল না। ডেভ। মরা।'

রাগে লাল হয়ে উঠল বার্থলোমো। 'এখনো তামাশা! শয়তানের বাচ্চাটাকে গাছে ঝুলিয়ে ওর পিঠের ছাল তুলব আমি।'

'ঠাণ্ডা হও বস্।' প্যাক্টন বলল। 'রাগলে চলবে না। এখনো কোন না কোন উপায় আছে। জাল ছেড়ে শেভার্নকে বেরোতে দেয়া চলবে না।'

'উপায় নিশ্চয়ই একটা আছে, প্যাক্টন।' বার্থলোমো বলল। 'কিন্তু আমার মাথায় সেটা কিছুতেই আসছে না।'

'আমার মাথায় এসেছে বস্। এখানে শুধু গোবরই নয়।' মাথায় টোকা দিয়ে বলল প্যাক্টন। 'ঘিলুও কিছু আছে।' বলেই বসের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বার্থলোমোর দু'চোখ। প্রতিহিংসায় জ্বলতে লাগল ধক্‌ধক্ করে। 'সাবাস্, প্যাক্টন! আমি তাই করব। দেখি, এবার কিভাবে নিজেকে রক্ষা করে বদমাশটা।'

'বদমাশটা নয় বস্। বল বদমাশগুলো।' কথাটার কোন জবাব দিল না বার্থলোমো।

দশ

পরদিন বেন্টের সেলুনে গিয়ে অবাক হয়ে গেল শেভার্ন। সে লক্ষ করল সবাই যেন ওকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। ছু'দিন আগেও যারা ওকে দেখে এগিয়ে এসেছে, তারাই এখন কেমন যেন দূরত্ব বজায় রাখছে। দূরে দাঁড়িয়ে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ফোরম্যানকে সেলুনের এক কোণায় ডেকে নিয়ে গেল বেন্ট। মুখোমুখি ছুটো চেয়ারে বসল ওরা। একজনকে ডেকে ছুটো গ্লাস আর এক বোতল রাই হুইস্কির অর্ডার দিল। বেন্টের আচরণও কেমন যেন রহস্যময়।

'বার্থলোমো সারা শহরে রটিয়ে দিয়েছে', গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল বেন্ট, 'তুমি খুন করেছ ফিলিপকে। ফিলিপের সাথে এক-জন ছিল। তাকে পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলে ডেভিয়েন্ট।

'পরে ডেভিয়েন্ট তোমাকে ব্লাকমেল করার চেষ্টা করে। সে বলে, তোমার সব কথা সে ফাঁস করে দেবে। সবাইকে দেখিয়ে দেবে ফিলিপের লাশ কোথায় আছে।

'তাই ডেভিয়েন্টকে শেষ করে দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তোমার। বার্থলোমো ডেভকে শেরিফের হাতে তুলে দেয়ার আগেই ল্যারীকে শহরে পাঠাও তুমি। ল্যারী মিথ্যা অজুহাত তুলে ঝগড়া বাঁধায় ডেভের সাথে। তারপর খুন করে ডেভকে। আসলে, প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছ তুমি। এতে সফলও হয়েছ।' থামল বেন্ট। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'লোকজনও একথা বিশ্বাস করেছে', সে বলল। 'তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইছে ওরা। এসব ব্যাপারে লোকজনের উৎসাহ প্রচুর।

'আমি সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।' সে বলল, 'কিন্তু কাজ হচ্ছে না। বরং আমাকেও ছুষছে অনেকে। বলছে, তোমার সাথে নাকি আমারও যোগাযোগ রয়েছে।'

সব কথা শুনে ক্ষেপে উঠল শেভার্ন। এমনিতেই ফিলিপের খবর জানার জন্য অধীর হয়ে আছে সে। সাদা মুখোশধারীদের চার্জ করলে হয়ত কিছু জানা যেত। কিন্তু ওদেরকে রাজধানীতে পাঠিয়েছে শেরিফ। বিচারের জন্য। শেভার্ন শুনেছে, ছ জনের মধ্যে আসলে নাকি গোপনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে চারজনকে। নিশ্চয়ই বার্থলোমোর হাত আছে এতে—ভাবল সে।

যে কাজে ফিলিপ তাকে এম র‍্যাঞ্চে এনেছিল, সে কাজটা এখনো এগোয়নি এক পা'ও। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও, সাদা মুখোশধারীদের আসল নেতা হচ্ছে বিগ বিয়ার। কিন্তু এখনো বাস্তব কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি যা দিয়ে ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায়।

'যা করার', বেন্ট বলল, 'তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে। অবস্থা কিন্তু ইতিমধ্যেই তোমার বিপক্ষে চলে গিয়েছে। এ মুহূর্তে

নিজেকে বাঁচাতে হলে প্রমাণ করতে হবে, ফিলিপকে খুন করা হয়নি। হয়ে থাকলেও তার জন্য দায়ী নও তুমি।'

'তাছাড়া', বেন্ট বলল, 'বিগ বিয়ার বলছে, ব্যাঙ্ক লুটেও নাকি তোমার হাত ছিল। তুমিই নাকি রুবেলকে গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে।'

বার্থলোমোর শয়তানিতে ক্ষেপে উঠল শেভার্ন। আজই এর হেনস্তা করবে সে। আর সময় দেয়া যায় না।

'হারামজাদাটা এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল শেভার্ন। 'আজই ব্যাটাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

'শক্তিতে ওর সাথে পারবে না তুমি', বেন্ট বলল, 'মাথা খাটাতে হবে। ওর বুদ্ধি কম। সেদিক দিয়েই এগোও। আজকে আমার সেলুনে আসেনি বিগ বিয়ার। পাশের সেলুন রিল্যাক্সে থাকতে পারে।'

'যাবে নাকি', বলতে বলতে উঠল ফোরম্যান, 'চল, এক পাক ঘুরে আসি।' বেন্টকে নিয়ে রিল্যাক্সে ঢুকল ও।

কাম এগেইনের তুলনায় রিল্যাক্স অনেক জমজমাট। ভিড়ও বেশি। শুধু মদের জন্য এখানে আসে না সবাই, আরো অনেক আয়োজন রয়েছে। পোকার খেলার টেবিল রয়েছে পাঁচটা, অর্ধনগ্ন কয়েকটা মেয়ে খদ্দেরদের খাবার সার্ভ করে। বেহায়ার মত খিলখিল করে হাসে। খদ্দেররা সুযোগ পেলেই পাছায় চিমটি কাটে ওদের। বেপরোয়া ধরনের কেউ কেউ স্কার্টের তলা দিয়ে হাতও ঢুকিয়ে

দিতে চায়। কপট রাগ করে ওরা, বাধা দেয় না খুব-একটা।

রিল্যাক্সের দরজায় এসে দাঁড়াল শেভার্ন আর বেন্ট। বেন্ট সচরাচর এখানে আসে না। ব্যবসাতে কোন ধরনের ঝামেলা পছন্দ করে না সে।

চেঁচামেচিতে নরক গুলজার রিল্যাক্সে। চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পুরো ঘর। মাঝে মাঝে বারবনিতা'দের অশ্লীল হাসি। পোকার টেবিল থেকে হেড়ে গলায় গান গাইছে কেউ। আরেক টেবিলে চাপড় দিয়ে তাতে তাল ঠুকছে অন্য একজন। এ ধরনের হৈ-হল্লার মধ্যে তাস খেলা কিভাবে চলে ভেবে পেল না শেভার্ন।

বড় একটা টেবিলে বসে রয়েছে বার্থলোমো। ওর সাথে আরো পাঁচ-ছজন। টেবিলের ওপর মদের বোতল। সবার হাতে হাতে গ্লাস। নিচু গলায় কথা বলছে ওরা।

সরাসরি বার্থলোমোর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল শেভার্ন। বেন্ট দাঁড়িয়ে রইল কাউন্টারের কাছে। খেলা ছেড়ে বার্থলোমোর টেবিলের দিকে তাকাল কয়েকজন। গান আর টেবিল চাপড়ান থেমে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

বার্থলোমোকে জিজ্ঞেস করল শেভার্ন, 'তুমি নাকি সবার কাছে বলছ, আমি ফিলিপকে খুন করেছি!'

'মনে কর তাই', ম্লান বদনে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল বিগ বিয়ার, 'দুঃখিত যে, বলার আগে তোমার অনুমতি নিতে পারিনি।'

বিদ্রূপ গায়ে মাখল না শেভার্ন। 'কোন প্রমাণ দেখাতে

পারবে তুমি?' তিক্তস্বরে জিজ্ঞেস করল সে। উঁচু গলায় বলল, 'এক্ষুণি প্রমাণ দেখাতে হবে তোমাকে, না পারলে শাস্তি পেতে হবে। এক্ষুণি।'

'চ্যালেঞ্জ করছ আমাকে?' পরিহাসের সুরে বলল বার্থলোমো, 'তোমার মত একজন কাউবয়ের চ্যালেঞ্জ আমি মানব কেন?'

'তা মানবে কেন?' চটে গিয়ে বলল শেভার্ন, 'বাউয়ার্ড, মাগীবাজ। জিব ছিঁড়ে ফেলব তোর হারামজাদা।' বলে, হঠাৎ কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই থাপ্পড় মারল বার্থলোমোর গালে।

থেমে গেছে কোলাহল। স্তব্ধ ঘরে চড়ের চটাশ শব্দ শুনে চমকে উঠেছে লোকজন। বার্থলোমোর গায়ে হাত! এমন ঘটনা সাত জন্মেও চিন্তা করতে পারেনি কেউ।

ক্ষেপে উঠার জন্য এতটুকুই প্রয়োজন ছিল বিগ বিয়ারের। মরিয়া হয়ে উঠল সে। হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে।

পিস্তলে মাত্র হাত ছুঁইয়েছে বার্থলোমো, হঠাৎ দেখল শেভার্নের দু'হাতে দুটো পিস্তলের নল ঠেকে আছে ওর বুকে। বোকা বনে গেল সে। এর আগেও ড্র করতে দেখেছে সে শেভার্নকে। কিন্তু আজকের ড্র সেগুলোর চেয়েও দ্রুত। বাঁ পা উঠিয়ে লাথি মারল শেভার্ন বার্থলোমোর ডান হাতে।

'তুমি পিস্তলে হাত দিয়েছ বার্থলোমো', শেভার্ন বলল, 'এখনই তোমাকে মেরে ফেলতে পারি আমি।' বাঁ হাতের পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে আবার চড় মারল বিগ বিয়ারের গালে। চরকির মত ঘুরে গেল র‍্যাঙ্কার।

শার্টের কলার ধরে এক ঝাঁকিতে ওকে কাছে টেনে আনল শেভার্ন। 'তোমাকে এখন মারছি না আমি।' বলল সে। 'নিজের প্রয়োজনেই আরো ক'টা দিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নাও, পিস্তল বের কর। ফেলে দাও মাটিতে।'

তবু হাত বাড়াল না বার্থলোমো। 'তোর মত শয়তান আমার হাতে মরবেই', শেভার্নের দিকে তাকিয়ে বলল সে। চোখ দুটো ওর রক্তলাল। 'কুত্তা দিয়ে খাওয়াব তোকে আমি।' ওয়াক থু করে একদলা থুথু ফেলল সে মাটিতে।

ডান হাতের পিস্তল বুকে ঠেকিয়ে বাঁ হাতে বার্থলোমোর পিস্তল বের করে নিল শেভার্ন। ছুঁড়ে দিল ঘরের এক কোণে। 'তোর থুথু তোকে দিয়ে চাটাতে পারি।' তৃতীয় চড় কষাল শেভার্ন বার্থলোমোর গালে।

দম বন্ধ করে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ঘরভর্তি লোক। অন্তত খুনোখুনি হচ্ছে না তাহলে। কিন্তু সবাই স্পষ্টই বুঝতে পারল এ খেলার শেষ এখনই হবে না। দু'জনের কাউকে না কাউকে মরতে হবে। এবং অচিরেই।

'শুনেছি বক্সার ছিলে তুমি', বাঁকা হাসি হেসে বিগ বিয়ারকে বলল শেভার্ন, 'খালি হাতে নাকি কেউই পারে না তোমার সাথে? আজকেই আরেকটা সুযোগ দিতে পারি চাইলে। লাগবে নাকি?' বলে পিস্তল ও গানবেল্ট খুলে ফেলল ফোরম্যান।

হতবাক হয়ে গেল সবাই। এ-ও কি সম্ভব? এই হোপ এগেইনেই তিনজনকে খালি হাতে পিটিয়ে মেরেছে বার্থলোমো। একজনের তো লাশই চেনা যাচ্ছিল না। বড়াই করেছিল লোকটা,

নিজের বিশাল বপু নিয়ে। কিন্তু বার্থলোমোর সাথে টিকতে পারেনি দশ মিনিটও। সেই থেকে ওর নাম হয়েছে বিগ বিয়ার। ভালুকের মতই শক্তি ওর গায়ে।

মোটা লোকরা সাধারণত শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। পেশাদার লড়ুয়ে না হলে কায়দা-কানুন ওদের জানা থাকে না। কিন্তু বার্থলোমোর ব্যাপারটা আলাদা। মোটা হলেও ওর চলনে রয়েছে বিদ্যুতের গতি। কায়দা-কানুনও প্রচুর জানা আছে। প্রতিপক্ষকে গায়ে হাত রাখার সুযোগ না দিয়েই অবিরাম পিটিয়ে যাওয়ার কৌশল জানে ও। ভুল করে একবার যে ওকে চ্যালেঞ্জ করেছে সে হয় মারা গেছে কিম্বা পালিয়ে গেছে এলাকা ছেড়ে। শুধু দুর্নাম নয়, স্থায়ী কতগুলো ক্ষতও নিয়ে গেছে সাথে করে।

বার্থলোমো জানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'হাতে পিষে শেষ করে দিতে পারে সে শেভার্নকে। শুধু একবার দু'হাতের নাগালে পেলেই হল। চিড়ে চ্যাপ্টা করে দেবে। রাগে কাঁপছে ও।

'আজ দেখে নেব তোমাকে।' সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মারল বার্থলোমো। খুলে ফেলল শার্ট আর ট্রাউজার। লাল রঙের নেংটি পরা অবস্থায় কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে ওকে। হাতের বাইসেপগুলো ফুলে উঠেছে। সত্যি, শরীরটা দেখলে হিংসা হয়। চল্লিশ বছর বয়সেও ত্রিশ বছরের শক্তি ধরে রেখেছে সে।

'আরেকবার ভেবে দেখ শেভার্ন', মৃদুস্বরে শেভার্নকে ডেকে ঘরের এক কোণায় নিয়ে গেল বেন্ট। 'খালি হাতে ওর সাথে পারবে না। শুধু শরীর নয়, লড়াইয়ের সব কায়দা-কানুনও জানা আছে

বার্থলোমোর।' বলল সে।

'অনেককিছু তোমার দেখার বাকি আছে বেন্ট', শেভার্ন বলল। 'ভয়ে কুঁকড়ে আছে বার্থলোমো, স্পষ্ট টের পাচ্ছি। এই মুহূর্তে রাগ ওর প্রচণ্ড। রাগের মাথায় লড়াই চলে না।'

'কি হে', চিৎকার করে ডাকল বার্থলোমো, 'মত পাল্টাবে নাকি। এখনো ভেবে দেখ ছোকরা, মাপ করে দেব। বেন্ট, তোমার ওস্তাদকে এক বোতল দুধ খাইয়ে দাও। আবার নাকে টিপ দিও না, বের হয়ে যাবে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাঁ হাঁ করে হেসে উঠল সে।

উত্তেজিত হল না শেভার্ন। 'চিন্তা করো না বেন্ট', নিচু স্বরে বলল সে, 'চাইলে বাজি ধরতে পার যে কারো সাথে। দু'পয়সা কামিয়ে নিতে পারবে ঝুঁকি ছাড়াই। আমি নিশ্চিত।' কাপড় খুলতে শুরু করল সেও।

শেভার্নকে বার্থলোমোর তুলনায় সার্কাসের একটা ক্লাউনের মত লাগছে। পেশাদার কুস্তিগীরের মত শরীর বার্থলোমোর। ওর তুলনায় রোগা-পট্‌কা শেভার্নের শরীর। ব্যাপার দেখে হেসে উঠল কয়েকজন।

'বিগ বিয়ার, ওকে চিবিয়ে খেয়ে ফেল', ভিড়ের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'অনেকদিন এমন মজার খেলা দেখিনি।' হাসির রোল পড়ে গেল চারদিকে।

'লড়াইয়ের পর খুঁজে পাওয়া যাবে না ফোরম্যানকে', মন্তব্য করল আরেকজন। 'ছাতু বানাবে ওকে বিগ বিয়ার।' ওর কথার প্রতিবাদ করার মত কেউ নেই।

'যাই হোক, বার্থলোমো জিতবে', দর্শকদের একজন বলে উঠল, 'বাজি ধরছি আমি।'

'আমিও বাজি ধরছি পঞ্চাশ ডলার', বলে সামনে এগিয়ে এল আরেকজন। 'বার্থলোমো জিতলে পঞ্চাশ দেবে, হারলে আমি দুইশ' দেব। রাজি আছ কেউ?'

'আমি শেভার্নের ওপর বাজি ধরছি পাঁচশ' ডলার', বাজি ধরল বেন্ট। 'যে-কেউ ধরতে পার।'

বেন্টের প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে গেল সবাই। একের পর এক জমা হতে লাগল বাজির টাকা। আরো কয়েকজন ছোট-খাট বাজি ধরল শেভার্নের পক্ষে। তবে বার্থলোমোর তুলনায় তা নগণ্য। দু'একজন বাদে বার্থলোমোর জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত সবাই।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল দু'জন। লোকজন চারপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ওদের। বৃত্তাকারে দু'জনকে ঘিরে রইল। মুহুর্মুহু শিসের শব্দে চারদিক সরগরম। কেউ কেউ উচ্চস্বরে বয়ান করছে এর আগের লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর কি দশা ঘটিয়েছিল বিগ বিয়ার।

'এস মুখোশধারী', ফিসফিসিয়ে ডাকল শেভার্ন। চমকে উঠল বার্থলোমো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল কেউ শুনেছে কিনা শেভার্নের কথা। বুঝতে পারল না।

শেভার্নের উদ্দেশ্য ছিল বার্থলোমোকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও চমকে দেয়া। সফল হল সে। এবং প্রথম সুযোগটাই ব্যবহার করল পুরোপুরি। বার্থলোমো চমকে ঘাড় ঘুরাবার সাথে সাথেই

ওর কাঁধে এক প্রচণ্ড রদ্দা মারল শেভার্ন। কিন্তু তাজ্জব হয়ে দেখল, বিগ বিয়ারের মাথাটা একবার ঝাঁকি খেল শুধু। কিছুই হল না ওর।

এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি দাঁড়াল দু'জন। তারপরই বার্থলোমো ছুটন্ত ট্রেনের মত এগিয়ে এল শেভার্নের দিকে। প্রচণ্ড বেগে মাথা দিয়ে গুঁতো মারল শেভার্নের তলপেট লক্ষ্য করে। সাথে সাথেই ঘুসি চালাল বাঁ হাতে। দ্রুত সরে গেল শেভার্ন ডানদিকে। ফলে মাথার গুঁতোটা এড়াতে পারলেও ঘুসিটা পিছলে গেল বুকের ডান পাশে ধাক্কা মেরে।

জায়গামত লাগলে এরকম একটা ঘুসিতেই দফা রফা হয়ে যেত শেভার্নের। তবু যেটুকু লেগেছে তাতেই জ্বালা ধরে গেল ওর বুকে। দমবন্ধ হয়ে এল ফোরম্যানের।

ওদিকে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবার সময় কাঠের কাউণ্টারের সাথে মাথা ঠুকে গেল বার্থলোমোর। প্রকাণ্ড একটা গোল আলুর সৃষ্টি হল কপালে।

শেভার্ন এগিয়ে এল। বার্থলোমোর কোমরে পেছন থেকে লাথি মারার জন্য পা উঠাল। কিন্তু সতর্ক বার্থলোমো। ডান পা পেছনে তুলে শেভার্নকে লাথি মারল আগেই। উরুর ওপর এসে পড়ল লাথিটা। ছিটকে পড়ে গেল শেভার্ন মাটিতে। বার্থলোমো ঘুরে আবার লাথি মারবার আগেই গড়িয়ে সরে পড়ল একদিকে।

শেভার্ন বুঝতে পেরেছে, বার্থলোমোকে দুর্বল মনে করা উচিত হয়নি। মারপিটের কৌশলগুলো ভালই জানে সে। একবার বার্থলোমোর দু'হাতের মধ্যে আটকা পড়লে আর রেহাই পাবে না।

মুহূর্তে ওকে পিষে ফেলবে বার্থলোমো। নতুন কৌশল অবলম্বন করল শেভার্ন। ঘরময় ছোটাছুটি করতে লাগল। বার্থলোমো কিছুতেই ওকে নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না।

শেভার্নের অবস্থা দেখে হাসির ফোয়ারা ছুটল চারদিকে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লক্ষ্যবিহীন ছোটাছুটি করছে ও। চারদিক থেকে আসছে শিসের শব্দ। করতালি।

'ধর ওকে', কেউ চেঁচিয়ে উঠল ভিড়ের মধ্য থেকে, 'মজাটা টের পাইয়ে দাও।'

শেভার্নের ছোটাছুটি বেশিক্ষণ মজা লাগল না দর্শকদের কাছে। বার্থলোমোর জয়ের ব্যাপারে এখন নিশ্চিত ওরা। এবার কায়দা করে সবাই বৃত্তটাকে ধীরে ধীরে ছোট করে আনতে লাগল। ওদের বাঁধা দিতে চাইল বেন্ট। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ওকে। ছিটকে পড়ল বেন্ট।

'এস', বিকট হাসি হেসে বলল বার্থলোমো, 'এবার আর যাবে কোথায়? কাছে আসতেই হবে।' বৃত্তটা ছোট হয়ে যাওয়ায় বার্থলোমোর নাগালে চলে এসেছে শেভার্ন।

ফাঁদে পড়ল কিন্তু বার্থলোমোই। হঠাৎ ছোটাছুটি থামিয়ে বিদ্যুতের বেগে একপাশে সরে গেল শেভার্ন। তারপর প্রচণ্ড বেগে উড়ে এসে জোড়া পায়ের লাথি মারল বার্থলোমোর তলপেট লক্ষ্য করে। প্রস্তুত ছিল না বার্থলোমো। ছিটকে পড়ল কাঠের শক্ত পাটাতনের ওপর। তাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল শেভার্নও।

দর্শকদের হাসি থেমে গেছে। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে সবাই।

বার্থলোমোকে ফেলে দিতে পারবে শেভার্ন এমন চিন্তাও করেনি কেউ। ততক্ষণে ওঠে এসে বার্থলোমোর মুখে প্রচণ্ড ঘুসির বন্যা বইয়ে দিয়েছে শেভার্ন। পুরোপুরি ওঠে দাঁড়াতেও পারছে না বার্থলোমো।

হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ও শেভার্নকে। রেহাই নেই আর। প্রচণ্ড চাপে দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে শেভার্নের। নতুন করে আনন্দে লাফিয়ে উঠল গোটা সেলুন। ঝুলে পড়েছে বেন্টের চোয়াল।

আনন্দের রেশটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই মুক্ত হল শেভার্ন। পেছন দিকে সামান্য বাঁকা হয়ে ঢলে পড়ার ভান করল সে। সাথে সাথে ডান পায়ে লাথি মারল বার্থলোমোর বাঁ হাঁটুতে। অস্ফুট শব্দে কঁাতরে উঠল বার্থলোমো। হাতের বাঁধনে কিছুটা ঢিল পড়তেই ঝটকা মেরে বেরিয়ে এল শেভার্ন।

নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফোরম্যান। ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছে বার্থলোমো। শেভার্নের বাঁ হাতের ঘুসিতে চোখের কোণাটা ফুলে উঠল। মুহূর্তে ধারণ করল গোল আলুর আকৃতি। ডান হাতের আরেক পাঞ্চে উপরের ঠোঁট কেটে গেল দু'ভাগ হয়ে। দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে।

শেভার্নও অক্ষত নেই। র‍্যাঞ্চারের প্রচণ্ড এক ঘুসিতে প্রায় বুজে এল ওর ডান চোখ। ধাক্কা মেরে শেভার্নকে মাটিতে ফেলে দিয়ে সবেগে লাথি মেরেছে বার্থলোমো। গড়িয়ে একপাশে সরে গেলেও লাথিটা এসে পড়ল মুখের বাঁ পাশে। গালের পাশে বীভৎস একটা ক্ষতের সৃষ্টি হল।

আরেকবার লাথি মারতেই জুতা শুদ্ধ বার্থলোমোর পা'টা চেপে ধরল শেভার্ন। সাথে সাথে মুচড়ে দিল। আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে যাওয়ার আগে আবারো শেভার্নকে জড়িয়ে ধরল বার্থলোমো। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে সশব্দে পড়ল মেঝের ওপর। বারতিনেক গড়াগড়ি খেল সে অবস্থায়ই।

এর পরের দু'মিনিট চলল ষাঁড়-মোষের লড়াই। কেউই আর আত্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না। মরিয়া হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করতে চাইছে। বার্থলোমোর ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত ঝরছে ঝরণার মত। শেভার্নের একটা চোখ প্রায় বুজে এসেছে। হাঁটতে পারছে না। খোঁড়াচ্ছে। বাঁ হাতটাও অকেজো হয়ে গেছে প্রায়। দ্রুত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে দু'জনেরই।

শেষ চেষ্টা করল শেভার্ন। অজ্ঞান হবার ভান করে পেছন দিকে এলিয়ে পড়ল ও। বার্থলোমো শ্লথ গতিতে কিছুটা ঝুঁকে সামনে আসতেই শেষ আঘাত হানল শেভার্ন। জোড়া পায়ের লাথি পড়ল বার্থলোমোর তলপেটে। সদ্য জবাই করা গরুর মত আর্ত-চিৎকার দিয়ে উঠল বার্থলোমো। বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না অবশ্য চিৎকারটা। তিন সেকেণ্ডের মাথায় জ্ঞান হারাল লোকটা। শেভার্নও কাত হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারাল সে-ও।

জ্ঞান ফেরার পর শেভার্ন দেখল, বেন্ট আর অন্য দু'একজন মিলে ওকে দাঁড় করিয়ে ডান হাত তুলে দিয়েছে ওপরের দিকে। কিন্তু হাতটা সোজা করে ধরে রাখতে পারছে না ও। পা টলছে। সরসর করে ঘাম নামছে কপাল থেকে। বেন্টের কাঁধে ভর দিয়ে

কোনরকমে ডান হাত উঁচু করে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সে।

অন্যদিকের সমর্থকরাও তুলে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বার্থলোমোকে। পারছে না। নাড়াতেই পারছে না বিশাল দেহটা। নিরুপায় হয়ে একজন লোক পুরো দু' বালতি পানি ঢেলে দিল বার্থলোমোর মাথায়। তারপরেও ঘুমটা ভাঙল না।

ততক্ষণে বেন্টের একজন সহকারী বাজির টাকা গুণে একটা চামড়ার ব্যাগে ভরতে শুরু করেছে। পনের মিনিটের মধ্যে ভালই রোজগার হয়েছে ওদের।

বেন্টের সেলুনে বসে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিল ফোরম্যান। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করছে ওর মুখটা। 'গরুর পালের নিচে পড়ে গিয়েছিলে নাকি?' তুলাতে আইওডিন মিশিয়ে মুখের কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিল ডাক্তার।

'না, সেসব কিছু না। কুকুরের কামড়।' প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেও রসিকতাটা ধরতে পেরেছে শেভার্ন। উত্তরটাও সে রকমই দিল। কিছুক্ষণ পর বেন্টের কাঁধে ভর দিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেল সে।

তিনদিন পর। এর মাঝে র‍্যাঞ্চ থেকে বের হতে পারেনি শেভার্ন। বাঁ চোখের ফোলা সামান্য কমলেও পুরোপুরি সারেনি। এ ক'দিন রেবেকা একবারও আসেনি বাঙ্ক হাউসে।

আগের দিন শেভার্নের বন্ধু কীগান এসেছে র‍্যাঞ্চে। শেভার্ন আসার সময় বলে এসেছিল তিন সপ্তাহের মধ্যে খবর না পেলে সে যেন এম র‍্যাঞ্চে চলে আসে। পার হয়ে গেছে তিন সপ্তাহ।

ল্যারী এখনো বিছানায়। কাঁধ আর হাতের ব্যথা সারেনি ওর। নতুন করে স্লিঙ বাঁধা হয়েছে ডান হাতে। ডাক্তার বলেছে, সেলাই আরেকবার খুলে গেলে লাগান যাবে না। হাসপাতালে যেতে হবে তখন। হয়ত কেটে ফেলতে হবে হাতটা।

চারদিনের দিন বিছানা ছেড়ে উঠল শেভার্ন। র‍্যাঞ্চের কাজ-কর্ম দেখাশোনা করল খানিকটা। তবে ইচ্ছে করেই পরিশ্রমের কাজগুলো এড়িয়ে গেল। আসল ঘটনা ঘটল পঞ্চম দিন।

দুপুরের পর নিজের ঘরে বসে টাকা-পয়সার হিসাব করছে শেভার্ন। এমন সময় জো নামের একজন কাউবয় এসে খবর দিল, সাদা মুখোশধারী কয়েকজন লোক এসে পঞ্চাশটারও বেশি গরু নিয়ে গেছে মাঠ থেকে। কোন গুলি ছোঁড়েনি। রাখালদের বন্দুকের সামনে দাঁড় করিয়ে গরু নিয়ে সটকে পড়েছে নির্বিঘ্নে। র‍্যাঞ্চ থেকে চার মাইল দূরে কয়েকটা গরু বেঁধে রাখা হয়েছে। পরিষ্কার চোখে পড়ে। কিন্তু কাউবয়রা সেগুলো ফিরিয়ে আনতে সাহস পাচ্ছে না।

'আবার সাদা মুখোশধারী?' উত্তেজিত হয়ে পড়ল শেভার্ন। তারপর জো, ডারবি ও আরো জনাকয়েক কাউবয় নিয়ে এগিয়ে গেল ঘটনাস্থলের দিকে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে বেশ কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ খুঁজে পেল। ট্র্যাকগুলো টাটকা। সামনের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝা গেল না। জো জানাল ট্র্যাকগুলো সামান্য এগিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়েছে। মোড়ে গেলেই বেঁধে রাখা গরুগুলোকে আবছা দেখা যায়। সবাইকে নিয়ে সামনে এগোল শেভার্ন।

মোড়ে পৌঁছে পঞ্চাশটার মত বেঁধে রাখা গরু নজরে পড়ল ওদের। সামনের ছোট একটা অগভীর ক্রীক পেরিয়ে গরুগুলোকে ধাওয়া করে নিয়ে গেছে ওরা; অনুমান করল শেভার্ন। কিন্তু আশে-পাশে কোন সাদা মুখোশধারী নেই।

সার বেঁধে ক্রীক পার হল ওরা। চোরা পাথরে ভরা নালাটা পার হতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। এত কষ্ট করে গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না ওরা। আরো মিনিট বিশেক পরে গরুগুলোর তিন শ' গজের মধ্যে চলে এল শেভার্নরা। তারপর সুবিধামত একটা জায়গায় পজিশন নিল। রাইফেল প্রস্তুত।

প্রায় পনের মিনিট অপেক্ষায় থেকে বিরক্ত হয়ে পড়ল কেউ কেউ। অদেখা শত্রুর উদ্দেশে একটা ফায়ার করল ডারবি। শেভার্নও গোটাছয়েক গুলি ছুঁড়ল। প্রত্যুত্তর নেই।

এবার সামনের দিকে ক্রল করে এগোল শেভার্ন। জো, ডারবি এবং অন্যান্যরাও তাকে অনুসরণ করল। শেভার্ন আশংকা করছিল, যে-কোন মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। আশংকায় শরীর টানটান করে রেখেছে সবাই। প্রায় দুই শ' গজ যাবার পরও কোন আক্রমণ না আসায় নিরাশ হল। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মাটি থেকে ওঠে গরুগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের ওপর এখনো কোন আক্রমণ আসেনি।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল ডারবির মাথায়। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, বস।' বলল সে। 'জলদি ফিরে চল র‍্যাঞ্চে। মনে হয় কেউ আমাদের কায়দা করে কিছুক্ষণের জন্য র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে রাখতে চাইছে। র‍্যাঞ্চে কিছু-একটা অঘটন ঘটে

যেতে পারে।' ওর কথা শুনে র‍্যাঞ্চের দিকে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল শেভার্ন। ডারবিও চলল। অন্যরা রয়ে গেল গরুগুলো ফিরিয়ে নেয়ার জন্য।

র‍্যাঞ্চে এসেই আশংকাটা প্রমাণিত হল সত্যে। চারদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। ওদের দেখে এগিয়ে এল না কেউ।

বাঙ্ক হাউসের দিকে যেতেই র‍্যাঞ্চের কুক্ জোনাহকে একটা খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল শেভার্ন। বাঁধন খুলে দেয়ার পর স্বাভাবিক হতেই মিনিটখানেক লাগল জোনাহ্‌র। তারপর হাউ-মাউ করে কেঁদে বলল, 'কয়েকটা লোক এসে রেবেকাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

ঘটনাটা পুরো না শুনেই স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল শেভার্ন। র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে কাজের মেয়ে দীনাকেও একই অবস্থায় দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি হাত-পা আর মুখের বাঁধন খুলে দিল শেভার্ন।

ঘটনাটা অল্প সময়ে ঘটে গেছে। শেভার্নরা গরুর খোঁজে যাওয়ার মিনিট দশেক পরেই একদল সাদা মুখোশধারী আক্রমণ করে। র‍্যাঞ্চের কোন ক্ষতি করেনি ওরা। ঝটপট সবার হাত-পা বেঁধে রেবেকাকে নিয়ে পালায়। না, কাউকে চিনতে পারেনি। বিছানায় আহত অবস্থায় পড়ে থাকা ল্যারী ক্ষোভের সাথে বলল, 'হাতটা ভাল থাকলে দেখিয়ে দিতাম ওদের।'

নিজের ঘরে গিয়ে সুটকেসটা খোলা অবস্থায় পেল শেভার্ন। সপ্তাহের শেষে কাউবয়দের বেতন দেয়ার জন্য দু'হাজারের মত ডলার ছিল। সবগুলো টাকাই আছে। তবে নেড়েচেড়ে দেখা হয়েছে সন্দেহ নেই। হিসেবের খাতাটা উল্টো হয়ে পড়ে আছে

মেঝের ওপর। একটা ডলারও ছোঁয়নি কেউ। তবে ফিলিপের বন্দুকটা গায়েব।

অবাক হল শেভার্ন। যে কারণেই ডাকাতি করতে আসুক, নগদ টাকা দেখেও না নিয়ে চলে যাবে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হল ওর। হয়ত ওরা এসেছিল শুধু রেবেকার জন্যই। কিন্তু টাকার লোভ সামলে রাখাল কিভাবে?

কি-একটা কাজে কীগান বাইরে গেছে দু'দিনের জন্য। সে র‍্যাঞ্চে থাকলে কিছুই ঘটত না। কিন্তু এসব ভেবে লাভ কি? আক্ষেপ বাড়ে।

'কারা নিয়ে গেল রেবেকাকে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারী, তারপর আপনমনেই বলল, 'অন্তত একজনকে চিনতে পেরেছি। বার্থলোমো। খোঁড়াচ্ছিল সামান্য।'

'আমার ধারণাও তাই।' শেভার্ন বলল, 'কিন্তু প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। তোমার কথায় কাজ হবে না।'

'আজ রাতে কি করবে?' উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল ল্যারী।

'ঘুমাব', স্বাভাবিক স্বরে শেভার্ন বলল, 'ভীষণ ক্লান্ত শরীরটা। ঘুম পাচ্ছে।'

বিস্মিত হল ল্যারী। কিন্তু বলল না কিছুই।

সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রতিদিনের মত কাউবয়দের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিল শেভার্ন। সবাই লেগে গেল নিজ নিজ কাজে। কিছুক্ষণ পর শেভার্নের নজর পড়ল কুকুরটার ওপর। গলার চেইনের

সাথে ঝুলছে এক টুকরো কাগজ। খুলে দেখল চিরকুটটা। ওটাতে লেখা—

'সাদা মুখোশধারীরা রেবেকাকে
নিয়ে উপত্যকায় আটকে রেখেছে।
জলদি যাও। ওখান থেকে সরে যেতে
পারে আবার।

—তোমার বন্ধু'

ডারবিকে কাগজটা দেখাতেই সে প্রস্তাব দিল, 'হোপ এগে-ইনে গিয়ে শেরিফকে বলে পসি গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হোক।' কিন্তু শেভার্ন রাজি নয়। বলল, 'হোপ এগেইনের শেরিফ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। যা করার করতে হবে নিজেদেরকেই। রেবেকাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব এম র‍্যাঞ্চের লোকজনেরই।'

কীগানকে সাথে নিয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল শেভার্ন। চেনা পথ পার হওয়া সহজ। কিন্তু আশ্চর্য, পথে কারো সাথে দেখা হল না। বাঁধাও দিল না কেউ।

দু'ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও লোকজনের কোন চিহ্ন পেল না ওরা। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সবাই।

এগার

দিনের বেলা প্রকাশ্যে এম র‍্যাঞ্চ আক্রমণের ঘটনা এবং রেবেকার অপহরণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে হোপ এগেইনে। এর আগে শহরে মাঝে মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হলেও এমন ঘটনা ঘটেনি। সাদা মুখোশ-ধারীদের ব্যাপারে কিছুএকটা করা উচিত, সবারই ভাবনা। এ ব্যাপারে শেরিফ কিন্তু অতটা উৎসুক নয়। স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ক্রিয় মনোভাব দেখে যার খুরো ঘটনাটাকে দেখছে ও। শহরের লোকজন শেরিফের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

এম র‍্যাঞ্চ ও বি বি র‍্যাঞ্চের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বার্থলোমো আর শেভার্নের মারপিট, ডেভিয়েন্টের মৃত্যু, এসব ঘটনা টাইলারকে এক নাজুক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। আসলে লোকটা অত্যন্ত দুর্বলমনা। শহর চালানর কোন যোগ্যতা নেই। হম্বিতম্বি করতে পারে ঠিকই, কিন্তু আসল কাজের বেলায় ফাঁকা। সবচেয়ে বড় কথা হল, বার্থলোমোকে যমের মত ভয় করে লোকটা। শেরিফ হলেও বি বি র‍্যাঞ্চের লোকদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায়।

তবু নিশ্চিত ছিল টাইলার, রেবেকাকে উদ্ধার করার জন্য ওর কাছে আসতেই হবে শেভার্নকে। পসি গঠন না করে রেবেকাকে উদ্ধার করা অসম্ভব। আবার পসি করতে গেলে শেরিফকে লাগবেই। শেভার্নের হাতে পর পর দু'বার লাঞ্ছিত হয়েছে ও। বার্থলোমো ছিল ওর বড় ভরসা। কিন্তু শেভার্নের হাতে মার খাওয়ার পর বার্থলোমোর কোন গুরুত্ব নেই। এ অবস্থায় ও চাইছে শেভার্ন এসে সাহায্য চাক ওর কাছে। কিন্তু শেভার্ন এল না। বরং সকাল সকালই অফিসে এসে হাজির হল বার্থলোমো।

শেভার্নের হাতে মার খাওয়ার পর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে বিগ বিয়ার। সে জানে, আড়ালে-আবডালে শহরের লোকজন ওকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। এর পরেও দমে যায়নি ও। প্রতিশোধ নেবেই।

'শেভার্নকে তুমি গ্রেফতার করছ কখন, টাইলার?' প্রশ্ন করতে করতে একটা চেয়ারে বসল বার্থলোমো। টাইলারের ভাল লাগল না। লোকটা ওকে নাম ধরে ডেকেছে। যেন তারই অধীনস্থ একজন কর্মচারী।

'গ্রেফতার?' অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল শেরিফ, 'কিসের জন্য?'

'বাগান থেকে ফুল চুরি করার অপরাধে', রুক্ষভাবে জবাব দিল বার্থলোমো, 'বোকা, গর্দভ। কেন যে তোমার মত একটা ছাগলকে শেরিফ বানিয়েছিলাম?

'একটা কথা মনে রেখ টাইলার', একটু থেমে আবারো বার্থলোমো বলতে লাগল, 'আমার ইচ্ছা না থাকলে শেরিফ হতে পারতে না তুমি। আমি ইচ্ছা না করলে থাকতেও পারবে না।

'ফিলিপ মাস্টারসকে খুন করেছে শেভার্ন। জজ উইলমোর সাথে ষড়যন্ত্র করে এম র‍্যাঞ্চ বাগাবার তালে আছে। এ অভিযোগে আজকেই শেভার্নকে গ্রেফতার করে জেলে ভরবে তুমি।' বার্থলোমো বলল।

'কিন্তু কিভাবে?' শেরিফের মুখ থেকে সব রক্ত যেন শুষে নিয়েছে কেউ, ব্লটিং কাগজ দিয়ে। 'প্রমাণ ছাড়া একজনকে গ্রেফতার করা যায় কিভাবে?

'বার্থলোমো', কিছুক্ষণ থেমে শেরিফ বলল, 'যে আদেশ তুমি করবে, তা মানতে আমি বাধ্য। সেজন্যই জোর খাটাচ্ছ। কিন্তু একজন আইনের লোক হয়ে প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করতে পারি না। তাছাড়া, শেভার্নের অপরাধ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ করতে হবে কাউকে। তোমাদের এসব গোলমালের মধ্যে আমি নেই। যথেষ্ট করেছি।'

'লিখিত অভিযোগ?' রাগে ফেটে পড়ল বার্থলোমো, 'আমাকে নিয়ম শেখাচ্ছ তুমি! আমার অভিযোগের কোন দরকার নেই। নিজেই অভিযোগ আনবে তুমি। প্রমাণও করবে। শুধু নিজের কথাই ভেবো না। তোমার ছেলেমেয়েদের কথাও ভেবো খানিকটা।'

ভয়ে কুঁকড়ে গেল টাইলার। 'আমাকে তো যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করছ', কাঁচুমাচু হয়ে বলল সে। 'এর মধ্যে আবার ছেলেমেয়েদেরকে টানছ কেন?' শেরিফ জানে, ওর স্ত্রী ফ্যান্সীকে পছন্দ করে বার্থলোমো। পছন্দের পরিমাণ একটু বেশি। এজন্য ভয়ে ভয়ে থাকে টাইলার।

'ঐ একই কথা', কুৎসিত হাসি হেসে বলল র‍্যাঞ্চার, 'কান টানলে মাথা আসে। তোমার কথা মনে হলেই আবার তোমার বউ আর ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে কিনা।' এবার সরাসরিই বলে ফেলল বার্থলোমো। 'আমার আবার অন্যের স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু প্যাটনটা গোঁয়ার। মনে রেখ, উল্টাপাল্টা কিছু করতে চাইলে ওকে সামলাতে হবে আমাকেই। তুমি পারবে না।'

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে টাইলারের। প্যাটনের চরিত্রের কথা জানে সবাই। ওকে মোকাবেলা করার সাহস শেরিফের নেই।

'যা বলছিলাম', এবার নরম সুরে বলল বার্থলোমো, 'প্রমাণ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। যথেষ্ট রয়েছে আমার হাতে। সুযোগমত কাজে লাগাব। শেভার্নকে ফাঁসিতে ঝোলানর জন্য প্রমাণগুলো যথেষ্ট। তুমি ঘাবড়ে না গেলেই হল। আমি চেয়েছিলাম, নিজ হাতেই মারব ওকে। কিন্তু আইনের বাইরে যাবার ইচ্ছে আমারও নেই।'

শেরিফকে নিজের র‍্যাঞ্চে নিয়ে গেল বার্থলোমো। 'এই দেখ, ফিলিপকে মেরে তার উইনচেস্টারটা ছিনিয়ে এনেছে শেভার্ন। এখানকার সবাই চেনে এটা। এই বন্দুক নিয়েই র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়েছিল ফিলিপ।'

'কিন্তু বন্দুকটা তো এখন তোমার হাতে', আমতা আমতা করে টাইলার বলল, 'অভিযোগটা সেক্ষেত্রে তোমার বিরুদ্ধেই।'

'বোকা, গর্দভ।' ধমকে উঠল বার্থলোমো। 'শেভার্নের বাঙ্ক

হাউসে পাওয়া গেছে বন্দুকটা। ফোরম্যান সরিয়ে ফেলতে পারে বলে চুরি করে আনিয়েছি আমি। রেবেকাও দেখেছে এটা শেভার্নের ঘরে। ইগনাসিওকে জড়াতে চেয়েছিল শেভার্ন। রেবেকা বিশ্বাস করেনি। প্রয়োজন পড়লে ওর সাক্ষ্য নিতে পার।'

'এই দেখ', চকচকে একটা সোনার মেডেল দিল সে টাইলারের হাতে। একটা লকেটের প্রান্তে বাঁধা। 'এই লকেটটা পড়ে ছিল ফিলিপের ঘোড়াটার কাছে। এটাতে খোদাই করা আছে 'জে এস' জিম শেভার্নের সংক্ষেপ। তুমি বলবে লকেটটা বহুবার শেভার্নের গলায় দেখেছ।'

'কিন্তু আমি দেখিনি—' বলতে গেল শেরিফ।

'না দেখলেও কিছু আসে যায় না', বার্থলোমো বলল, 'জন স্মিথ নামের কেউও হতে পারে লকেটের মালিক। কিন্তু তুমি জিম শেভার্নের নামেই চালিয়ে দেবে এটাকে।

'দুই নম্বর', বার্থলোমো বলে চলেছে, 'শেভার্নের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগ আনবে। বলবে, শেভার্ন ওর দলবল নিয়ে ব্যাঙ্কে হানা দেয়। পাঁচ হাজার ডলারেরও বেশি লুট করে নিয়ে যায়। বাঁধা দেয়ায় গুলি করে রুবেলকে। মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছে রুবেল।'

'এটা প্রমাণ করব কিভাবে?' শেরিফ জিজ্ঞেস করল। 'তখন শহরেই ছিল না শেভার্ন। তাছাড়া দলবল পাবে কোথায়? এই এলাকায় ও নতুন।'

'তোমাকে প্রমাণ করতে হবে না কিছুই', বার্থলোমো বলল,

'যা বলার রুবেলই বলবে। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি শুধু শেভার্নের ডলারগুলো সনাক্ত করবে। যেগুলো ব্যাঙ্ক থেকে চুরি গিয়েছিল। বুঝিয়ে দেব কিভাবে কি করতে হবে।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম··· ···' আমতা আমতা করছে শেরিফ টাইলার।

'ভুল ভেবেছিলে', ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল বিগ বিয়ার, 'এবার নতুন করে ভাব। এতে তোমার বিপদ কমবে ছাড়া বাড়বে না। মনে রেখ, শেভার্ন নয়', নিজের বুকে টোকা দিয়ে বলল সে, 'আমিই তোমার জন্য বেশি বিপদের।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল শেরিফ। বুঝতে পারছে যা সে করতে যাচ্ছে, তার সাথে সত্যের সম্পর্ক নেই বিন্দুমাত্রও। তবুও বার্থলোমোর আদেশ মানতে সে বাধ্য।

শেরিফ জানে, বার্থলোমো যা ভাবছে সেটা করবেই। তাকে রুখবার সাধ্য কারো নেই। শেভার্নের মত ওর নিজের বাঁচা-মরাও এই মুহূর্তে নির্ভর করছে বার্থলোমোর ওপর। শেরিফ হবার দিন থেকেই ওকে দাবার গুটির মতই ব্যবহার করছে বার্থলোমো। এক্ষেত্রেও ওর আদেশই চূড়ান্ত। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শেরিফের বুক চিরে।

'আমি অভিযোগ আনব', শেরিফ বলল, 'শেভার্ন ফিলিপ মাস্টারসকে খুন করেছে। কিন্তু মোটিভ কি?'

'খুব সোজা', জবাব দিল বার্থলোমো, 'শেভার্ন আর জজ উইলমো মিলে একটা ষড়যন্ত্র করেছে। উইলমো এম র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছে শেভার্নকে। শেভার্ন খুন করেছে ফিলিপকে। দু'জনে

মিলে ভাগাভাগি করে নেবে এম র‍্যাঞ্চ।' একটু থামল সে, 'রেবেকাকে ওরা বঞ্চিত করতে চাইছে সম্পত্তি থেকে। তা মেনে নেয়নি মেয়েটা। তাই গুম করে ফেলা হয়েছে ওকে। পথের শেষ কাঁটাটাও সরিয়ে ফেলেছে আর কি।'

অকাট্য যুক্তি। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। তবে সাবধান থাকতে হবে খুব, শেরিফ ভাবল। একটু গড়বড় হলেই সব ভেস্তে যাবে। আর শেভার্নের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে কি হবে, ভেবে শিউরে উঠল শেরিফ।

এমন সময় দরজায় দেখা গেল প্যাটনকে। উদোম গা। ডান হাতে বড় একটা বাউই ছুরি। মনে হয় কাজ করতে করতে কি যেন মনে পড়ায় হঠাৎ ওঠে এসেছে।

'কি খবর প্যাট', বার্থলোমো জিজ্ঞেস করল, 'ঝামেলা মিটেছে?' কি ঝামেলা বুঝতে পারল না টাইলার।

'পানির মত।' জবাব দিল প্যাটন। 'সামান্য ফাঁক ফোঁকড়ও নেই কোথাও।' বলল সে। 'শেরিফকে বুঝিয়ে দিয়েছ সবকিছু? দেখ, আবার যেন বিগড়ে না যায়।'

'হ্যা', বলল বার্থলোমো। একবার চোখ টিপল সে প্যাটনের দিকে তাকিয়ে। 'তুমি আবার বিরক্ত করতে যেও না টাইলারের বউকে।' কৃত্রিম ধমক মেরে বলল সে, 'এমনিতেই অনেক ঝামেলায় রয়েছি আমি। চাই না আরো কোন গোলমাল হোক।' ভয়ে শরীরের রক্ত জমে গেল শেরিফের। হিম হয়ে এল হাত-পা।

'তুমি তোমার কাজে লেগে যাও', দু'জনের দিকেই তাকিয়ে বলল বার্থলোমো। কেউই বুঝল না কাকে বলছে। 'শহরে শেভার্ন

যেন কারো কাছ থেকে সাহায্য বা সমর্থন না পায়। বেল্টের দিকে একটু নজর রেখো। বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ইদানীং। সবকিছু যেন আবার গুবলেট হয়ে না যায়।'

'ঠিক আছে।' একসাথে বলল প্যাটন ও শেরিফ। মৃদু হাসল বার্থলোমো। এটাই চেয়েছিল সে। আদেশ দেবে সে, সবাই তা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে।

দু'দিক থেকে দু'জন করে চারজনে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রেবেকাকে। চারজনের মুখই সাদা কাপড়ের মুখোশে ঢাকা। দুটো চোখের জায়গায় গোলাকার ছিদ্র শুধু। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন নিচ্ছে—কিছুই জানে না রেবেকা।

অপহরণ করে নিয়ে আসার পর পাহাড় পেরিয়ে এক অচেনা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে। কিন্তু আধঘণ্টাও রাখেনি ওখানে। তাড়াহুড়া করে আবার তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে।

জায়গাটা একেবারেই অপরিচিত রেবেকার কাছে। পাথুরে রুক্ষ পথ। মাঝে মাঝে চড়াই আর উতরাই। কোনদিন এ রাস্তায় মানুষের পা পড়েছে কিনা সন্দেহ। চিনে রাখার জন্য বারবার আশেপাশে তাকাচ্ছে সে। খুব ঘনঘন দিক বদল করছে মুখোশ-ধারীরা। চিনে নেয়া মুশকিল।

মাঝে মাঝে থেমে, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা বলছে মুখোশধারীরা। একবারও শুনতে পায়নি সে। তবে বুঝতে পারছে

কিছুটা ভয় পেয়েছে লোকগুলো। কিন্তু রেবেকার সাথে একটা কথাও বলেনি কেউ।

পাথুরে পথ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সমতল একটা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। ডানপাশে ছোটো পাহাড়। মাঝখান দিয়ে অসমান কাঁকর বিছান পথ। কিন্তু সেদিকে এগোল না ওরা। হঠাৎ রেবেকার মনে হল, ল্যারীর কাছে ঠিক এ ধরনের একটা জায়গার বর্ণনা শুনে-ছিল সে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অজান্তেই। সত্যি তাহলে শেভার্নের লোকজনের হাতে বন্দী হয়েছে ও। অর্থাৎ ল্যারী জানত সবই। অভিমান হল। সব জেনে কেন ওকে বলেনি ল্যারী।

উপত্যকা পাশ কাটিয়ে সোজা পাহাড় বেয়ে ওঠে গেল মুখোশ-ধারীরা। বেশ খানিকটা চড়াই-উতরাই পার হয়ে আবার সমতল ভূমি। ওখানে অপেক্ষা করছে আরো তিনজন মুখোশধারী। ওরা পৌঁছতেই রেবেকার দু'হাত পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলল। বাঁধা দিল রেবেকা। কাজ হল না। চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এল ওর।

পাইন বন পেরিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। তালা খুলে ঘরে ঢোকাল রেবেকাকে। ঘরের এক কোণে দুর্গন্ধময় বিছানা পাতা। তেল চিটচিটে বালিশ। চাদর। নাক কুঁচকে এল রেবেকার। বিছানায় বসতে বলল ওকে। বসল না।

'তোমরা কে?' রাগী গলায় জানতে চাইল রেবেকা। 'কি চাও আমার কাছে? কেন এনেছ এখানে?'

মুখোশ খুলে ফেলল একজন। চেনা গেল না ওকে।

'জানি না', জবাব দিল সে, 'শুধু জানি তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া হবে। মাত্র একটাই। খুব শিগগিরই জানতে পারবে সব।'

'শেভার্ন কোথায়?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল রেবেকা, 'কখন আসবে?' জানতে চাইল সে।

'কে শেভার্ন?' লোকটা বলল আশ্চর্য হয়ে, 'চিনি না। শুধু—' কি বলতে গিয়েও আবার যেন থেমে গেল।

লোকটা বেরিয়ে গেল। হাতের বাঁধন খুলে দেয়নি। বাইরে থেকে তালা মারার শব্দ এল। রেবেকা বন্দী।

আধঘন্টা পর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা পরিচিত মনে হল রেবেকার। যেন বহুবার শুনেছে। কিন্তু মনে করতে পারল না ঠিকমত।

একবার মনে হল শেভার্নের পায়ের শব্দ ওটা। রেবেকা নিশ্চিত বুঝতে পারছে, বার্থলোমো যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিল তা পুরোপুরি সত্যি। আতংকিত হয়ে পড়ল মেয়েটা।

নিশ্চয়ই শেভার্ন এখন ওর সাথে কোনকিছু নিয়ে দর কষা-কষি করতে চাইবে। কি চাইতে পারে লোকটা? এস র‍্যাঞ্চ? হ্যাঁ, পেতে পারে সহজেই। বাবা থাকলে একটা-কিছু উপায় বের হত। আর ল্যারী? ঘৃণায় মুখ-চোখ কুঁচকে উঠল রেবেকার। সে তো শেভার্নের দলেরই একজন।

তালা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। রেবেকাকে চমকে দিয়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল বার্থলোমো।

'ওহ্ তুমি', আনন্দে দাঁড়িয়ে গেল রেবেকা। মনে মনে ওকেই কামনা করছিল এতক্ষণ। কিন্তু তালা খুলে কিভাবে এল বার্থ-

লোমো? কিভাবে? বিরাট একটা হোঁচট খেল মনে মনে। 'আমি ভেবেছিলাম ডাকাতদের কেউ হবে', ক্ষীণকণ্ঠে বলল সে।

রেবেকার হাতের বাঁধন খুলে দিল বার্থলোমো। বসাল খাটের ওপর। নিজেও বসল পাশে।

বার্থলোমো বলল, 'দেখলে তো, শেষ পর্যন্ত কি করল শেভার্ন? অচেনা একজনকে বিশ্বাস করতে প্রথম থেকেই নিষেধ করেছিলাম।'

রেবেকা কিন্তু একটু আগের বিশ্বাসে স্থির নেই। সন্দেহ দানা বাঁধছে মনে। 'আমি সত্যি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, বার্থ', কিঞ্চিত আহত স্বরে বলল সে।

'তোমার চরম বিপদ সামনে জেনেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম আমি', গাঢ় স্বরে বার্থলোমো বলল। 'জজ উইলমো আর শেভার্ন মিলে এস র‍্যাঞ্চ দখল করে নিয়েছে। তোমার ল্যারীও রয়েছে ওদের সাথে। এখন বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, ওরাই খুন করেছে ফিলিপকে।'

'এখনো তুমি শেভার্নের হাতেই বন্দী। আমার লোকজন গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে। শেভার্নের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু অনেক লোকজন ওর পক্ষে। জানি না এখান থেকে তোমাকে বের করে নিতে পারব কিনা।'

'তুমি এলে কিভাবে?' বার্থলোমোর কথা শুনে অবাক হল রেবেকা, 'তুমি তো তালা খুলে ঘরে ঢুকলে?'

'ওসব কথা থাক। পরে বুঝিয়ে দেব।' মুখের সামনে হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল বার্থলোমো, 'সে অনেক কথা। যা বলছিলাম, তোমাকে নিয়ে কি করবে ওরা, জানি না।

তবে মনে হয় জোর করে তোমার সাথে ল্যারীর বিয়ে দিতে চাইবে। এছাড়া র‍্যাঞ্চের আইনগত অধিকার কব্জা করার উপায় নেই।'

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউই করতে পারবে না কিছু', জেদী স্বরে রেবেকা বলল। 'আমি মরে গেলেও না।'

'ওরা বোধ হয় তাই করতে চাইবে', বার্থলোমো বলল, 'রাজি না হলে তোমাকে ওরা বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হয় না। যেমন মেরেছে তোমার বাবাকে।'

চমকে উঠল রেবেকা। তাহলে কি সত্যি মারা গেছে ওর বাবা?

'আর ল্যারীকে বিয়ে করলেও বেঁচে যাচ্ছ না তুমি', বার্থলোমো বলল, 'ওরা তোমাকে চায় না, চায় র‍্যাঞ্চটা। পেলেই বিক্রি করে পালাবে। তখন তোমাকে আর দরকার কি?'

'ওরা যে এমন করবে, ভাবতেই পারিনি।' কেঁপে উঠল রেবেকার কণ্ঠ।

'তুমি ওদের চিনতে পারনি', র‍্যাঞ্চার বলল, 'তবে আমিও ছেড়ে দেব না। চেষ্টা করছি যাতে প্রমাণ করা যায় যে শেভার্নই ফিলিপকে খুন করেছে। এ ব্যাপারে তোমাকেও সাহায্য করতে হবে।

'ব্যাঙ্ক ডাকাতির জন্যও শেভার্নকে দায়ী করা হচ্ছে। রুবেলকে মেরে ফেলার জন্য গুলিও করেছিল সে-ই। এবার আর রেহাই পাবে না শেভার্ন। নিজেই বলছে রুবেল, চিনতে পেরেছিল ওকে।'

'উহু', রেবেকা বলল, 'আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও বার্থলোমো, সবকিছু অসহ্য লাগছে।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার', বার্থলোমো বলল। 'এখান থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়াটা তোমার ইচ্ছের ওপরই নির্ভর করছে।'

'আমার ইচ্ছের ওপর?' অবাক হল রেবেকা।

'শিওর', বার্থলোমো বলল, 'তবে আমাকেও ভয় পাচ্ছে ওরা। জানে, একমাত্র আমিই ওদের সব প্ল্যান বানচাল করে দিতে পারি।'

'দিচ্ছ না কেন?' রেবেকার প্রশ্ন।

'মুশকিল হল, তোমাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে আমার সাথে।

'তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি রেবেকা', একটু থেমে সে বলল। 'তবে ব্যবস্থাটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। জজ উইলমোকে আটকে রেখেছি আমি। ওকে এখানে নিয়ে আসব যে করেই হোক। তোমাকে আমি বিয়ে করব। এবং সে বিয়েটা পড়াবে উইলমো স্বয়ং।'

ঝট করে ওর দিকে মুখ তুলল রেবেকা। বার্থলোমো বলে চলেছে, 'একমাত্র এভাবেই শেভার্নকে জুয়া খেলায় হারাতে পারি আমরা। ওকে ফাঁসিতে লটকালেই শুধু হবে না। র‍্যাঞ্চটাও তো ফিরে পেতে হবে।'

রেবেকা বলল, 'উইলমো কাকুকে তোমার চেয়ে অনেক ভাল চিনি আমি। ওঁকে কিছুতেই রাজি করাতে পারবে না এ কাজে।' ওর কণ্ঠ সন্দেহ আর অবিশ্বাস মেশান।

'তুমিই রাজি করাবে ওকে', বার্থলোমো বলল, 'জজকে নিয়ে আসব আমি। তুমি বলবে রাজি আছ আমাকে বিয়ে করতে।'

'মিথ্যা কথা। ও যা বলছে বিশ্বাস করো না!' হঠাৎ কে যেন

ফিসফিস করে বলে উঠল খুব কাছ থেকে।

চমকে উঠল রেবেকা। কথাটা শুনতে পায়নি বার্থলোমো। সে অপেক্ষা করছে জবাবের জন্য। বুঝতে পারছে, রেবেকা এখন খাঁচায় বন্দী। ওর কথা শুনতেই হবে তাকে।

অন্যমনস্কভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দিকে তাকাল রেবেকা। হাতের রুমালটা পেঁচিয়ে নিল গলায়। দেখল, ঠিক ওর পেছনে দুটো খুঁটির মাঝখানে সামান্য ফাঁক। বেড়ার পেছনে কালো ছায়া। ওখানে দাঁড়িয়ে কেউ সতর্ক করে দিচ্ছে তাকে। কে?

সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠছে। বার্থলোমোর তালা খুলে ঘরে ঢোকাটাই অস্বাভাবিক লেগেছিল ওর কাছে।

রেবেকা বলল, 'চিন্তা করার জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে।' আসলে ওর মাথায় ঘুরছে অন্য ভাবনা।

হতাশার ছায়া পড়ল বার্থলোমোর মুখে। হঠাৎ রেবেকার এই আকস্মিক আচরণের কোন মানে বুঝতে পারছে না।

'তোমার এখানে আসতে গিয়ে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছি আমি', বার্থলোমোর কণ্ঠে উত্তাপ। 'এতে আমার স্বার্থ নেই। তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি এসেছি। তাছাড়া সময়ও খুব কম।

'যাই হোক', আবার বলল সে, 'মোটকথা, যা বলার এক্ষুণি বলতে হবে তোমাকে।'

'ভুল করো না, সাবধান!' আবার সতর্কবাণী ভেসে এল বেড়ার ওপাশ থেকে।

'কিন্তু আমাকে ভাবতেই হবে।' দৃঢ়কণ্ঠে রেবেকা বলল।

'তোমার ইচ্ছা', বিরক্ত হয়ে ওঠে পড়ল বার্থলোমো। ধৈর্যের

প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে ও। অসহ্য লাগছে রেবেকার ভাবভঙ্গি।

বেরিয়ে গেল বার্থলোমো। পেছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। তালা লাগানর শব্দ শোনা গেল। রেবেকা বুঝল, শেভার্ন নয়, আসলে বন্দী হয়েছে সে বার্থলোমোরই হাতে।

রেবেকার ঘর থেকে বিশ গজ দূরে একই ধরনের আরেকটা ঘর। ওতে বন্দী করে রাখা হয়েছে জন্‌ উইলমোকে। আজ সকালে একদল সাদা মুখোশধারী বাড়িতে হানা দিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে ওকে।

একটা তক্তপোষের ওপর বসা উইলমো। মলিন চেহারা। উস্কখুস্ক চুল। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর।

তালা খুলে গেল দরজার। ঘরে এসে ঢুকল বার্থলোমো। 'গুড মর্নিং বার্থলোমো, নাকি ইভিনিং', রসিকতা করল জন্‌। 'তোমাকেও এরা ধরে এনেছে? নাকি তুমিই ধরে এনেছ আমাকে?'

'দুটো ধারণাই ভুল', বার্থলোমো বলল, 'তবে তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করা যায়।'

'তাই নাকি?' জন্‌ বলল। 'কিন্তু তার জন্য কি করতে হবে আমাকে?'

'তেমন কিছু না', বার্থলোমো জবাব দিল। 'সহজ কাজ।'

'হুম! আমি ভেবেছিলাম নগদ কিছু পয়সা ঢালতে হবে। তা কি ধরনের কাজ?'

'জাস্ট একটা বিয়ে।' বার্থলোমো বলল।

'তাই?' জজ বলল। 'বিয়ে সবসময়ই ভাল একটা ঘটনা। তা কোথায় হচ্ছে বিয়েটা? তোমার র‍্যাঞ্চে?'

'এখানেই।'

'বাহ্, সুন্দর!' রসিকতা করল বৃদ্ধ। 'একেবারে জঙ্গলের মধ্যে বিয়ে? বধূটি কে? রাজি আছে?'

'ওর নাম রেবেকা। রাজি আছে।'

'রেবেকা!' চমকে উঠল জজ। 'সে এখানে কেমন করে এল?'

'আমি তোমার চেয়ে চালাক, জজ।' বার্থলোমো বলল। 'তুমি ভেবেছিলে জাল একটা উইল করে শেভার্নকে পাঠিয়ে দিলেই জিতে যাবে। তোমার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি।'

'এখন কি তুমি গলা কাটতে যাচ্ছ নাকি শেভার্নের?' জজ জিজ্ঞেস করল।

'আমি নই। আমার লোকেরা। এতক্ষণে কেটে ফেলেছে কি-না কে জানে!

'দেখ জজ, ছয় মাইল পথ ভেঙে মজা করতে এখানে আসিনি। তোমাকে সরাসরি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। রেবেকার সাথে আমার বিয়েটা সার। শেভার্নের ব্যবস্থা আমিই করব। তারপর এম র‍্যাঞ্চ তিনজনে মিলে ভাগ করে নেব।'

'বোকা পাঁঠা।' বলল জজ।

'তুমি রাজি নও?' জিজ্ঞেস করল বার্থলোমো।

'সন্দেহ আছে কোন?' পাল্টা প্রশ্ন করল উইলমো।

'বোকা তুমিই। আমি তোমাকে যেতে না দিলে দেখি তুমি

কিভাবে এখান থেকে বেরোও।'

'সেক্ষেত্রে তুমিও রেবেকাকে বিয়ে করতে পারছ না।' জজ বলল, 'গভর্নর ব্রেককে অলরেডি একটা চিঠি দিয়ে এসেছি আমি। সবকিছুই জানিয়েছি। কাঁচা কাজ করি না।'

এবার হেসে উঠল বার্থলোমো। 'ওদিকে খেলা যে শেষ হবার পথে। শেভার্ন বোধ হয় এখন পচে মরছে হোপ এগেইনের সেলে।'

'ওকে আটকেছ কি অপরাধে?'

'ফিলিপকে খুন, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, রুবেলকে খুন করার চেষ্টা, জোর করে এম র‍্যাঞ্চ দখলের চেষ্টা ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই ফাঁসি না হয়ে গেলে তোমার আইনগত পরামর্শও তার প্রয়োজন হবে, জজ।

'সব প্রমাণ আমার হাতের কাছে তৈরি ছিল। শেরিফের কাছে সবই দিয়ে এসেছি। মনে হয়, আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখাই তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'একদিন এজন্য তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, বার্থলোমো। সম্ভবত আমিই লটকাব।'

'জজ, এখনো কিন্তু তাসের সবগুলো টেক্কা আমার হাতেই। মানলাম, অনেকদূর এগিয়েছ। তবে আর নয়। যা করেছ, করেছ। এখন আমার কথা না শুনলে পস্তাতে হবে। সবকিছু আগের মতই গুছিয়ে ফেলব। শুধু সময়ের ব্যাপার।' বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এল বার্থলোমো। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।

বার

এম ব্যাঙ্কের কারো মনে শান্তি নেই। তিন দিন খোঁজাখুঁজির পরও রেবেকার পাত্তা পাওয়া যায়নি। সবরকম চেষ্টা করেছে শেভার্ন। ফলাফল শূন্য।

আজ সকালে একটা খবর পেয়ে অবাক হয়েছে ও। অচেনা একজন লোক এসেছিল ব্যাঙ্কে। বলে গেছে, ভালই আছে রেবেকা। শেভার্ন যেন এদিকটা সামলায়।

এর বেশি কিছুই বলতে চায়নি লোকটা। শুধু বলেছে, 'তোমার একজন বন্ধু পাঠিয়েছে আমাকে। খবরটা পৌছে দিতে বলেছে।' হঠাৎ করেই ঘোড়া ঘুরিয়ে শেভার্নকে হতবাক্ করে দিয়ে চলে গেছে।

ল্যারী কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। হাঁটাচলা শুরু করেছে। তবে ডান হাত এখনো স্লিঙে বাঁধা। ডাক্তার বলেছে, আরো দিন দুয়েক থাকতে হবে এভাবে। তারপর সেলাই পরীক্ষা করে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবে। ঘামে ভেজা শরীরে শেভার্ন ঘরে ঢুকতেই ল্যারী উৎসুক চোখ তুলে তাকাল।

'না', শেভার্ন বলল, 'খোঁজ পাওয়া যায়নি রেবেকার।' এক কথা অসংখ্যবার বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ও। তবুও বলে। ল্যারীর মনের অবস্থাটা বুঝতে কষ্ট হয় না ওর।

'আমি একটু শহরে যাচ্ছি', যেতে যেতে বলল ফোরম্যান। 'ডারবি এলে বেন্টের সেলুনে পাঠিয়ে দিও। আর ঘর থেকে বেরিও না দয়া করে।'

'তোমাকে ফিরে আসতে দেখে ভাল লাগছে রুবেল', বলতে বলতে ব্যাঙ্কে ঢুকল শেভার্ন। 'ডলারের কয়েকটা বড় নোট ভাঙাতে হবে। র‍্যাঞ্চের জন্য রসদপত্র কেনা দরকার।'

'এই আর কি', ম্লান মুখে বলল রুবেল, অত্যন্ত নিচু কণ্ঠস্বর। কেমন যেন ফ্যাকাসে। শেভার্নের মনে হল, এখনো শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ব্যাঙ্কার।

'একটু গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। প্রায় ছ' হাজার ডলার লুট হয়ে গেল। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়েও শোধ করতে পারব না। একেবারে ফতুর করে দিয়ে গেছে। বোধ হয় মেরে ফেললেই ভাল ছিল এর চেয়ে।

'এখানকার লোকজন ভাল। কেউ দোষ দিচ্ছে না আমাকে। ডাকাতির পরপরই মিঃ বার্থলোমো পাঁচ হাজার ডলার ধার দিয়েছেন। বলেছেন, শিগগিরই এ টাকা ফেরত চাইবেন না। বড্ড ভাল লোকটা। বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমাকে। ও'র দেখাদেখি অল্প হলেও আরো কয়েকজন টাকা জমা রেখেছে।'

'আমিও তোমাকে কিছু দেয়ার চেষ্টা করব', শেভার্ন বলল, 'তবে আজ সাথে নেই।' আপাতত এ ডলার ক'টার ভাঙতি দাও।' কয়েকটা নোট কাউন্টারের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিল।

সন্দেহভরা চোখে ব্যাঙ্কার তাকাল শেভার্নের দিকে। কিছু যেন বলতে চাচ্ছে। রুবেলের আচরণ স্বাভাবিক মনে হল না শেভার্নের কাছে। কি ধরনের ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে, তা জানা থাকলে হয়ত আরো সাবধান হত ফোরম্যান।

'অবশ্যই', বলতে বলতে টাকাগুলো নিল ব্যাঙ্কার, 'মিঃ শেভার্ন, আপনাদের সহযোগিতাই তো এখনো টিকিয়ে রেখেছে।' হাতের আঙুলগুলো রীতিমত কাঁপছে ওর। শেভার্নের নজর এড়াল না ব্যাপারটা।

'ডাকাতির কোন সুরাহা হল?' জিজ্ঞেস করল শেভার্ন, 'তদন্ত কি চলছে এখনো? নাকি থেমে গেছে?'

'এগোয়নি খুব-একটা', রুবেল বলল। 'তবে চিনতে পেরেছি কারা এসেছিল ডাকাতি করতে। তুমিও জানতে পারবে শিগগিরই।' জোরে জোরে কথা বলে নার্ভাসনেস ঢাকার চেষ্টা করছে লোকটা।

'দু'তিন মিনিট দেরি হলে আপনার কি কোন অসুবিধা হবে, মিঃ শেভার্ন?' রুবেল বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল। 'আমার একজন সহকারীকে বাইরে পাঠাতে হবে একটু। হঠাৎ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

'নিশ্চয়ই না', শেভার্ন বলল। 'খুব-একটা তাড়া নেই।'

শেভার্নকে ভাঙতি না দিয়েই ওঠে গেল রুবেল। সহকারী

হিলারীকে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন বলে বাইরে পাঠাল। তারপর আবার এসে বসল কাউন্টারে। একগাদা নোট বের করে অনাবশ্যক গুণতে লাগল। শেভার্নের দেয়া নোটগুলো তখনো কাউন্টারের ওপরেই। ড্রয়ারে রাখা হয়নি।

জুতোয় মচমচ্ শব্দ তুলে ব্যাঙ্কে এসে ঢুকল শেরিফ টাইলার। ওর দু'পাশে দু'জন ডেপুটি। পেছনে শহরের গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন লোক। বিপদের গন্ধ পেল শেভার্ন। 'এক মিনিট অপেক্ষা কর শেরিফ, আমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল শেভার্ন।

'কিন্তু আমার কাজ এখনো শুরুই হয়নি।' হাতে পিস্তল তুলে নিল শেরিফ। দু'জন ডেপুটিও বের করে ফেলেছে পিস্তল। 'দেখি—', বলে রুবেলের কাউন্টারের ওপর থেকে শেভার্নের দেয়া নোটগুলো নিল টাইলার, 'এ নোট কোথায় পেলে তুমি?' রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করল ফোরম্যানকে।

'হম্বিতম্বি দেখে মনে হচ্ছে এগুলো চুরি করেছি?' রেগে গিয়ে শেভার্ন বলল, 'একটু আগেই র‍্যাঞ্চ থেকে এগুলো নিয়ে বেরিয়েছি। ভাঙান দরকার। তোমার কি খুব অসুবিধা হয়েছে নাকি তাতে?'

'খুব অসুবিধা', মাথা নেড়ে বলল রুবেল। 'জবাবটা আমিই দিচ্ছি। আমি শিওর, এ নোটগুলোই ডাকাতি করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে।'

'এবার?' ব্যঙ্গমাখা হাসি ঝরছে শেরিফের মুখ থেকে। 'বুঝলে তো কি অসুবিধা?'

নিশ্চয়ই, তুমি কোন ভুল করছ রুবেল', দৃঢ়কণ্ঠে শেভার্ন বলল, 'মতলবটা বলে ফেল তো ঝটপট। ঝামেলা করতে চাইছ মনে হচ্ছে ?'

কাঁপা কণ্ঠে রুবেল বলল, 'ভুল আমি সচরাচর করি না। এই দেখ আমার খাতা। নোটের নম্বরগুলো লিখে রেখেছিলাম আগেই।' বলেই খাতাটা এগিয়ে দিল শেরিফের দিকে। 'নিরাপত্তার খাতিরে অনেককিছুই করতে হয় আমাদের।'

খাতাটা হাতে টেনে নিল শেভার্ন শেরিফের কাছ থেকে। দেখল বেশ কতগুলো নোটের নম্বর সার বেঁধে সাজান আছে ওতে। নোটগুলোও নিল। প্রথম দিককার নম্বরগুলোর সাথে হুবহু মিলে গেল তার দেয়া নোটের নম্বরগুলো। কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে কিছুতেই মাথায় আসছে না ওর।

'খুব ভাল', খাতাটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে শেরিফ বলল, 'যেভাবে চোখ রাঙাচ্ছিলে, মনে হচ্ছিল আমিই যেন ডাকাত। মজাটা বুঝবে এবার। অনেকদিন ধরে সুযোগ খুঁজছি। পিঠের ছাল তুলব এবার।

'ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগে তোমাকে আমি গ্রেফতার করলাম। ডাকাতির সময় রুবেলকে নিশ্চয়ই গুলি করেছিলে তুমিই।

'তোমার একটা জবানবন্দীর দরকার হবে রুবেল', বলে ব্যাঙ্কারের দিকে তাকাল টাইলার।

'ওহ্ গড!' বলে উঠল শেভার্ন। 'রুবেল, আমি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছি ? গুলি করেছি তোমাকে ?'

'শুধু তাই নয়', শেরিফ বলল, 'ফিলিপ মাস্টারসকে খুনের

অভিযোগও রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে।'

'তাই নাকি', বাঁকা হেসে কোরম্যান বলল, 'প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন মারা যাওয়ার জন্যও বোধ হয় আমিই দায়ী, তাই না ?

'এর চেয়ে ভাল হবে', শেরিফকে বলল সে, 'একটু ধীরে-সুস্থে আগে বাড় শেরিফ, একটু ধীরে। আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে আমার।

'আবার বলছি, হ্যাঁ, আইনের প্রতি। তোমার মত ঢোঁড়া সাপ পেছন থেকে ছোবল মারার যত চেষ্টাই করুক না কেন, আমি আইনের পথেই যেতে চাই। আমি জানি, আইন সবসময় তার নিজের পথেই চলবে।

'আর যাই বল, আমার একবার ব্যাঙ্কে যাওয়া দরকার। সব-কিছু আগোছাল হয়ে আছে সেখানে। তাছাড়া জজ উইলমোর কাছেও একটা খবর দেয়া দরকার আমার।'

জজের কথায় ভয় পেয়ে গেল শেরিফ। 'তোমাকে তো আর ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছি না', সে বলল, 'এর মধ্যে উইলমোকে দরকার কেন আবার? আমরা জুরি বসাব। আত্মপক্ষ সমর্থনের পুরো সুযোগ দেয়া হবে তোমাকে। জুরিরা যা রায় দেবেন তাই মেনে নেব আমি। আইনের বাইরে আমিও কাজ করি না।'

'এসব কি হচ্ছে শেভার্ন?' বলতে বলতে ব্যাঙ্কে ঢুকল কীগান। শেভার্ন, শেরিফ, রুবেল, ডেপুটি শেরিফ, সবাইকে এমন অবস্থায় দেখে বোকা বনে গেছে সে, 'জজ উইলমোকে পাওয়া যাচ্ছে না, ওর বাসায়। কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে জোর করে।

কোথায় নিয়ে গেছে বলতে পারছে না কেউই।'

'ধরে নিয়ে গেছে?' মুখ বেঁকিয়ে শেরিফ বলল, 'নাকি নিজেই লুকিয়ে পড়েছে কোথাও? আমি জানতাম উইলমোকে পাওয়া যাবে না এ সময়ে। ফিলিপ মাস্টারসকে খুনের ব্যাপারে হাত আছে কিনা।'

আইনের প্রতি পশ্চিমের যে-কোন শহরের লোকজনের শ্রদ্ধা এমনিতেই খুব বেশি। তবে সে আইনের ধাঁচ একটু আলাদা। মাঝে মাঝে বিনা বিচারে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলালেও সেটা আইন বলেই মনে করে। ডুয়েলে কেউ খুন হলে ওরা মজা পায়। কিন্তু পেছন থেকে গুলি করলে বা নিরস্ত্র লোককে বিনা কারণে খুন করলে খুনীকে ফাঁসি দিতে একমুহূর্তও দেরি করে না।

গ্রেফতার করা হল শেভার্নকে। কিন্তু এ নিয়ে হোপ এগেইনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বেশিরভাগ লোক শেভার্নের পক্ষে। ওরা জানে, শেভার্নের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না। বিপক্ষের লোকেরা বলতে লাগল, শেভার্ন যে এমন কাণ্ড করবে তা ওরা আগে থেকেই জানে।

কিন্তু প্রমাণ হোক আর না হোক, অভিযুক্তদের প্রতি এ শহর বড় নির্মম। ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে শেভার্ন। শেরিফের অফিসের পেছনে একটা সেলে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। চার বাই চার ফুটের কুঠরি। বাতাসের নামগন্ধ নেই। ফিকে অন্ধকার। দৃষ্টি খুব-একটা চলে না।

শোয়ার জন্য একটা তক্তপোষ। কিন্তু বিছানা-বালিশ কিছু নেই। পানি নেই। ল্যাট্রিনের তো প্রশ্নই আসে না। অবশ্য নড়বড়ে নয় তক্তপোষটা। ছোট হলেও মজবুত।

এক পাল্লার কাঠের দরজা। যথেষ্ট শক্ত। তক্তার মাঝখানে বিন্দুমাত্র ফাঁকও নেই। বাইরের কোনকিছুই দেখা যায় না। দরজাটা ভেঙে ফেলা অসম্ভব। ছাদের কাছে একটা জানালা। ছোট। উঠতে পারলে পালানর চেষ্টা করা যেত। কিন্তু হাত দুটো চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে শেভার্নের।

মাটিতে শুয়ে পড়ল শেভার্ন। কাত হয়ে, অনেক কষ্টে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। অতিকষ্টে ধরাল একটা। বসে বসে সিগারেট খাওয়া ছাড়া আপাতত কোন কাজ নেই। গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগানর চেষ্টা করতে লাগল।

চকিতে একটা কথা মনে পড়ল ওর। এম র‍্যাঞ্চ থেকে রেবেকাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর র‍্যাঞ্চে এসে তার ঘরে টাকার ব্যাগটা খোলা পেয়েছিল সে। অথচ খোয়া যায়নি একটা টাকাও। নিশ্চিত হল, ফাঁসান হয়েছে ওকে। ইচ্ছে করেই টাকাগুলো না নিয়ে শুধু নম্বরগুলো টুকে নিয়ে গিয়েছিল কেউ। সবগুলোর না হলেও বেশ কতগুলোর। ব্যাপারটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল।

নিশ্চয়ই বার্থলোমো নিজেই হামলার সময় ছিল। মুখোশ পরা থাকায় চিনতে পারেনি কেউ। রুবেলের মতে ভীতু আর দুর্বলচিত্ত লোকের পক্ষে এমন কাজ করা অসম্ভব।

শেভার্ন ভাবল, অনুমানটা ঠিক হলে তা প্রমাণও করতে পারবে। হানা দিতে হবে বি বি র‍্যাঞ্চে। কিন্তু তার আগে সেল থেকে বাইরে বের হওয়া দরকার। হাত খোলা থাকলে পালানর একটা উপায়ও বোধ হয় বের করতে পারত।

দরজাটা পরখ করে দেখল সে। খুবই মজবুত। ভেঙে পালান যাবে না। তাছাড়া সতর্ক শেরিফ নিশ্চয়ই পাহারা বসিয়ে রেখেছে। হাত মুচড়ে স্ট্র্যাপ খোলার চেষ্টা করল। খুলল না। বরং চেপে বসল আরো জোরে।

মাটিতে শুয়ে দরজায় প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল সে কয়েক-বার। তারপর ওঠে বসল।

'কি চাই?' বাইরে থেকে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল। 'বিরক্ত করছ কেন?'

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'পানি খাব।'

একটু পরেই খুলে গেল সেলের দরজা। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘোলা হয়ে গেছে ঘর। 'ইস্, জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছ ঘরটাকে', বলতে বলতে একটা বড় পানির মগ মাটিতে রাখল ডেপুটি শেরিফ। 'খাও যত পার।' আরেক হাতে পিস্তল ধরে রেখেছে সে। শেভার্নের হাত বাঁধা থাকলেও কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

'এমনিতেই তো এটা জাহান্নাম', বাঁকা হেসে শেভার্ন বলল, 'ঘর তো বানিয়েছ কবুতরের জন্য। নিজেদেরই মানুষ ভাব না তোমরা। আর কয়েদীদের কি মনে করবে? খোলাই রাখ না দরজা-টা। বেরিয়ে যাক ধোঁয়া।'

'হ্যাঁ, আর তুমি লাফিয়ে পড় আমার ঘাড়ে', বলল ডেপুটি।

'ওসব হচ্ছে না। চালবাজি রাখ। পানি খেয়ে নাও।'

'কিভাবে খাব', বিরক্ত হয়ে শেভার্ন বলল, 'মাটিতে শুয়ে খেতে হয় নাকি এখানে?'

'যেভাবে পার', রসিকতা করল ডেপুটি, 'সিগারেট বের করে ধরাতে যখন পেরেছ, তখন পানিও খেতে পারবে।' দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে। চৌকাঠের সাথে পাল্লা বাড়ি খাওয়ায় পুরো ঘরটাই কেঁপে উঠল একবার। ছিটকিনি লাগানর শব্দ শোনা গেল বাইরে থেকে।

পানি খেল না শেভার্ন। স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা হাত দুটো ডুবিয়ে দিল পানিতে। জোরাজুরি করার সময় হাতের সামান্য জায়গা ছড়ে গিয়েছে। জ্বালা করছে জায়গাটায়। তবু তুলল না হাত। পনের মিনিট রেখে দিল ওভাবেই।

এই পনের মিনিটে ফুলে ঢোল হয়ে গেল চামড়ার স্ট্র্যাপ। বাঁধন শিথিল হল বেশ খানিকটা। এক টানে স্ট্র্যাপ খুলে ফেলল সে।

দরজার ওপর ভর দিয়ে পাটাতন বেয়ে ওপরে উঠার চেষ্টা করল। পারল না। বারবার পিছলে যাচ্ছে পা। তাছাড়া শব্দ হলে ওপাশে সন্দেহ হতে পারে।

কাঠের তক্তপোষটাকে দু'হাতে টেনে উঠাল। কাত করে হেলান দিয়ে রাখল দেয়ালের একপাশে। দরজার পাল্লায় ভর দিয়ে আরেক পা তক্তপোষের খাড়া কিনারে রেখে দাঁড়াল। ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। হাত দিয়ে নাগাল পেল জানালার। তিনবারের বার ওঠে পড়ল জানালায়। মাথা গলিয়ে দিল বাইরের

দিকে।

আশেপাশে দেখা গেল না কাউকে। ভাগ্যটা ভালই। শেরিফের অফিসের পেছনের অংশ এটা। নিচে ময়লা আর আবর্জনার স্তূপ। লাফ দিলে কোমর পর্যন্ত ডেবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোন শব্দ হলেও বিপদ।

দেয়াল বেয়ে জানালায় ওঠে ঘরের ভেতরে মুখ ফেরাল সে। পা ঝুলিয়ে দিল বাইরে। জানালার কিনারে ঘষা লেগে চামড়া ওঠে গেল বুক থেকে। জ্বালাপোড়া করছে। আস্তে আস্তে হাত ঢিল করে নেমে গেল আরো নিচে। তারপর ছেড়ে দিল হাত। ঝুপ করে পড়ল আবর্জনার ওপর। মাটি নরম নয়। তবু শব্দ হয়নি খুব-একটা।

কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকল সে। আবর্জনার দুর্গন্ধে বমি আসছে। কারো সাড়া নেই চারদিকে। ওঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। খুব সাবধানে।

শহরের ভেতরে ঢুকল না শেভার্ন। হয়ত ঘোড়া-টোড়ার ব্যবস্থা হত বেন্টের ওখানে গেলে। কিন্তু এখনই ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। জেল ভেঙে পালালে ফাঁসি দেয়ার নিয়ম আছে। বিচারের প্রয়োজন হয় না।

হেঁটেই চলল সে র‍্যাঞ্চের দিকে। আগে ঢুকতে হবে বি বি র‍্যাঞ্চে। যে করেই হোক প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। তবে এ সময়টা ভাল। র‍্যাঞ্চে লোকজন থাকে কম। বার্থোলোমোও নিশ্চয়ই হোপ এগেইনেই।

বি বি র‍্যাঞ্চের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে এক ঘন্টা লেগে

গেল শেভার্নের। ঘোড়া জোগাড় করে না আসাটা বোকামি বলেই মনে হচ্ছে।

অস্বাভাবিক নীরবতা বি বি র‍্যাঞ্চে। অবাক হল শেভার্ন। কোথায় গেল সব? সদর দরজায় দারোয়ান বসে ঢুলছে। ইচ্ছা করলেই পাশ কাটিয়ে র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু ঝুঁকি নিল না শেভার্ন। জেগে ওঠে চেঁচামেচি শুরু করলে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে সব। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জোড়া হাতে দারোয়ানের ঘাড়ে প্রচণ্ড রদ্দা মারল একটা। নিঃশব্দে লোকটা ঢলে পড়ল মাটিতে। হাতের বন্দুক পড়ে গেছে।

বন্দুকটা তুলে নিল শেভার্ন। দারোয়ানকে টেনে নিয়ে এল র‍্যাঞ্চের ভেতরে। শুইয়ে দিল দরজার আড়ালে। যেন দেখা না যায় বাইরে থেকে। র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল সে পা টিপে টিপে।

কোন বাঁধা পেল না শেভার্ন। গুন্ গুন্ করে গান গাইছে কে যেন। প্যাটন। দরজার সাথে সেঁটে গেল শেভার্ন। প্যাটন ঘরে ঢুকে একটা গ্লাস আর বোতল বের করল বিগ বিয়ারের শো-কেস থেকে। এখানেই বসে পড়লে মুশকিল হবে। কিন্তু বসল না। শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল পাশের অন্য একটা দরজা দিয়ে।

সাজান-গোছান ঘরটা। সুন্দর। ছুটো কাঠের আলমারী। একটা শো-কেস। বিশাল একটা টেবিল। সুদৃশ্য খাট। দামী আয়না লাগান ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের কার্নিস থেকে ঝুলছে দামী একটা হোলস্টারসহ একটা রিভলবার। টেবিলের ওপর জগ ও পানির গ্লাস ছাড়া কিছু নেই। একপাশে আলনায় ঝুলছে দামী কাপড়-চোপড়।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নিপুণ হাতে তল্লাশি শুরু করল শেভার্ন। আলমারী দুটোতে বিরাট বিরাট তালা মারা। ওখানে কিছু থাকলেও শব্দ না করে খোঁজ করা যাবে না। টেবিলের তিনটা দেরাজ। একটা খালি। মাঝেরটায় কিছু চিকিৎসার সরঞ্জাম পেল। আইওডিন, ব্যাণ্ডেজ এইসব। অন্য একটায় পুরোন কাগজপত্র। পড়ে দেখল শেভার্ন। ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র। ওর কাজে লাগবে না।

বালিশ, বিছানার তলা উল্টে-পাল্টে দেখল। আলনায় ঝোলান ট্রাউজারের পকেটগুলোও খালি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল শেভার্ন। ফুল সাইজ আয়নায় নিজেকে দেখল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর খুলল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার।

দ্বিতীয় ড্রয়ারে পাওয়া গেল একটা নোট বই। ওপরে নাম লেখা বার্থলোমোর। পৃষ্ঠাগুলো উল্টে চলল। একসময় পেয়ে গেল জিনিসটা। নোট বইয়ের একটা পাতায় অনেকগুলো নোটের নম্বর। সারি করে সাজান। মুখে মৃদু হাসি ফুটল ওর।

পকেটে রাখতে যাচ্ছে নোটবইটা। থেমে গেল কি মনে করে। আরো কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টাতেই পেল একটা ছেঁড়া পাতা। তাড়াহুড়া করে অযত্নে ছেঁড়া। কোণাকুণি ও বাঁকা করে বের করে নেয়া হয়েছে পৃষ্ঠার একটা অংশ। 'পেয়ে গেছি', আপনমনেই বলল সে।

কিন্তু আসল তথ্যটাই জানা হয়নি এখনো। দরকার প্যাটনকে। রেবেকাকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে জানতে হবে। উইলমোর খবরও বের করতে হবে ওর কাছ থেকেই।

ড্রেসিং টেবিলের কার্নিস থেকে হোলস্টারসহ পিস্তলটা তুলে নিল কোরম্যান। চেম্বার পরীক্ষা করল। সিক্সগুটার রিপিটার। দামী এবং ভাল অস্ত্র। হামারটা টান দিয়ে ওপরে তুলে আবার আস্তে করে নামিয়ে রাখল গুলির ওপরে। সৌখিনভাবে তৈরি হোলস্টারের সাথে আটকান এক সারি কার্তুজ। ফোর ফোর ক্যালিবারের। কোমরে বেঁধে নিল হোলস্টারটা।

বাইরে বেরোতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেল সে প্যাটনের সাথে। শিস দিতে দিতে ঢুকছে সে। চিন্তাও করেনি ঘরে থাকতে পারে কেউ। দু'হাতে ওকে জাপটে ধরল শেভার্ন। তারপর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা খুলে বুকে ঠেকাল প্যাটনের।

নার্ভ আশ্চর্য রকমের শক্ত প্যাটনের। বিচলিত হল না একটুও। বরং মুখে হাসি। 'ছাড়, ছাড়', বলল সে, 'জামাই আদরের দরকার নেই আমার। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' কিছুই বলল না শেভার্ন। কিন্তু পিস্তল ঠেকিয়ে রাখল বুকেই।

'বস্ বাড়িতে নেই', প্যাটন বলল, 'বাঁচতে চাইলে ভেগে যাও, তোমাকে মেরে গাছে ঝোলানর জন্য আমিই যথেষ্ট। কোন্ গাছটা পছন্দ তোমার?'

আসলে শেভার্নকে অমনোযোগী করে তুলতে চাইছে ও।

বিভ্রান্ত হয়নি শেভার্ন। 'ঐ গাছটা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে—', বলে বাইরের দিকে না তাকিয়েই প্রচণ্ড এক চড় মারল সে প্যাটনের গালে।

'তোমাকে মারব না, কথা দিচ্ছি', শান্তভাবে শেভার্ন বলল, 'যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। রেবেকা কোথায়?'

'জানি না।'

'আর একবার মাত্র জিজ্ঞেস করব।'

'কি করবে বললে?'

'অজ্ঞান করে রেখে যাব।' শেভার্ন আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল।

'বিশ্বাস করি না তোমার কথা।'

'তাহলে মর।' পিস্তলের চাপ বাড়াল শেভার্ন।

'কথাটা বললেও তো মেরে ফেলবে আমাকে।'

'কোন কথা শুনতে চাই না আর। তিন বলার সাথে সাথে গুলি করব আমি। এক···দুই···'

'থাম', চিৎকার করে বলল প্যান্টন, 'গুলি করো না। বলছি। রেবেকা এখন মেরিগোল্ড গার্ডেনে। উপত্যকার আস্তানা থেকে দুই মাইল পশ্চিমে। ড্রাগন পাহাড়ের ওপাশে।

'কিন্তু ওখানে গেলে কিছুই করতে পারবে না তুমি—', ফ্যাকাসে গলা প্যান্টনের, 'বিগ বিয়ার আছে, লোক আরো দশ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না। কানের কাছে রিভলবারের বাড়ি খেয়ে নিঃশব্দে মাটিতে ঢলে পড়ল সে।

বি বি র‍্যাঞ্চ থেকে এম র‍্যাঞ্চে যাওয়ার সময় পেছনে খুরের শব্দে চট্ করে ফিরে তাকাল শেভার্ন। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। পিস্তল ঘুরিয়ে তৈরি রইল সে। দাঁড়িয়ে পড়েছে অনুসরণকারীও।

'কে ওখানে? পিস্তল ফেলে নেমে আস ঘোড়া থেকে।'

'তোমার কুকুর।' হাসতে হাসতে ঘোড়াসহই এগিয়ে এল ল্যারী, 'দেখ, গুলি করো না যেন।'

'কোথায় যাচ্ছিলে? তোমাকে না বারণ করেছি বেরোতে?'

'তোমার কাছে। জোনাহ্ বলল সেল নাকি খালি। নিশ্চয়ই বি বি র‍্যাঞ্চে পাওয়া যাবে ভেবে, যাচ্ছিলাম। ওখানে প্যান্টন আছে। সাহায্যের দরকার হতে পারে তোমার।'

'প্যান্টন আছে ওখানেই। তবে সাহায্য ওরই দরকার। আমার নয়।'

'কি করব এখন আমরা?' ল্যারীর প্রশ্ন।

'আমার সাথে চল। তোমার হাতের কি অবস্থা?'

'ভালই। কোথায় যাবে?'

'মেরিগোল্ড গার্ডেনে।' ল্যারীকে বলল সে পুরো ঘটনা।

এমন সময় ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে সেখানে এল কীগান। দর্ দর্ করে ঘামছে। অস্থির।

'কি খবর, ফোরম্যান? কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে?'

'শিগগিরই জানতে পারবে। ল্যারী, তুমি র‍্যাঞ্চে যাও। কীগানকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। র‍্যাঞ্চে থাকা দরকার কারো। কোন ঝামেলা হলে সামলাবে ডারবিকে নিয়ে। তোমার ঘোড়াটা ধার দিলেই চলবে আপাতত।'

'কোথায় যাব?' কীগান জিজ্ঞেস করল, 'শহরে অন্তত পঞ্চাশ-জন খুঁজছে তোমাকে। ধরে দেয়ার জন্য এক হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে বলে শেরিফ জানিয়েছে। টাকার লোভে ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে। শেরিফ বলেছে, ধরতে পারলে সাথে সাথেই গাছে ঝোলান

হবে তোমাকে।'

'তবুও যেতে হবে আমাকে।' ল্যারীর দিকে ফিরল সে, 'ফিরতে না পারলে রেবেকাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো তুমি। কিছুটা শক্তি রিজার্ভ রাখা দরকার।' জবাব না শুনেই কীগানকে নিয়ে ঘোড়া ছোটাল সে।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছে জায়গাটা চেনার চেষ্টা করল শেভার্ন। একটু সামনেই উপত্যকায় পৌঁছানর পথ। সামান্য এগিয়ে ডান দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে পশ্চিম দিকে। পাহাড়ের চড়াইয়ে গিয়ে থেমে গেছে হঠাৎ। সে পথটা ধরেই এগোল দু'জনে। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না।

স্পষ্ট খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা হঠাৎ। এগিয়ে আসছে অন্তত দশ-বারজন। দ্রুত রাস্তার কিনার থেকে সরে গেল ওরা। সাদা মুখোশধারী বেশ কয়েকজন নেমে আসছে পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। সবার সামনে বিশালদেহী একজন লোক। মুখটা মুখোশে ঢাকা।

শেভার্ন ইঙ্গিত করল কীগানকে। চলে যাক ওরা। শত্রু যত কমে, ততই মঙ্গল। দু'জনকে ডান পাশে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সবাই। যাচ্ছে হোপ এগেইনের দিকে। না, রেবেকা নেই ওদের সাথে। নিশ্চিন্ত হল শেভার্ন।

মুখোশধারীরা চলে যেতেই পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে মুখে প্যাঁচাল শেভার্ন। কীগানের কাছে রুমাল নেই।

নিজের রুমালটাই ছিঁড়ে অর্ধেক করে একটা অংশ দিল কীগানের হাতে। ছোট হয়ে গেছে দু'জনের জন্যই। চোখ ঢাকা পড়ল না কারোরই। চওড়া কার্নিসের হ্যাট টেনে দিল চোখ পর্যন্ত। অন্ধকারে বোঝা যাবে না কিছু।

মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ গজ এগোতেই যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একজন মুখোশধারী। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা নয় কারো। সবে একটা বোতলে চুমুক দিয়েছিল সে।

'কি হল আবার?' বলতে বলতে শেভার্নের খুব কাছে চলে এল মুখোশধারী। চিনতে পারল না কাউকে।

কাছে আসতেই রিভলবারের বাঁট দিয়ে কানের কাছে জোরে বাড়ি মারল শেভার্ন। মুহূর্তে মাথাটা সরিয়ে নিল মুখোশধারী। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার আগেই ওর মাথায় আবার বাড়ি পড়ল রিভলবারের। খুলি ফাটার শব্দ হল ফট করে।

পঞ্চাশ কদম এগিয়ে ডানে ঘুরতেই আবার আক্রান্ত হল ওরা। এক ঝাঁক গুলি আসার আগেই ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল দু'জন। এগিয়ে আসছে তিনজন সাদা মুখোশধারী। কীগানের গুলি খেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল একজন। সাথে সাথেই মারা গেছে। আরেকজন চিৎ হয়ে পড়ে আছে শেভার্নের গুলি খেয়ে। তৃতীয়জন পিঠটান দিল ভয়ে।

পাহাড় পেরিয়ে মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় আসতেই রাস্তার পাশ থেকে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল শেভার্নের ওপর। লোকটাকে জাপটে ধরে ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ল শেভার্ন। কীগান গুলি করতে পারছে না। লেগে যেতে পারে শেভার্নের গায়ে।

আচমকা গড়ান দিয়ে লোকটাকে পায়ের ওপর তুলে ছুঁড়ে মারল শেভার্ন ল্যারীর কাছ থেকে নিয়ে আসা ঘোড়াটার সামনে। প্রচণ্ড বেগে লাথি চালাল ঘোড়াটা বিরক্ত হয়ে। নালের আঘাতে মাথা কেটে হলুদ মগজ ছিটকে পড়ল।

সামনে একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেয়ে থামল ওরা। ঘোড়ার পায়ের শব্দে দৌড়ে এল তিনজন সাদা মুখোশধারী। দৌড়াতে দৌড়াতেই একজন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শেভার্নের গুলি খেয়ে। বাকি দু'জন পজিশন নিল সুবিধামত জায়গায়।

প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল নিঃশব্দে। কোন পক্ষ থেকেই সাড়াশব্দ নেই। অধৈর্য হয়ে পড়ল দু'জনে। হঠাৎ ঘরটার খুব কাছেই একটা কালো মূর্তির নড়াচড়ার আভাস পেল শেভার্ন। ভেসে আসছে ধস্তাধস্তির শব্দ। আর্তনাদ শোনা গেল কারো। দৌড়ে পেছনে চলে গেল আরেকজন।

বুকে হেঁটে ওদিকে এগোল শেভার্ন আর কীগান। ওর আসাটা লক্ষ করেনি কেউ। সাদা মুখোশধারী চেপে বসেছে অন্য এক-জনের পিঠে। ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়বার হাত তুলতেই শেভার্নের বুলেট জখম করল তার হাত। আর্তনাদ করে পিঠ থেকে ওঠে কোমরে হাত দিতেই দ্বিতীয় বুলেট এসে ফুটো করে দিল বুকের বাঁ পাশ। একটা চক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল সে। কাছে গিয়ে একটানে লোকটার মুখোশ খুলে ফেলল শেভার্ন। চিনল না।

বুড়ো লোকটাকে ধরাধরি করে উঠাল দু'জনে। পিঠে গভীর ক্ষত। রক্ত ঝরছে দরদর করে। হাঁপাচ্ছে। কামারের হাপরের মত উঠানামা করছে বুক। ম্যাচ জ্বালাতেই চমকে উঠল কীগান।

'বাবা!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে।

অবাক হল শেভার্ন। কীগানের বাবা এখানে আসবে কিভাবে? আশ্চর্য কাণ্ড তো। যাহোক, আপাতত চিন্তাটা স্থগিত রেখে জখমটা পরীক্ষা করল শেভার্ন। মারাত্মক নয়। কিন্তু বেশি রক্তক্ষরণ হলে বাঁচান যাবে না। মুখের রুমাল খুলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে গেল শেভার্ন।

'পরে', বুড়ো বললেন, 'আরো অনেক কাজ বাকি আছে। রেবেকা আর উইলমোকে নিয়ে সরে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি। তারপর যা করার করো।'

কীগানকে কিছু জিজ্ঞেস করল না শেভার্ন। সময় হলে ও-ই বলবে। দু'পাশ থেকে দু'জনে ধরল বুড়োকে। নিয়ে গেল উইলমোর ঘরে। বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগান। খুলতে অসুবিধা হল না।

'শেভার্ন?' চিৎকার করে উঠল উইলমো, 'আমি জানতাম, আসবেই তুমি। শুধু অপেক্ষা করছিলাম কখন আস। জলদি চল, আমাকে অফিসে যেতে হবে একবার।

'কীগান', উইলমো বললেন, 'তুমি চলে যাও। গভর্নর বেন্ট-লীকে এ চিঠিটা দেবে। তারপর গভর্নরকে নিয়ে চলে আসবে হোপ এগেইনে। খুব তাড়াতাড়ি। তোমার বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আমার ওখানেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।' পকেট থেকে কাগজ বের করে খস্‌খস্‌ করে কি যেন লিখে দিলেন উইলমো।

ওরা কেউই খেয়াল করেনি, কোন ফাঁকে বুড়ো চলে গেছে ঘর থেকে।

'তুমিও আমার সাথে চল', শেভার্নকে বলল উইলমো,

'শ্যাটকে নিয়ে অফিসে যাব, একটা জবানবন্দী নিতে হবে শ্যাটের। রুই মাছটাকে জালে আটকাতে গেলে দরকার হবে ওটা।' শেভার্ন বুঝল, কীগানের বাবার নামই শ্যাট।

'তুমি যাও। আমাকে ফিরতে হবে হোপ এগেইনে। জেল থেকে পালিয়েছি আমি। খুব ভোরে ধরা দেব ইচ্ছা করেই। ততক্ষণে সব কাজ শেষ করে চলে এসো তোমরা।

'আমার যাওয়া দরকার। তাহলে তোমরা না আসা পর্যন্ত বার্থলোমোকে আটকে রাখতে পারব হোপ এগেইনে। আমি ফিরে না গেলে গা ঢাকা দিতে পারে সে।'

বলতে বলতেই দরজার দিকে ফিরল শেভার্ন। শ্যাট ও রেবেকা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ঘরে।

তের

বার্থলোমো চলে যাওয়ার পর ঘন্টার পর ঘন্টা নীরবে বসে রইল রেবেকা। আশংকা করছে, এই বুঝি বার্থলোমো ফিরে এল আবার। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেছে ওর মন। কে তার আসল বন্ধু? বার্থলোমো? অসম্ভব। শেভার্ন? বিশ্বাস হয় না। ল্যারী? সে তো শেভার্নেরই লোক। কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না সে চারপাশে।

এমন এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থায় বার্থলোমোকে বিয়ে করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। এটা নিশ্চিত, কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে বার্থের। বিশ্বাস করতে পারছে না সে শেভার্নকেও।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। একটা-দুটো করে তারা ফুটছে। আকাশ পরিষ্কার। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কোন নিঃসঙ্গ কয়োটের কান্না। এছাড়া শব্দ নেই কোথাও। পাইনের পাতা বাতাসে দুলে উঠছে। তারই মর্মর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। শব্দহীনতাকে আরো প্রকট করে তুলছে প্রকৃতির এই উপাদানগুলো।

হঠাৎ করেই পর পর ছুটো গুলির আওয়াজে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে গেল নীরবতা। থামল না গুলি। প্রায় বিশ মিনিট ধরে বুলেটের বৃষ্টি হল চারাপশে। দু'পক্ষ থেকেই গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। কারা ওরা? ভয়ে কেঁপে উঠল রেবেকা। ঈশ্বরের নাম জপছে সে মনে মনে।

কে যেন প্রচণ্ড একটা লাথি মারল দরজায়। তালা ভেঙে দরজার পাল্লা ছিটকে পড়ল ঘরের ভেতরে। সভয়ে দাঁড়িয়ে গেল রেবেকা। একজন আগন্তুক ঢুকল ঘরে। বয়স্ক। মুখ ভর্তি দাড়ি। একটা চোখ কালো পট্টি দিয়ে বাঁধা। হাঁপাচ্ছে।

'জলদি চলে এস', উত্তেজিত কণ্ঠে রেবেকাকে নির্দেশ দিল বুড়ো। 'পালাতে হবে। এক্ষুণি। সময় নেই হাতে।'

পেছন ফিরে তাকাল রেবেকা। না। বেড়ার ওপাশে এখন কেউ নেই।

আগন্তুক কষ্ট করে হাসল এবার। 'ধন্যবাদ', বলল সে, 'আমার সংকেত মত কাজ করার জন্য।'

'তাহলে তুমিই? কিন্তু কে তুমি?' রেবেকার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

'সব কথা পরে জেনো। চল তাড়াতাড়ি। একজনের কাছে নিয়ে যাব। তোমারই শুভাকাঙ্ক্ষী। অবশ্য তুমি যদি বিগ বিয়ারের সাথেই যেতে চাও তাহলে অন্য কথা—'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল রেবেকা। 'আমি তোমার সাথেই যাচ্ছি।'

উঠোন পেরিয়ে একই রকম একটা কুঁড়ে ঘরে ঢুকল ওরা। 'উইলমো, শেভার্ন—নিয়ে এসেছি রেবেকাকে।'

'উইলমো! শেভার্ন! সত্যি কথাই বলেছিল তাহলে বার্থ-লোমো? বল কি চাও?' শেভার্নের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'নিশ্চয়ই বিয়ে করতে চাইবে না বার্থলোমোর মত? তুমিই তাহলে সাদা মুখোশধারীদের পাঠিয়ে ধরে এনেছিলে আমাকে! বল, কি খেলা খেলতে চাও এবার।'

'আর কোন খেলা নয় ম্যাম', আগন্তুক বলল, 'আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। চল উইলমো, কোথায় যেতে হবে।'

পেছন ফিরে দাঁড়াতেই লোকটার পিঠের ওপর নজর পড়ল রেবেকার। ভয়ে আঁতকে উঠল। তাজা, বিরাট একটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে অঝোর ধারায়। এতক্ষণ খেয়াল করেনি রেবেকা। এজন্যই ঘনঘন হাঁপাচ্ছিল বুড়ো।

'তবে ভয় নেই। মরব না আমি। জবানবন্দী দিয়ে যাব। যাওয়া যাক্‌। চল।' আবার তাড়া দিল সে।

'তোমরা যাও', শেভার্ন বলল ওদের, 'আমি যাচ্ছি। খেয়াল রেখো ম্যামের দিকে। আশা করছি সকাল সকালই চলে আসতে পারব হোপ এগেইনে।' রেবেকার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্যাটের কাহিনী শুনে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল রেবেকা আর উইলমোর। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে ও। মর্নিং ব্রিজের ডাক্তার ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। রক্তে লাল হয়ে গেছে ব্যাণ্ডেজের তুলা।

উইলমোকে আড়ালে নিয়ে ডাক্তার বলে গেছে, আর বড়জোর ঘণ্টা তিনেক টিকতে পারবে শ্যাট। শহরে পাঠিয়েও লাভ হবে না। যেতে যেতে একটা-কিছু ঘটে যেতে পারে।

'জানি', শ্যাট বলছে, 'সময় ফুরিয়ে এসেছে আমার। যা বলছি লিখে নাও জলদি, শুধু শুধু দেরি করে লাভ নেই।' কাগজ-কলম হাতে নিয়ে শ্যাটের জবানবন্দী পুরোটা লিখে নিল উইলমো।

'আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। স্টেজ কোচে করে যাচ্ছিলাম আমি, ফিলিপ আর বার্থলোমো। সঙ্গে মর্নিং ব্রিজের একজন ব্যাঙ্কার—লুকাস। ওর সাথে তিরিশ হাজার ডলারের সোনা। বন্দুক ভালই চালাই আমরা। কাজেই, বাড়তি নিরাপত্তার দরকার হয়নি।

'পথে আক্রমণ আসে কোচের ওপর। কে আক্রমণ করেছিল কেউ জানে না। দু'পক্ষ থেকেই গোলাগুলি চলছিল। আমার আর বার্থলোমোর হাতে উইনচেস্টার পয়েন্ট ফোর ফোর ক্যালিবারের বন্দুক। ফিলিপের কাছে একটা সিক্সশুটার।

'একই সময়ে বিপরীত দিকে আসছিল আরেকটা স্টেজ কোচ। আক্রমণকারী ভেবে তার দিকেও গুলি ছুঁড়তে শুরু করি আমি আর ফিলিপ। আমাদের নিষেধ করছিল বার্থলোমো। আসলে সেই স্টেজ কোচে ছিল গভর্নর বেন্টলী ও তার পরিবার। ওদেরকে চিনতে পেরেছিল বার্থলোমো।

'গভর্নরকে দেখে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে গুলি খেয়েছে বেন্টলীর বউ লোনা। ওর বাচ্চা ছেলেটাও আহত হয় মারাত্মকভাবে। ভীষণ ক্ষেপে যায় বেন্টলী। বউ-এর

হত্যাকারীকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে।

'কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল করে বসে ফিলিপ। ডুয়েলে ছাড়া বা আক্রান্ত না হলে কোনদিন কাউকে গুলি করেনি সে। নিশ্চিত ছিল ফিলিপ, লোনা মরেছে ওর গুলিতেই। অনুতাপে দগ্ধ হয় ও। অনেক দুঃখ প্রকাশ করে, সব জানিয়ে এম র‍্যাঞ্চে রেবেকার কাছে চিঠি লিখে সে একটা। আসলে অপরাধ স্বীকার করে মনের বোঝা কিছুটা কমাতে চেয়েছিল।

'দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিটা পড়ে যায় বার্থলোমোর হাতে। হোপ এগেইনে ফিরে আসার পরদিনই ফিলিপের সাথে দেখা করে বার্থলোমো। বলে, চিঠিটা সে পৌঁছে দেবে বেন্টলীর কাছে।

'এর পরের ঘটনার কিছুটা তোমরা জান। পাঁচ বছর ধরে ব্ল্যাকমেল করছে সে ফিলিপকে। টাকা নিয়েছে প্রচুর, শেষ পর্যন্ত টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় হাত দিয়েছে ওর গরু বাছুরের ওপর। এমনকি রেবেকাকে বিয়ে করে এম র‍্যাঞ্চ দখল করার স্বপ্নও দেখেছে।

'ঘটনার তিন বছর পর ব্ল্যাকমেলের কথা জানতে পারি আমি। ফিলিপকে পরামর্শ দিলাম গভর্নরের কাছে গিয়ে সব কথা স্বীকার করতে। রাজি হয়নি। একজন মহিলাকে খুন করার কথা স্বীকার করতে সংকোচ হচ্ছিল ওর।

'শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেই, নিজেই বেন্টলীকে সবকিছু জানাব। কি করে যেন সেটা টের পেয়ে যায় বার্থলোমো। দু'বছর আগে সাদা মুখোশধারীরা আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আটকে রাখে ওদের আস্তানায়। ফিলিপকে ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে আমাকে অংশীদার হওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল বার্থলোমো। রাজি হইনি।

'একদিন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি আমি। কিন্তু ধরা পড়ে যাই। একজন সাদা মুখোশধারী মারাত্মকভাবে আহত করে ধরে ফেলে আমাকে। সে যাত্রা বেঁচে গেলেও একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়।'

থামল শ্যাট। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। সময়ও বেশি নেই। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে আবার শুরু করল, 'আমার একমাত্র ছেলে কীগান আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতে থাকে প্রাণপণে। কিন্তু খোঁজ পায়নি। ওর কাছে খবর পাঠানর কোন উপায় ছিল না আমারও। বছরখানেক আগে একজন অপরিচিত লোক কীগানকে জানায়, তিন হাজার ডলার দিলে সে তার বাবাকে ফিরিয়ে দেবে। আসলে অফারটা দিয়েছিল বার্থলোমোই। রাজি হয়নি কীগান। বলেছে, ওর বাবার কিছু হলে দশ হাজার মাইল দূরে গিয়েও রেহাই পাবে না খুনী। পিস্তলে হাত খুব ভাল কীগানের।

'একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাবার পর আমাকে কিছুদিন বন্দী করে রেখেছিল ওরা। আমিও খুব নরম ব্যবহার করছিলাম তখন। ফলে কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে ওরা ছেড়ে দেয়। কিন্তু জানতাম, আস্তানার চারপাশে কড়া পাহারা রয়েছে। সেজন্যই আর পালাবার ভরসা পাইনি।

'রেবেকাকে ধরে আনার পর বুঝতে পারি, যে-কোন উপায়ে বাধা দিতে হবে বার্থলোমোকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সতর্ক করে দেই মেয়েটাকে। রেবেকা আমার কথা শোনায় এযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছে। এর পরের ঘটনার সবই জান তোমরা।'

দম ফুরিয়ে আসছে শ্যাটের। কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। সব কথা লিখে নিয়েছে উইলমো। কাঁপা হাতে কাগজটাতে সই করল শ্যাট।

'কীগানকে বলো', হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যাট বলল, 'আমার আর ফিলিপের দুরাবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী বার্থলোমো। পারলে সে যেন বদলা নেয় এর—', বলতে বলতে ওঠে বসার চেষ্টা করল শ্যাট। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে শুইয়ে দিল উইলমো আর রেবেকা। শার্টের বোতাম খুলে দিল ওর। কামারের হাপরের মত উঠানামা করছে শ্যাটের বুক।

রেবেকা লক্ষ করল, একবারও ফিলিপের বর্তমান অবস্থার কথা বলেনি শ্যাট। অর্থাৎ তার বাবার ফিরে আসা অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

পরদিন সকাল। এম র‍্যাঞ্চ থেকে লাল মাসটাঙটাতে চড়ে আয়েশি ভঙ্গিতে হোপ এগেইনের দিকে যাচ্ছে শেভার্ন। মুখে সিগারেট। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ নেই বিন্দুমাত্র।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসছে শেরিফ। শেভার্নকে দেখে চমকে উঠল ভূত দেখার মত। কিন্তু নির্বিকার ফোরম্যান। বেন্টের সেলুনের সামনে হিচ রেইলে ঘোড়াটা বেঁধে ধীরে-সুস্থে এগিয়ে গেল শেরিফের দিকে।

গতকাল বিকেলেই যারা এক হাজার ডলার পুরস্কারের লোভে হন্তে হয়ে শেভার্নকে খুঁজছিল, আজ তাদের অনেকেই হতবিহ্বল

হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হামলা করা তো দূরের কথা, কাছে এগিয়ে আসারও সাহস পাচ্ছে না।

'আমিই চলে এলাম শেরিফ', মুচকি হেসে শেভার্ন বলল, 'টাকার খুব দরকার কিনা। পুরস্কারের এক হাজার ডলার আমাকেই দিয়ে দাও। বড় টানাটানি চলছে।'

শেভার্নের উপস্থিতি টের পেয়ে আশেপাশের ঘরবাড়ি থেকে লোকজন এসে জড় হতে লাগল। জানালাগুলোতে দেখা দিল উৎসুক মুখ। শেরিফের হাত-পা কাঁপছে।

'এটা কি ধরনের শহর রে বাবা', হাসতে হাসতে শেভার্ন বলল, 'চোর পালিয়ে গেছে, তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ ধরা হচ্ছে না। দেয়া হচ্ছে না পুরস্কারের টাকা।' মুখ ঘোরাল সে চারপাশে। তারপর সরাসরি তাকাল শেরিফের দিকে, 'জলদি করে সেলে ঢোকাও আর গুণে গুণে দিয়ে দাও পুরস্কারের টাকাটা। নয়ত মামলা করব কিন্তু তোমার নামে।'

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। এমন মজার ব্যাপার এ শহরের লোকজন দেখেনি কখনো। নতুন করে অপমানিত বোধ করল শেরিফ।

'ঠিক আছে, চল। কিন্তু মনে রেখ, আরেকবার পালিয়ে যাওয়ার আগেই গাছে ঝোলাব তোমাকে আমি।'

'বাহ্, পালালাম কোথায়! একটু হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম বাইরে। এমন কথা কোথাও লেখা আছে নাকি যে, হাওয়া খেতেও বাইরে যেতে পারব না? পালিয়ে গেলে কোন গর্দভ আবার ফেরত আসে জেলে ঢোকার জন্য?'

সেলে ঢোকার সময়ও মুখের হাসি মিলিয়ে গেল না ফোরম্যানের। 'বড্ড গরম ঘরটা। দরজাটা খোলাই রাখ না', বলল সে, 'আর হাতকড়া পরানর দরকার নেই। পালাব না। বিশ্রাম নিতে চাই কিছুক্ষণ।'

শেরিফ তবুও হাতকড়াটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাড়া লাগাল শেভার্ন, 'রেখে দাও ওটা ড্রয়ারে। তোমার আর বার্থলোমোর সব কারসাজি ধরে ফেলেছি। জেল থেকে বের হওয়ার সময় তোমার হাতেই পরিয়ে দিয়ে যাব ওটা।'

'কি বলতে চাও তুমি? কিসের কারসাজি', চমকে গেলেও তাল হারাল না শেরিফ। 'বকর বকর করো না। রেহাই পাচ্ছ না এসব ভাওতাবাজি করে। তোমার মুরাদ জানা আছে।' ভয়ানক চটে গেছে টাইলার।

'ঠিক কারসাজি নয় আসলে।' শেভার্নের মুখটা নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত, 'বার্থলোমোর কাছে লেখা তোমার কয়েকটা প্রেমপত্র পড়লাম সেদিন। দেখবে একটু পরেই। অবৈধ প্রেমের ঠেলাটা বুঝবে তখনই।'

'কোন চিঠি লিখিনি আমি। পাইনিও।' শেরিফের গলায় তেমন জোর নেই। ভেঙে পড়তে চাইছে।

'এখনো সময় আছে টাইলার, চিন্তা করে দেখ। বার্থলোমো বাঁচাতে পারবে না তোমাকে।'

'কচু করবে তুমি আমার—', সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল শেরিফ।

শেভার্নের নাটকীয়ভাবে ফিরে আসার ঘটনায় চাঞ্চল্য পড়ে

গেছে হোপ এগেইনে। দলে দলে লোকজন এসে ভিড় জমাতে থাকল শেরিফের অফিসের সামনে। কেউ কেউ উদ্ভট প্রশ্ন করতে লাগল শেরিফকে। ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছে সে।

বার্থলোমো না আসা পর্যন্ত কিছুই স্থির করতে পারছে না শেরিফ। শুনেছে, গতকাল সন্ধ্যায় কে নাকি বার্থলোমোর র‍্যাঞ্চে হামলা করে, প্যাটনকে অজ্ঞান করে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘর থেকে কিছু খোয়া যাওয়ার খবর পায়নি। সন্ধ্যার দিকে বেণকিচুক্ষণ শহরে ছিল না বিগ বিয়ার। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওকে পায়নি।

প্যাটনের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছে। অপরিচিত একটা লোক নাকি মাথার পেছনে আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলেছিল ওকে। চিনতে পারেনি। কথাটা বিশ্বাস করেনি শেরিফ। ওর নিশ্চিত ধারণা, কিছু-একটা লুকাতে চাইছে প্যাটন।

অস্থির হয়ে উঠেছে শেরিফ। বুঝতে পারছে না, তার আর বার্থলোমোর মধ্যেকার কোন্ কারসাজির কথাটা জানতে পেরেছে শেভার্ন। রুবেল তো যথারীতি জবানবন্দী দিয়েছেই শেভার্নের বিরুদ্ধে। তাহলে আর কে সাহায্য করছে ওকে?

সকাল সকাল সেলুন গোছাচ্ছে বেন্ট। সহকারী প্যাট সাহায্য করছে। বেন্টের মুখটা চিন্তান্বিত। ঘটনার আগা-গোড়া বুঝতে পারছে না সে-ও।

'বুঝলাম না, পালিয়ে গিয়েও আবার কেন ফিরে এল শেভার্ন।' টেবিলে ময়লা কাপড় ঘষতে ঘষতে আপনমনেই বিড়বিড় করছে ও। 'লোকটাকে চিনতে পারলাম না। বিপদ যাই থাক ঝামেলার গন্ধ শুঁকে শুঁকে জায়গামত হাজির হবে ঠিকই।'

'কি বলছ বস?' ওর দিকে তাকিয়ে হাসল প্যাট। 'মনে হয় গাল দিচ্ছ কাউকে?'

'বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ড। গাল দিচ্ছি তোমার চৌদ্দ গুষ্টিকে। নিজের কাজ কর। খামোকা চটিয়োনা আমাকে।'

'ওসব শুনে কাজ নেই। একটু খেয়াল রেখ।' গজগজ করতে করতে বলল বেন্ট। 'একটা চক্কর দিয়ে আসি।' বেরিয়ে গেল সে সেলুন থেকে।

শেরিফের অফিসের সামনে গিয়ে বেন্ট দেখল, ইতিমধ্যে সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে। গোটা শহরের লোকজন যেন এসে জড় হয়েছে শেরিফের অফিসের সামনে। কেউ কেউ উঁচু গলায় বর্ণনা দিচ্ছে শেভার্নের ফিরে আসার ঘটনা। শেরিফের দুরাবস্থা সবাই উপভোগ করছে। এর পর কি করবে শেরিফ এ নিয়েও তর্ক করছে কেউ কেউ।

লোকজনের মধ্যে অনেকেই শেভার্নের পক্ষে। বিপক্ষেও কম নেই একেবারে। ছোট ছোট জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কোন কোন জটলায় শ্রোতার চেয়ে বক্তার সংখ্যাই বেশি। বেন্ট খেয়াল করল, প্রায় প্রত্যেকটা জটলাতেই বি বি র‍্যাঞ্চের কেউ না কেউ শেভার্নের বিরুদ্ধে তর্কে অংশ নিচ্ছে। চোখ-মুখ ফোলা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্যাটনকেও দেখতে পেল সে। তবে কথা বলছে না

প্যান্টন। নীরবে শুনে যাচ্ছে শুধু।

'সত্যি, দুঃখ হচ্ছে।' জোরে বলে উঠল একজন। 'শেভার্ন আমার কাছে ধরা দিলেই তো এক হাজার ডলার পেয়ে যেতাম।' উঁচু গলায় হেসে উঠল নিজের রসিকতায় নিজেই। 'বেকুবটা ভাগ দিতে চায় না কাউকে।'

'রাখ তোমার পুরস্কার।' বলল বি বি র‍্যাঞ্চের একজন, 'ফাঁসিতে ঝোলান হবে গর্দভটাকে। প্রত্যেকটা অভিযোগের প্রমাণ রয়েছে শেভার্নের বিরুদ্ধে। কেউই বাঁচাতে পারবে না ওকে।'

বেন্টকে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেল সবাই। ওরা জানে, বার্থলোমোকে দেখতে পারে না বেন্ট। কিন্তু শটগানটা চালাতে পারে ভালই। খুব কম লোকেরই সাহস আছে ওর মুখোমুখি হওয়ার।

শেরিফের অফিসে গিয়ে বেন্ট দেখল, একজন বয়স্ক লোককে কি যেন বোঝানর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে বার্থলোমো। হাত-পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে বলছে কিছু। মাঝে মাঝে সম্মতি, আবার কোন কোন সময় অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ছে লোকটা। থুতনিতে দু'হাত রেখে নীরবে শুনে যাচ্ছে শেরিফ টাইলার। কথাবার্তায় অংশ নিচ্ছে না।

কাছে গিয়ে লোকটাকে চিনতে পারল বেন্ট। জজ বিলিয়ার্ড। গুড হোপ সিটির বিচারক। বয়স ষাটের কাছাকাছি। পাকা চুল। মাথায় চকচকে টাক। দু'পাশে লম্বা চুল। চোখে রিমলেস সোনার চশমা। গায়ে কালো রঙের কোট। পরিপাটি। টেবিলের ওপর

বড়সড় একটা চামড়ার ব্যাগে ঠাসা কাগজপত্র।

ডান হাতে ধরা একটা সৌখিন লাঠি দিয়ে মাটিতে ঠকঠক শব্দ তুলছে বিলিয়ার্ড। কিছুটা অন্যমনস্ক। উঁচু হয়ে সাদা ট্রাউজারের নিচের অংশটা কায়দা করে জুতোর ভেতরে গুঁজে দিল সে।

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে গুড হোপ সিটিতে জজ নিযুক্ত হয়েছে বিলিয়ার্ড। হোপ এগেইন থেকে শহরটার দূরত্ব প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল। আগে শেরিফ ছিল একই শহরে। বেন্ট শুনেছে, রাজধানীতে উঁচু পর্যায়ে যথেষ্ট জানাশোনা আছে বিলিয়ার্ডের।

'আমরা পাগলের মত তোমাকে খুঁজছি, জজ', বেন্টকে দেখে জোরে জোরে বলছে বার্থলোমো, 'তোমার মত একজন লোকই এ শহরে এখন সবচেয়ে বেশি দরকার।'

'জনগণের একজন অযোগ্য সেবক হিসেবে', বক্তার ঢঙে বিলিয়ার্ড বলল, 'আসলে জনগণের সেবায়ই নিয়োজিত আমি। বল, কি করতে হবে আমাকে।'

'একজন দাগী আসামীকে ধরেছি আমরা। বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ আর বেপরোয়া। একজনকে খুন করেছে। আরেকজনকে করতে চেষ্টা করেছিল। সময়মত বাঁধা পড়ায় পারেনি।

'গতকাল রাতে জেল ভেঙে পালিয়েছিল আসামীটা। শেরিফ অনেক চেষ্টা করে আবার ধরে এনেছে তাকে। আর ঝুঁকি নিতে চাইছি না আমরা', বার্থলোমো বলল।

'অভিযোগটা কে আনছে ওর বিরুদ্ধে?' বিলিয়ার্ডের প্রশ্ন।

'শেরিফ নিজে। তাছাড়া ব্যাকার রুবেলও।'

'কোন্ কোন্ অপরাধে ?'

'আমার বন্ধু ব্যাঙ্কার ফিলিপ মাস্টারসকে খুনের অভিযোগ আনছে টাইলার। আর ব্যাঙ্ক লুট ও ব্যাঙ্কারকে খুনের প্রচেষ্টার অভিযোগ আনবে ব্যাঙ্কার রুবেল নিজেই। ঘটনার সাক্ষীও হবে ও।

'এতেও না হলে আরো কয়েকটা অভিযোগ আনা যাবে', বার্থলোমো বলল, 'শহরের সবাই চায় বিচার হোক ওর।'

'হুম্', মাথা নেড়ে বলল বিলিয়ার্ড, 'তুমি চাইলে সবাই চাইবে এতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু কথা হল দুটো অপরাধের জন্য দু'-বার তো আর ফাঁসি দেয়ার নিয়ম নেই।'

'ওসব প্যাচাল রাখ', বার্থলোমো কড়া সুরে বলল, 'বিচার করবে কিনা তাই বল। দেখছ না, বাইরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে সবাই।'

'এতগুলো জলজ্যান্ত অপরাধ, প্রমাণও হাতে রয়েছে তোমার। অপরাধীর শাস্তি হবেই। কিন্তু বিচারের জন্য ওকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিচ্ছ না কেন ?'

'কোথায় পাঠাতে হবে না হবে তার জন্য পরামর্শ চাই না তোমার কাছে।' অসহিষ্ণু বিগ বিয়ারের কণ্ঠে রাগ। বলল, 'হয় রাস্তা থেকে পালিয়ে যাবে, নয়ত জুরিদের ভয় দেখিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। সাধারণত এ ধরনের লোকদের ওপর মহলে অনেক জানা-শোনা থাকে। সেটা ভালই বোঝ তুমি।

'তাছাড়া আরো কারণ আছে। অপরাধ করা হয়েছে এখানে। এখানকার লোকরাও বিচার দেখতে চায়। কুখ্যাত একজন আউট ল' শেভার্ন। ওর বিচার দেখতে ভালই লাগবে সবার।'

'কিন্তু......', বিলিয়ার্ড কেমন যেন অস্বস্তিতে ভুগছে।

'তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? জুরিরা যা রায় দেবে তাতে শুধু সই করবে। দায়-দায়িত্ব নেই। আমি চাই, সবকিছু আইনের মাধ্যমে হোক।'

'কিন্তু তুমি জান', গলা খাঁকারি দিয়ে বলল বিলিয়ার্ড, 'আমি আইনের পক্ষেই কাজ করি শুধু। আইন যেখানে বাঁধা দেয় সেখানে নাক গলাবার অধিকার জনগণ আমাকে দেয়নি। বলছিলাম, এই এলাকার নিজস্ব জজ রয়েছে একজন। মাথা মোটা হলেও ওকে দিয়েই কাজ করাতে হবে তোমার। গুড হোপের জজ হিসেবে এখানে বিচার করতে পারি না আমি।'

'উইলমো নয়', চটে গিয়ে বার্থলোমো বলল। 'মাথা মোটা আসলে তুমি। জজ উইলমো নিজেই আসামীর দোসর। তাছাড়া সকাল থেকে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না ওকে। মনে হচ্ছে পালিয়েছে অবস্থা বেগতিক দেখে।

'আর তুমি না চাইলে কিছু করার নেই আমার', হতাশ কণ্ঠে সে বলল, 'ভেবেছিলাম জজের পাঁচশ' ডলার ফী তোমাকেই দেব। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে আমি আর কি করতে পারি ?'

লোভে চক চক করে উঠল বিলিয়ার্ডের দু'চোখ। আসলে ঠিক এ কথাটার জন্যই অপেক্ষা করছিল সে। পাছে আবার মত বদলে ফেলে বার্থলোমো, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, করব আমি। কি আর করা।'

সারা শহরে খবর ছড়িয়ে গেল, জজ বিলিয়ার্ড বিচার শুরু করতে

যাচ্ছে শেভার্নের। যারা ঘরে ছিল, তারাও একে একে সবাই এসে জড় হল শেরিফের অফিসের সামনে। ওরা সন্তুষ্ট। আইনের মাধ্যমে বিচার হোক্ এটাই চায় সবাই। মনে মনে যারা শেভার্নের পক্ষে, স্বস্তি পেল ওরাও। নিশ্চয়ই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না বিগ বিয়ার কিম্বা শেরিফ। আরেকবার কিভাবে নাজেহাল হয় টাইলার এটাই দেখতে চাইছে ওরা।

খুন বা অন্যান্য জঘন্য অপরাধে ফাঁসি হওয়া অভিনব কোন ঘটনা নয় হোপ এগেইনে। গত বছরের ঘটনা। মদ খেয়ে রিলাক্স বারে নিরস্ত্র একটা লোককে খুন করায় এম র‍্যাঞ্চের একজনকে ফাঁসি দিয়েছে ওরা। হৈ-চৈ করতে করতে সবাই মিলে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওক্ গাছে। আদালত বসিয়ে বিচার হয়নি ওর। ঘটনাটা বলতে গেলে এই প্রথম ঘটছে। তাই, সবার এত আগ্রহ।

জজসহ সবাইকে শেরিফের অফিস থেকে বাইরে নিয়ে এল বার্থলোমো। কোন আদালত নেই হোপ এগেইনে। রাস্তার ওপরই একটা টেবিল পেতে তার ওপর কালো কাপড় বিছিয়ে দেয়া হল। একপাশে দেয়া হল ন'টা চেয়ার। মাঝের চেয়ারটা হাতলঅলা। ওতে বসল জজ। দু'পাশে চারটা করে চেয়ারে আটজন জুরি। মোটামুটিভাবে আদালতের চেহারা আনার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।

জুরির পাশে অতিরিক্ত একটা চেয়ার এনে তাতে বসতে দেয়া হল শেরিফকে। চেয়ার না থাকায় জজের টেবিলের সামনে একটা টুল পেতে দেয়া হল। অপরাধীর বসার জন্য। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তের সাথে সদয় ব্যবহার করাই নিয়ম।

খুলে দেয়া হল সেলের দরজা। ধীর পায়ে সেল থেকে বেরিয়ে

টুলে এসে বসল শেভার্ন। চিন্তার লেশমাত্র নেই চেহারায়। ওর দু'পাশে হোলস্টারে হাত দিয়ে দাঁড়াল দু'জন ডেপুটি শেরিফ। শহরের উৎসুক লোকজন বৃত্তাকারে ঘিরে আছে সবাইকে।

'আমরা এখন বিচারের কাজ শুরু করতে পারি।' খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল বিলিয়ার্ড।

'বিচারের জন্য জজ আমদানি করার নিয়ম রয়েছে, জানা ছিল না আমার', সরাসরি চার্জ করল শেভার্ন। 'আমি যতটুকু জানি, জজ উইলমোই এখানকার বিচারক।'

'আর এ-ও জান, তোমাকে বাঁচাতে পারে শুধু জজ উইলমোই। কেননা, লোকটা তোমার দোসর', বাঁকা হেসে বার্থলোমো বলল। 'ও-তো আসবেই তোমার মত নরকের কীটকে বাঁচাতে। তাছাড়া ভাল করেই জান তুমি, ঘর ছেড়ে পালিয়েছে উইলমো। তোমাকে বাঁচাবার সাধ থাকলেও সাধ্য বোধ হয় নেই। নিজের জান বাঁচানর জন্যই অস্থির।

'উইলমোকে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ডেকে আনা হয়েছে বিলিয়ার্ডকে', বার্থলোমো ব্যাখ্যা দিচ্ছে, 'আর তা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। বরং তোমার কোন কৈফিয়ত থাকলে সে-গুলো মনে মনে সাজানর চেষ্টা কর।'

বিচারের আয়োজন দেখে সামান্য হলেও ঘাবড়ে গেল শেভার্ন। মনে করেছিল, জজ উইলমো না আসা পর্যন্ত বিচার হবে না ওর। বড়জোর পাঠিয়ে দেয়া হবে রাজধানীতে। এখন বিচারকের আসনে বসেছে বিতর্কিত একজন ব্যক্তি। জুরিরাও নিশ্চয়ই বার্থলোমোরই লোক। পাশে পিস্তলধারী দু'জন ডেপুটি শেরিফও একই দলের।

'ওয়েল, শেরিফ', জজ বলল, 'শেভার্নের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ রয়েছে বল।'

'অসংখ্য অভিযোগ স্যার', মাথা নোয়াল শেরিফ। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ব্যাঙ্কার রুবেলকে খুন করার চেষ্টা, ফিলিপ মাস্টারসকে খুন, জেল ভেঙে পালান—'

'থাক্, আর বলতে হবে না', টেবিলে চাপড় মেরে বলল বিলিয়ার্ড, 'সব অপরাধের বিচার একসাথে করা যাবে না। এস, ব্যাঙ্ক ডাকাতি দিয়ে শুরু করি আমরা', বার্থলোমোর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সে। মাথা নেড়ে সায় দিল বার্থলোমো।

বার্থলোমোর ইঙ্গিতে ব্যাঙ্কার রুবেল এসে দাঁড়াল জজের সামনে। গরমের মধ্যেও ফুলহাতা গলাবন্ধ একটা কোট পরেছে ও। হাত পায়ের কাঁপুনি ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। শেভার্নের দিকে চোখ তুলে তাকানরও সাহস পাচ্ছে না। টপ টপ করে ঘাম ঝরছে ওর কপাল থেকে। ফ্যাকাসে চেহারা।

'জুন মাসের সাত তারিখে', বিবর্ণ মুখে রুবেল বলছে, 'ছ'জন লোক এক সাথে ব্যাঙ্কে ঢোকে। এর আধঘণ্টা আগে ব্যাঙ্কে জমা সব টাকা উঠিয়ে নিয়ে গেছে শেভার্ন। ডাকাতরা এসে বন্দুক ধরল আমার বুকে। একজন ঝটপট খুলে ফেলল আয়রন সেফ। চাবি ঝুলছিল ওতে। টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় গুলি করা হয় আমাকে। লুট হয়েছে ছ' হাজার ডলার।'

'চিনতে পেরেছিলে কাউকে?' বিলিয়ার্ড জানতে চাইল।

'হ্যাটের কার্নিস দিয়ে চোখ ঢাকা ছিল সবার—', আমতা

আমতা করছে রুবেল। 'তাই দেখতে পাইনি ভাল করে। তবে দেহের গড়ন, উচ্চতা, আর কাপড়-চোপড় দেখে একজনকে চিনতে পারি আমি। আমি শিওর—ও—', আঙুল দিয়ে দেখাল শেভার্নকে।

'তোমার কি বক্তব্য?' শেভার্নের দিকে তাকাল জজ।

'গুল মেরো না, রুবেল।' ধমক দিতে দিতে ওঠে দাঁড়াল ফোরম্যান। দুর্বল করে দিতে চাইছে সে ব্যাঙ্কারকে।

'তুমি কি নিশ্চিত যে, আমিই ছিলাম ওখানে?' শেভার্ন জিজ্ঞেস করল, 'কতটুকু উঁচু ছিল সে? আমার সমান?'

'হ্যাঁ', কিছুটা সামলে নিয়েছে রুবেল ইতিমধ্যেই। বলল, 'তোমার চেয়ে ইঞ্চিখানেক উঁচুও হতে পারে। জুতোর দিকে তাকাইনি আমি।'

'অর্থাৎ বার্থলোমোর সমানও হতে পারে, তাই না? নাকি শরীরের দিকে তাকাওনি তুমি?'

'অসম্ভব। হতেই পারে না। ব্যাঙ্ক চালু করার জন্য উল্টো টাকা দিয়েছেন আমাকে।'

'ঠিক সে কারণেই বার্থলোমোকে সন্দেহ করছি আমি।' জজের দিকে তাকাল সে। 'ডাকাতির টাকা দু'হাতে ওড়ান খুবই সহজ।'

'তার মানে, তুমি বার্থলোমোর বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনছ?' জজ জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই। তাছাড়া লুট করার ইচ্ছে থাকলে সেদিনই নিজের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠাতে যাব কেন?'

'কি জন্যে গেলে?'

'এ জন্যে', পকেট থেকে সতর্কবাণী লেখা কাগজটা বের করে জজের হাতে দিল শেভার্ন। তারপর সংক্ষেপে জানাল ঘটনা। জজ সেটা এগিয়ে দিল বার্থলোমোর দিকে।

'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না—', ঠোঁট উল্টে বার্থলোমো বলল, 'এ ধরনের কাগজ এক হাজারটা তৈরি করতে পারি আমি ঘরে বসেই। লেখাপড়া কিছুটা জানা আছে আমারও। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাচ্ছে শেভার্ন।'

'আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে', শেভার্ন বলল। 'বার্থলোমোকে অভিযুক্ত হিসেবে এখানে আনা হোক। আরো কিছু প্রমাণ দেখাতে চাই আমি।'

উপস্থিত লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে অনুমান করতে পারছে না কেউ। একবার শেভার্নের দিকে, একবার বার্থলোমোর দিকে তাকাচ্ছে ওরা। ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে।

'নিশ্চয়ই', বললেন জজ। ইঙ্গিত করলেন বার্থলোমোকে।

বিব্রত বোধ করছে বার্থলোমো। সামান্য কাঁপছে। ওর নিশ্চিত বিশ্বাস, কোন প্রমাণ শেভার্নের হাতে নেই। থাকতে পারে না। তবু আশংকাটা যাচ্ছে না।

'ওসব ধানাই-পানাই করে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচতে পারবে না তুমি।' বলতে বলতে ধুপধাপ পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'দড়িটা বোধ হয় তোমাকেই পছন্দ করবে বেশি। তবে ডবল করে পেঁচিয়ে নিতে হবে। ছিঁড়ে যেতে পারে—', হাসল শেভার্ন।

ইঙ্গিত করল সে বেন্টের দিকে। ওর সামনেই ছিল কাম এগেইনের মালিক।

বেন্ট এসে দাঁড়াল জজের সামনে। ওর হাতে বার্থলোমোর সেই নোট বই। আগেই বেন্টের কাছে গিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছিল ফোরম্যান।

'এটা তোমার নোট বই?' বার্থলোমোকে জিজ্ঞেস করল বেন্ট। 'অবশ্য নাম লেখা রয়েছে তোমারই। বি বি র‍্যাঙ্কের কিছু হিসেবও আছে এতে। আশা করছি চিনতে পারছ?'

থতমত খেয়ে গেল বার্থলোমো। বরফের মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। রাগের বদলে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট আতংকের চিহ্ন।

'হ্যাঁ', আমতা আমতা করে বলল সে। 'কিন্তু এটা কেমন করে তোমার কাছে এল?'

'সেটা পরে জানলেও চলবে', ওকে থামিয়ে দিল বেন্ট। 'হাতের লেখাগুলো তোমারই তো?'

বার্থলোমো মনে করার চেষ্টা করল কি কি লেখা ছিল ওতে। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাথে এর সম্পর্ক কি? হ্যাঁ, হাতের লেখাটা আমারই।'

'একটা চিঠির খড়সা রয়েছে এতে। তোমার হাতে লেখা। এপ্রিল মাসের চার তারিখে। তখন সাদা মুখোশধারীরা আমার একজন লোককে ধরে নিয়ে যায়। তাকে ফিরে পেতে হলে কি করতে হবে তা জানিয়ে চিঠি আসে একটা আমার কাছে। চিঠিটা অন্যের হাতে লেখা। কিন্তু ভাষাটা এই খসড়ার সাথে হুবহু মিলে গেছে।'

আশ্চর্য হয়ে গেল শেভার্ন। এ ঘটনা সে নিজেও জানত না। অন্য পরামর্শই দিয়েছিল বেন্টকে। গুন্‌গুন্ শুরু হল আবার লোক-জনের মধ্যে। নোট বইটা জজকে দেখাল বেন্ট। মাথা নাড়ল বিলিয়ার্ড।

'এর সাথে ব্যাঙ্ক ডাকাতির কোন সম্পর্ক নেই।' তাড়াহুড়া করে বলল বার্থলোমো, 'নোট বইটা গত মাসে চুরি যায় আমার র‍্যাঞ্চ থেকে। মনে হয় যে এটা সরিয়েছে তাদের কেউ এম র‍্যাঞ্চে কাজ করে এখন। সে-ই দিয়েছে। এমন অনেককেই এম র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছি আমি। ফিলিপ খুব ভাল বন্ধু ছিল আমার। পরস্পরকে সাহায্য করতাম আমরা।' নির্বিকার ভঙ্গিতে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে ও।

'নোট বইটা চুরি হয়েছে ঠিকই', শেভার্ন বলল, 'তবে মাস-খানেক আগে নয়। গতকাল রাতে। চুরি করেছি আমিই। এম র‍্যাঞ্চের লোক—কথাটা অবশ্য ঠিক। আরো কিছু মজার জিনিস আছে এতে।'

'তুমি ডাকাতি করার পর সেই টাকাই আবার ভাঙিয়ে নিতে গেছ ব্যাঙ্ক থেকে। রুবেলের কাছে প্রমাণ আছে।' বিরক্ত হয়ে বার্থলোমো বলল, 'আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছে শেভার্ন', জজের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'তুমি ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিচার করছ, ভুলে যেও না জজ।'

'সে কথাতেই আসছি আমি', শেভার্ন বলল। 'নোট বইয়ে অনেকগুলো নম্বর লেখা আছে। ডলারের। এগুলোও বার্থলোমোর হাতে লেখা। আমার র‍্যাঞ্চে ঢুকে রেবেকাকে কিডন্যাপের সময়

ব্যাঙ্ক হাউসে ঢুকেছিল বার্থলোমো। ব্যাগ খুলে লিখে নিয়েছে নোটগুলোর নম্বর। এগুলোর একটা নকল দিয়েছে সে রুবেলের কাছে। সাদা মুখোশ পরা একজনকে ডাকাতির দিন আমার ব্যাঙ্ক হাউসে ঢুকতে দেখেছে বাবুর্চী জোনাহ্। ওকে জিজ্ঞেস করা হোক।'

বাবুর্চী এগিয়ে এল সামনে। বলল, 'আমার মুখ বেঁধে রেখে একজন মুখোশধারী ঢুকেছিল ব্যাঙ্ক হাউসে।' জজের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'মুখোশ থাকায় তাকে চিনতে পারিনি।'

'চেনার দরকার নেই', শেভার্ন বলল, 'সাদা মুখোশধারীরা রেবেকাকে অপহরণ করেছে। বার্থলোমো সাদা মুখোশধারীদের নেতা। বেন্ট আগেই প্রমাণ দিয়েছে। দুয়ে দুয়ে চার মেলান এখন পানির মতন সহজ।'

'তাছাড়া ও-ই ব্যাঙ্ক লুট করেছে। সেক্ষেত্রে রুবেলকে খুনের প্রচেষ্টাও তার।' বলতে বলতে একটু থামল শেভার্ন। তারপর আবার শুরু করল, 'জেল ভেঙে পালাইনি আমি। জানালা দিয়ে পালিয়েছিলাম। যোগ্য একজন শেরিফ হলে পারতাম না। সে ধরেওনি আমাকে। নিজেই ফিরে এসেছি। অন্তত বিশজন সাক্ষী আছে এর। ব্যাঙ্ক লুট করে থাকলে ধরা দিতাম কোন্ যুক্তিতে?

'তাছাড়া এর আগে দু'জন মুখোশধারীকে ধরে শেরিফের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ওরা কোথায়, শেরিফকে জিজ্ঞেস কর জজ।'

'বাহ্, সুন্দর', তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘোরানর জন্য ঠোঁট বাঁকা করে হেসে বলল বার্থলোমো, 'ডাকাতি না করে, বক্তা হলে ভাল

করতে তুমি। দেখ জজ, জুরিরা অধৈর্য হয়ে পড়ছে। কতক্ষণ আর বসে থাকবে? সবই তো শুনলে। এবার রায় দিতে বল।'

জুরিদের দিকে চোখ ফেরাল জজ। 'তোমরা তোমাদের রায় লিখতে থাক। এবার ফিলিপের খুনের প্রসঙ্গে যাচ্ছি আমি। চোখ-কান এদিকেও খোলা রেখো।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে লোকজন। শেভার্নের পাল্টা যুক্তি আর উল্টো বার্থলোমোকেই অভিযুক্ত করার ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। একটু আগেই যারা শেভার্নকে ডাকাত মনে করে ফিসফাস করছিল তারাও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, উল্টো ফেঁসে যাচ্ছে বিগ বিয়ারই। রায় শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে সবাই। শেরিফ এগিয়ে এল জজের সামনে। সে-ও এখন খানিকটা দ্বিধা-ন্বিত। ভাল করে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে কি বলবে।

শুরু করল, 'মাসখানেক আগে শেভার্ন আসে এম র‍্যাঞ্চে। ওকে পাঠায় জজ উইলমো। ও আসার পর এক সপ্তাহ না পেরোতেই খুন হয় ফিলিপ। ঘোড়াটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কয়েকদিন পর শেভার্নের বাঙ্ক হাউস থেকে ফিলিপের উইনচেস্টারটা উদ্ধার করে রেবেকা—ফিলিপের মেয়ে। বন্দুকটা চেনে সবাই। রেবেকাই বন্দুকটা নিয়ে যায় বার্থলোমোর কাছে।

'এর আগে এম র‍্যাঞ্চের দু'জন কাউহ্যাণ্ড ইগনাসিও আর ডেভিয়েন্টকে খুন করে শেভার্ন। ইগনাসিও কেন খুন হল জানি না। তবে ডেভিয়েন্ট ফিলিপের খুন হওয়ার ঘটনাটা জানত। সে মুখ খুলবে এই ভয়ে ল্যারীকে দিয়ে ওকেও খুন করায় শেভার্ন।'

বন্দুকটা দু'হাতে তুলে দেখাল শেরিফ। অনেকেই চিনতে

পারছে ওটা। বহুবার দেখেছে ফিলিপের হাতে। ভুল হওয়ার কারণ নেই কোন। রাইফেলের বাঁটটা সামান্য কাটা হলেও ভাল করে চেনা যাচ্ছে ওটাকে।

ইতিমধ্যে জুরিদের রায় লেখা শেষ। এক এক করে সবার রায় পৌঁছে দেয়া হল। জজ চশমা খুলে পরিষ্কার করে সেটা পড়ল আবার। মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলো পড়ছে সে। 'ফিলিপকে খুন করার বিচার শুরু হওয়ার আগে ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিচারে জুরিদের রায় পড়ে শোনাচ্ছি।' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যাপারে শেভার্নের কৈফিয়ত জুরিরা মেনে নেননি। একজন বাদে সবাই বলেছেন, শেভার্নই দায়ী। রুবেলকে খুন করার চেষ্টাও করেছে সে-ই। শাস্তি ধার্য করেছেন—ফাঁসি।'

চারদিকে অস্পষ্ট গুঞ্জনের ঝড় বয়ে গেল। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বার্থলোমো। নির্বিকার। স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। ওরা ভেবেছিল ফাঁসি হবে বিগ বিয়ারেরই। ঘটনা এমনভাবে মোড় নেবে অনুমান করতে পারেনি কেউ।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সটান দাঁড়িয়ে আছে শেভার্ন। একবার চারদিকে চোখ বোলাল। সহানুভূতির ছাপ দেখল অনেকের চোখে-মুখে। শেভার্ন জানে, পশ্চিমে জুরি ও বিচারকদের রায়ই চূড়ান্ত। একমত না হলেও তা মেনে নিতে বাধ্য হয় সবাই। জজদের বিচারের প্রতি একটা অন্য ধরনের আকর্ষণ আছে ওদের। না, আর কোন আশা নেই।

একবার বেট, পরমুহূর্তে জোনাহ্‌র দিকে তাকাল শেভার্ন। চোয়াল ঝুলে পড়েছে দু'জনেরই। জুরিদের রায় অভাবিত মনে

হচ্ছে ওদের কাছে।

'তাহলে আর ফিলিপের খুনের বিচারের দরকার নেই', তাড়াতাড়ি বলে উঠল বার্থলোমো, 'এই দায় থেকে অব্যাহতি দিলাম আমি তোমাকে। শুধু ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিচারই করা হোক।'

'দেরি করছো কেন শেরিফ?' তাড়া লাগাল বার্থ। বলল, 'কারো বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই আমার। আইনকে শ্রদ্ধা করি। দেখতে চাই, আইন ঠিকমত মানা হচ্ছে। জুরিরা আমার বিরুদ্ধে রায় দিলেও টু শব্দটা করতাম না। সত্য একদিন বেরিয়ে পড়বেই। মিথ্যে অজুহাত খাড়া করে আমার চুলও ছুতে পারবে না কেউ।'

শেরিফের দিকে তাকাল বার্থলোমো। 'আর দেরি করার কোন দরকার নেই। রায় পেয়েছ। এতে তোমার কোন দায় দায়িত্ব নেই। তোমার কাজ হল শুধুমাত্র জুরিদের রায় কার্যকর করা।'

শেষবারের মত সাহায্যের আশায় জজ বিলিয়ার্ডের দিকে তাকাল শেভার্ন। জজও চেয়ে আছে ওর দিকেই। অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল জজ। 'কিছু করার উপায় নেই আমার', কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে।

চৌদ্দ

বোবা বনে গেছে সবাই।

মাথা নিচু করে বসে আছে জজ বিলিয়ার্ড। গত দশ বছরের বিচারক জীবনে এমন ঝামেলায় কখনো পড়েনি।

বিলিয়ার্ড বুঝতে পারছে, শেভার্নের কোন দোষ নেই। এ-ও বুঝছে, বার্থলোমোই জড়িত সবগুলো কুকীর্তির সাথে। জুরি বোর্ড বার্থলোমোর লোক দেখান একটা চাল মাত্র।

বিলিয়ার্ড ভেবেছিল, সাধারণ মানের বিচার-টিচার হবে। ঝামেলার কিছু নয়। রাজনৈতিক সমর্থনে জজ হবার পর দলের খাতিরে ছোটখাট অন্যায় করা ওর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা নয়। মাঝে মাঝেই ওরকম করে সে। কিন্তু জলজ্যান্ত নির্দোষ একজন লোককে ফাঁসিতে ঝোলানর হুকুম এর আগে কখনো দেয়নি।

জুরি, শেভার্ন, বার্থলোমো, তারপর চারপাশে দাঁড়ান লোকজনের দিকে তাকাচ্ছে ও। অসহায় দৃষ্টি। পারছে না সিদ্ধান্ত নিতে। এমনিতে ফাঁসি দিতে লোকজনের উৎসাহের কমতি দেখা যায় না।

রায় দেয়ার পরপরই হৈ-হৈ করে গাছে ঝুলিয়ে দেয় অপরাধীকে। এক ধরনের খেলা এটা কারো কারো কাছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কাউকে উৎসাহিত মনে হচ্ছে না।

'কি ব্যাপার, বিলিয়ার্ড?' অসহিষ্ণু স্বর বার্থলোমোর। 'জজের চাকরিটাও কি আমারই করতে হবে নাকি? বললাম তো, ফিলিপের খুনের দায় থেকে অব্যাহতি দিলাম শেভার্নকে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির জন্য জুরিরা যে রায় দিয়েছে, সেইমত কাজই কর না কেন তুমি?'

এমন সময় ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল জজ উইলমো। এতক্ষণ ওকে দেখেনি কেউ। কখন থেকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, খেয়ালও করেনি কেউ। সকলেরই দৃষ্টি ছিল বিচারের দিকে।

উইলমোর চোখ-মুখ বিধ্বস্ত। কাপড়-চোপড় মলিন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্যের অভাব নেই ওখানে। সোজা বিলিয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'তুমি যথেষ্ট করেছ বিলিয়ার্ড, এবার ওঠে পড়। আমার এলাকায় এসে নাক গলানর জন্য ভুগতে হবে তোমাকে।'

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। যেন মজার নাটক দেখছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য বদল আর নতুন চমক। কলরব করছে সবাই। এতক্ষণ দমবন্ধ রাখার পর খৈ ফুটেছে ওদের মুখে। বার্থলোমো হতবাক। নিজের হাতে আটকে রেখে এসেছিল সে জজকে। কিভাবে এল এখানে? রেবেকা কোথায়? মাথা ঘুরতে লাগল ওর।

চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়াল বিলিয়ার্ড। রীতিমত কাঁপছে। এমন জানলে ভুলেও পা মাড়াত না সে এদিকে। 'আমি আসতে চাইনি এখানে', মিনমিন করে বলল সে। 'ওরা ধরে এনেছে এক রকম জোর করেই। আমি জনগণের লোক। জনগণের জন্য ..'

'যথেষ্ট করেছ জনগণের জন্য। তোমার সেবায় ধন্য হয়েছে সবাই। আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না কেউ সেবার বহর দেখে। এবার সরে দাঁড়াও। বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ।' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে উইলমোর কণ্ঠে। বার্থলোমোর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'কি খবর বার্থলোমো? ভাল তো?' টিপ্পনী কাটল জজ, 'বাহ, বেশ নিরপেক্ষ জুরি বোর্ড বসান হয়েছিল দেখা যায়?' জুরিদের দিকে তাকাল সে, 'কারা ওরা? কাউবয় নাকি? বি বি র‍্যাঞ্চেই কাজ করে সবাই?'

'এরা সবাই শহরের সম্মানিত লোক, জজ', বার্থলোমোর মুখে রাগ আর হতাশা স্পষ্ট, 'ভুইফোঁড় জজ নয়। তাছাড়া শেভার্নের বিচার করতে পার না তুমি। তুমিই ওকে ঢুকিয়েছিলে ফিলিপের র‍্যাঞ্চে। ফিলিপের খুন থেকে রেহাই পাচ্ছ না তুমিও। প্রয়োজনে রাজধানীতে গিয়ে তোমার নামে মামলা ঠুকব আমি।'

'ঠিক', এবার অন্য পাশ থেকে এগিয়ে এলেন গভর্নর বেন্টলী, 'শেভার্নের বিচার উইলমো করতে পারে না। কারণ, গভর্নরের একজন সম্মানিত অফিসার শেভার্ন।'

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই। বেন্টলীকে চেনে ওরা। বছরখানেক আগেই হোপ এগেইনে এসেছিলেন একবার। জজ উইলমো ছিল ওঁর সাথে। একটু আগেই যারা শেভার্নের বিরুদ্ধে

ছিল, এবার ওরাই চেঁচিয়ে উঠল বিগ বিয়ারের বিরুদ্ধে।

লোকজন জানে, আইনের বিরুদ্ধে কোনদিন কাজ করেননি বেন্টলী। ওদের কাছে গভর্নর সত্যের এক মূর্তমান প্রতীক।

নতুন করে শেভার্নের দিকে তাকাল সবাই। এই লোক গভর্নরের একজন অফিসার? অথচ কোন দাম্ভিকতা নেই! বড়াই নেই! ওদের মতই সাধারণ একজন মানুষ। একে একে শেভার্নের কাজকর্মগুলোর কথা মনে পড়ল সবার। ওর মধ্যেও রসবোধ আছে। যুক্তি আছে। আছে কুকুরের মত প্রাণীর জন্য ভালবাসা।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল বার্থলোমো। হেরে গেছে। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সোজা হয়ে। শেষ হয়ে গেল হাতের সবগুলো বড় বড় তাস। কিন্তু জিততে পারেনি এক দানও।

'এস, রেবেকা', কোমল গলায় ডাকল উইলমো। ভিড়ের মধ্য থেকে ওঠে এল মেয়েটা। পরনে কাউবয়ের পোশাক। কোমরের হোলস্টারে পিস্তল। জিন্সের ট্রাউজারের তলা কায়দা করে কাউবয় জুতার ভেতর ঢোকান। সযত্নে বাঁধা চুল। চেহারায় ক্লান্তি। কিন্তু তবু উজ্জ্বল। ঝকঝকে।

রেবেকাকে দেখে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল বার্থলোমোর মুখ। রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। দেখা দিয়েছে আতংক। সাহায্যের আশায় চারদিকে তাকাচ্ছে একটু আগের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী বিগ বিয়ার। কিন্তু কেউ নেই। বি বি র‍্যাঞ্চের কাউহ্যাণ্ডরা পর্যন্ত কেটে পড়ছে একে একে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ, দুই ডেপুটি। থর থর

করে কাঁপছে জুরিরা। আতংকে জমে গেছে ব্যাঙ্কার রুবেল। বিপদে পড়েছে সবাই। কে কাকে সাহায্য করবে?

পকেট থেকে শ্যাটের জবানবন্দী লেখা কাগজটা বের করে গভর্নরের হাতে দিল জজ উইলমো। সবাইকে শুনিয়ে পুরোটা পড়লেন গভর্নর। ফিরিয়ে দিলেন জজের হাতে।

'কিন্তু, কিন্তু, ফিলিপকে খুন করিনি আমি। আমার বিরুদ্ধে খুনের কোন অভিযোগ আনতে পারবে না কেউ। শেভার্নই খুন করেছে ফিলিপকে। উইলমো সাহায্য করেছে।'

'আমার বাবাকে খুন করেছ তুমি।' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ল্যারী, এক হাত তখনো স্লিঙে বাঁধা। 'মনে আছে, বার্থলোমো? দশ বছর আগে ফরবি নামের একজনকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দিয়েছিলে? জোর করে দখল করেছিলে তার র‍্যাঞ্চ? ফোরবি র‍্যাঞ্চের নাম পাল্টে করেছিলে বি বি র‍্যাঞ্চ। একটা ছেলে বাধা দিয়েছিল বলে ওকেও খুন করার আদেশ দিয়েছিলে তুমি। ফোরম্যান ডারবি বাঁচিয়েছিল। দেখ তো, চিনতে পার কিনা সেই ছেলেটাকে?

'দশ বছর!' একটু থেমে বলল সে, 'দশ বছর অনেক সময় বিগ বিয়ার। সুদে-আসলে অনেক ঋণ জমা হয়েছে। সবটাই শোধ করতে হবে এখন।'

'আমারও কিছু বলার আছে', বলতে বলতে সাদা মুখোশে ঢাকা একজন লোক এগিয়ে এল। পরনে জিনসের একটা ঢোলা প্যান্ট। মাথায় বিরাট হ্যাট। হাতে-পায়ে সোনালী লোম। লোকটাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

রেবেকার কিন্তু বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না চিনতে। 'বাবা!' বলেই

বুড়োর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ততক্ষণে মুখোশ খুলে ফেলেছে ফিলিপ। বাচ্চা মেয়ের মত রেবেকা চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে ওর দুই গাল। 'বাবা, বেঁচে আছ তুমি? বিশ্বাস করতে পারছি না', বলতে বলতে ছলছল করে উঠল রেবেকার চোখ।

শেভার্নের হাত চেপে ধরল বুড়ো। একবার তাকাল উইলমো আর বেক্টলীর দিকে। 'মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলাম, শেভার্ন। নিজেকে আউট'ল' হিসেবে পরিচয় দিয়ে মিশে গিয়েছিলাম মুখোশধারীদের সাথে। চিনতে পারেনি কেউ। ওদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি সবই। কিন্তু করার ছিল না কিছুই। যেসব খবর পাঠিয়েছি সেগুলো সবই পেয়েছ তুমি। শুধু জোনাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না এসব। ওর মাধ্যমেই খবর পাঠাতাম আমি।'

গভর্নরের দিকে তাকাল ফিলিপ, 'শ্যাটের জবানবন্দী থেকে সবই জেনেছ গভর্নর। দরকার হলে আমিও আলাদা জবানবন্দী দিতে পারি একটা। আমি দোষী। যে-কোন শাস্তি দিতে পার।'

'ফিলিপ', অনুত্তেজিত স্বর গভর্নরের। 'আমার বউ কোনদিন ফিরে আসবে না। প্রতিশোধ কখনোই নিতে চাইনি আমি। তুমি না হয়ে ঐ ক্রিমিনালটার হাতে লোনা মরলে, দুঃখ পেতাম।

'তাছাড়া পাঁচ বছরে মাশুল কম দাওনি। তোমার সাজা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই।'

'সোজা হয়ে দাঁড়াও', গম্ভীর আদেশ শুনে চমকে গেল সবাই। এদিকে কেউ লক্ষ রাখেনি এতক্ষণ। জমে ওঠা নাটক দেখছে

মন্ত্রমুগ্ধের মত। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখল, ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে ল্যারী। পিস্তল হাতে সটান দাঁড়িয়ে বার্থলোমো। দু'চোখ জ্বলছে ওর ধক ধক করে। ঠিকরে বেরোচ্ছে প্রতিহিংসার আগুন।

'সবার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দাও', বেপরোয়া কণ্ঠস্বর বার্থলোমোর। 'নইলে, একজন একজন করে খুন করব।' গভর্নর, উইলমো, রেবেকা, শেভার্ন, সবাইকে কভার করে রেখেছে ও।

'অনেক চালবাজি দেখিয়েছ, উইলমো। খেল এবার খতম। কোন ঝামেলা চাই না। মারতেও চাই না কাউকে। একটা ঘোড়া পেলেই চলে যাব। আর কেউ বাধা দিতে চাইলে, আসতে পার। মরার জন্য তৈরি হয়েই এসো। অন্তত পাঁচজনকে মেরে মরতে চাই। নিজের মৃত্যুর জন্য ভয় করি না। অতএব, সাবধান।'

এমন একটা ঘটনার জন্য তৈরি ছিল না কেউ। বেশিরভাগ লোকই পিস্তল আনেনি সাথে। ল্যারীকে আগেই কায়দা করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে বার্থলোমো। দু'একজন যাদের কাছে পিস্তল আছে, কোমরের কাছে হাত নিতেও সাহস পাচ্ছে না। বার্থলোমোর ক্ষিপ্রতার কথা অজানা নেই কারো।

অসহায়ের মত উইলমো আর শেভার্নের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন গভর্নর। কিন্তু আশার আলো দেখতে পেলেন না।

এমন সময় ভিড় থেকে এক লাফে খোলা জায়গায় লাফিয়ে পড়ল কীগান। 'আগে একজনকে মেরে নাও, বার্থ।' কর্কশ সুরে বলল সে। 'বাবাকে মেরেছ। এবার আমাকেও মার।' পিস্তল উঁচু করে ধরল সে বার্থলোমোর দিকে। উত্তেজনায় চোখের পলক ফেলতে পর্যন্ত ভুলে গেছে সবাই।

পিস্তল উচিয়ে ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কীগান আর বার্থলোমো। ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল ওরা। ভূপাতিত ল্যারীকে মাঝখানে রেখে একটু একটু করে সরছে ওরা। দু'জনেই জানে, সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভুলেও জীবন চলে যেতে পারে। কিম্বা হয়ত মারা যাবে দু'জনই। কারো ক্ষিপ্রতা সম্পর্কেই কারো অজানা নেই।

হঠাৎ একটা কুকুরের 'ঘেউ' শব্দে মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল বার্থলোমো। এবং জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করল সে। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্য অসতর্ক হয়ে পড়েছিল বার্থ। সুযোগটা কাজে লাগাল কীগান। হাত দুটো ওপরে ওঠে গেল বার্থলোমোর। পিস্তল থেকে গুলি বেরোল একটা। বাতাস কেটে মিলিয়ে গেল দূরে। আরেক হাতের পিস্তল থেকে বুলেট ছুঁড়ল বার্থলোমো। তার আগেই ডানদিকে ডাইভ দিয়েছে কীগান। উড়তে উড়তেই দ্বিতীয়বার গুলি করল সে। সামনে এগোতে গিয়েও ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল বার্থলোমো। যেন পেছন থেকে টেনে ধরেছে কেউ।

ডাইভ দিয়েই গড়িয়ে সরে গেল কীগান। যেখানে ডাইভ দিয়েছিল সেখানে ধুলা উড়াল বিগ বিয়ারের গুলি।

মাটিতে শুয়ে তৃতীয়বারের মত গুলি ছুঁড়ল কীগান। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল বার্থলোমো। বুকে পাশাপাশি দুটো ক্ষতচিহ্ন। রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। মাতালের মত দু'পা পিছিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ল সে। কুঁই কুঁই শব্দ করে দেহের তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল কুকুরটা।

মাটিতে পড়ে থাকা ল্যারীকে হাত ধরে উঠাল কীগান।

'ল্যারী', গম্ভীর স্বরে বলল সে, 'বার্থলোমো পাওনা ছিল তোমারই। দুঃখ করো না। ডেভকে খতম করে বুক কিছুটা হলেও হালকা করেছ তুমি। কিন্তু আমার বুকের পাথরও তো সরাতে হবে।

'জানি, বার্থলোমোকে একবার হলেও র‍্যাঞ্চের কটনউড গাছটায় ঝোলাতে চাইবে তুমি। গভর্নর কিম্বা জজ বাধা না দিলে এখনো করতে পার তা।'

কিন্তু গভর্নর বেণ্টলী কিম্বা জজ উইলমোর বাধার তোয়াক্কা করল না কেউ। হৈ-হৈ করে তুলে নিল বিগ বিয়ারের লাশ। গাছে ওকে ঝোলাতে হবেই। এবং ঐ গাছটাতেই।

গভর্নরের নির্দেশে শেরিফ, দুই ডেপুটি, রুবেল, জজ বিলিয়ার্ডের কোমরে রশি বাঁধা হচ্ছে। 'ওই জুরিগুলোকেও বাদ দিও না যেন। ঝামেলা। এই বুড়ো বয়সে যত ঝামেলা আমার কাঁধে।' কথার ভঙ্গিতে হেসে উঠল সবাই।

কুকুরটার মাথা চাপড়ে দিল শেভার্ন। তাকাল রেবেকার দিকে। ফিলিপকে দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে রেবেকা। 'দেখলে ম্যাম, মাঝে মাঝে কুকুরও কাজে আসে। আর কাউবয়রাও ছোটখাট কাজ করতে জানে।

'তা আমার চাকরিটা থাকবে তো, ম্যাম? নাকি জিজ্ঞেস করতে হবে ল্যারীর কাছে?' তেড়ে ওঠে ওকে মারতে এল রেবেকা। সভয়ে পিছিয়ে এল শেভার্ন। ফিলিপ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

পনের

পরদিন সকাল। এম র‍্যাঞ্চ।

ব্যাগ গোছাচ্ছে শেভার্ন। যাওয়ার জন্য তৈরি। র‍্যাঞ্চের হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়েছে আগেই।

রেবেকা এসে বলল, 'বাবা বলেছে, তুমি আমাদের সাথে সকালের নাস্তা খেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ ম্যাম। তবে নাস্তাটা আমি আউটফিটের সাথেই সারব।'

'জিতেছি, জিতেছি', চিৎকার করে উঠল রেবেকা, 'ল্যারী, জলদি বিশ ডলার দাও। বলিনি, ঠিক এই কথাটাই বলবে ও?'

হেসে ফেলল শেভার্ন। 'ল্যারী তোমাকে শুধু বিশ ডলার কেন, চাইলে বিশটা বাচ্চা-কাচ্চাও দিতে পারে।'

'ইস্‌! কি যে বলে!' রেবেকার মুখটা মুহূর্তে একটা বড়সড় লাল আপেলের মত হয়ে গেল।

[বইটা কেমন লাগল? তা 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' বিভাগে জানানোর অনুরোধ রইল।]

Procopy
3/6/92

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

[অবশেষে এই বিভাগটি চালু করা হল পাঠকের দাবিতে। প্রথমত, আমাদের ইচ্ছা ছিল পাঠকের ভাবনা-চিন্তার আলোকে আমাদের প্রকাশনার পুষ্টি পূরণ করা হবে। এখন পাঠকরা পর-স্পরকে জানতে চান। একজন জানতে চান অন্যজন কি ভাবছেন। অতএব, পাঠকদের ভাবনা-চিন্তায় সফল হোক এই বিভাগটি। আসুন আমরা সবাই বিভাগটির সাফল্য কামনা করি।

তবে চিঠি আকারে সংক্ষিপ্ত রাখার অনুরোধ করছি। এছাড়া এ বিভাগে অবসরকেন্দ্রিক বই ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা উত্তর দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আর এই বিভাগে নতুন কিছু সংযোজন করা হবে। সুতরাং অপেক্ষা—ধন্যবাদ।]

ভাস্কর নাহা
'গীতালী'
স্টেশন রোড,
ফেণী।

অবসর, তোমার কাছে প্রথম চিঠি এবং প্রথম পরিচয়। তাই তোমাকে জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমার

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইলঃ ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইলঃ ayan.00.84@gmail.com